1/186

2/177

শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত

LIBRARY
No. 1/186
Shri Shri Ma ... mayee Ashram
BANARAS

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত

শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

LIBRARY
No.... 1/186
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

মূল্য : দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ ১১০০
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৫৮ সাল,
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫ সাল, ২২০০
তৃতীয় সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৩৭৮ সাল, ২২০০

প্রকাশক
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
মহামিলন মঠ, কলিকাতা-৩৫

মুদ্রাকর
শাস্ত্রভগবান প্রেস
মহামিলন মঠ
পোঃ আলমবাজার
কলিঃ-৩৫

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীব্রজনাথনিকেতন
ডুমুরদহ, হুগলী।

মহেশ লাইব্রেরী,
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহামিলন মঠ
কলিকাতা-৩৫

দেবযান কার্য্যালয়
মগরা, হুগলী।

জয়গুরু কার্য্যালয়
৯৪ শান্তিরাম রাস্তা
পোঃ বালী
হাওড়া

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত

"গুরুবুদ্ধ্যা নমেৎ সর্ব্বং দেবতা তৃণমেববা"

হে আমার গুরু ইষ্ট দাশরথি
তোমার চরণে কোটি কোটি
প্রণাম।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যস্য মে গুরুসন্ততিঃ।
তস্য মে সর্ব্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে।
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ॥
—কুলার্ণবঃ।

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

LIBRARY
No. 1/186
BANARAS

উৎসর্গ

১০৮ শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

অখিল ভারত মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন মহামণ্ডলের

মহামণ্ডলেশ্বর মহারাজ

শ্রীচরণকমলেষু

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৫৮

ইতি—
সেবক
শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

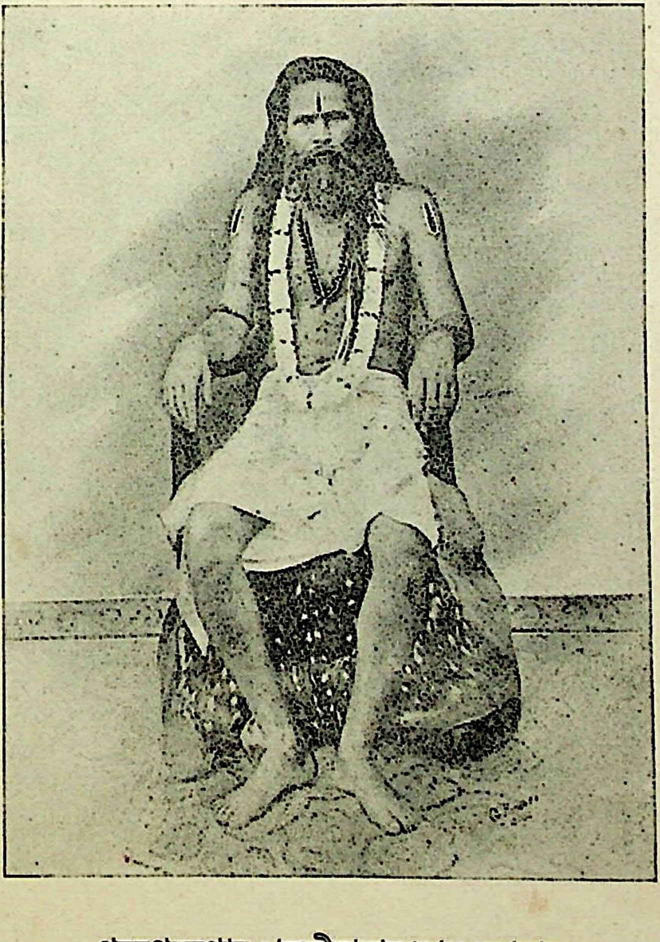

পরমপূজ্যপাদ ৺লক্ষ্মীনারায়ণদাস মহারাজ

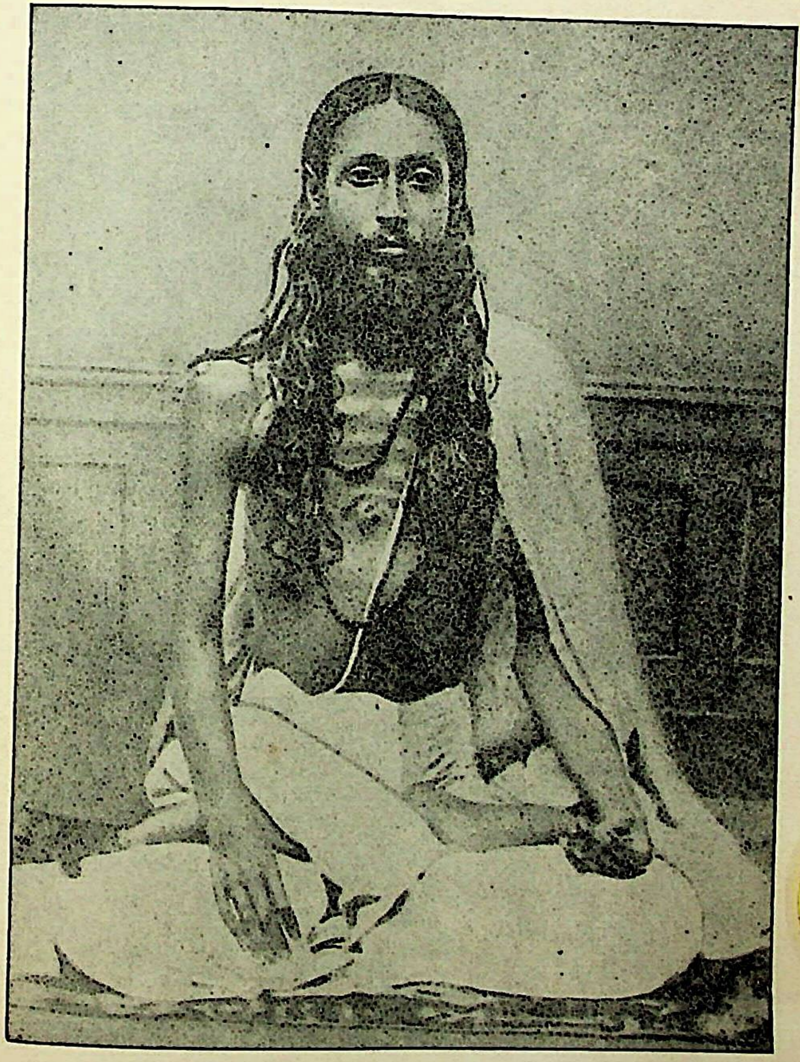

শ্রীগুরুদেব ৺দাশরথি দেব যোগেশ্বর

LIBRARY
No. 1/186
Shri Shri ... Ashram
B...R S

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃতের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য-ভক্ত সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এবং তাহা ভারত-রাষ্ট্র সীমানাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় শুধু বাঙালীরই তৃষ্ণা মিটাইবে। পরে ভাষান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা নিবাসী পূর্ব্বতন অখণ্ডবাংলার মহাগাণনিক (একাউন্টেণ্ট্ জেনারেল) রায়বাহাদুর ৺নৃত্যগোপাল বসু, এম্-এ, সি-আই-ই মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শম্ভু-গোপাল বসু শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত। ইনি স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থের তৃতীয়-সংস্করণ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

ইতি—

বিনীত
প্রকাশক

ভূমিকা

শ্রীমান্ বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীঠাকুর লিখিত 'শ্রীশ্রীগুরু-মহিমামৃত' গ্রন্থের একাংশ পাঠাইয়া অনুরোধ জানাইতেছে—"আপনার লিখিত 'ভূমিকা' পাইবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।" আমার ন্যায় মোহগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করার মত ঔদ্ধত্য আর আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি ত মোহান্ধ—কাজেই জীব-সেবাই শিব-সেবা বলিয়া মনে করি, তাই এ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যোগ্যতা আমার নাই—কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ।

এই আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব যুগে যাঁহারা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান দান করার কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের আদেশ অমান্য করাও আমি অসৌজন্য বলিয়া মনে করি।

সকল দেশের সকল মানুষ যেমন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে বিশ্বাস করে, তেমনই ভগবানকে লাভ করিবার যিনি উপায় বা পথ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার শক্তিতেও বিশ্বাস করে। গুরুবাদকে যতই উপহাস করি না কেন, যে-কোন কার্য্যে উপযুক্ত গুরু লাভ না করিলে কেহ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষার সময়, কর্ম্মশিক্ষার সময় গুরুর প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া

থাকি। সেইরূপই সকল প্রকার ইষ্টলাভ করিতে হইলে যে-তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার জন্যও গুরুর প্রয়োজন। শ্রীঠাকুর তাঁহার এই গ্রন্থে সেই গুরুর কথাই বলিয়াছেন এবং গুরু-মহিমা বিবৃত করিয়াছেন। জড়বাদ সংসারে স্থায়ী শান্তি ও সুখ দান করিতে পারে না, মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে অধিক অশান্তি দান করিতেছে—ইহা আমি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সে জন্য আজ সকলেরই—এই অশান্তি হইতে মুক্তি-লাভের—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করার প্রয়োজন। গুরুলাভ হইতেই উপযুক্ত শিক্ষালাভ হইবে—সকল মোহ মুক্ত হইয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। আমরা এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি বলিয়াই "শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত" প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি।

ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা জানাই—ইহার প্রচার-ফলে জগৎ হইতে অশান্তি দূর হউক—শ্রীঠাকুরের এই চেষ্টা সাফল্যলাভ করুক।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
'ভারতবর্ষ'-কার্য্যালয়,
১লা পৌষ, ১৩৫৮

LIBRARY
No......3..[2.]
Shri Shri Ma A... ...mayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত

প্রথম প্রকাশ

গুরুর্ব্বহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিষ্য। দেব! শুনিয়াছি একমাত্র গুরুমহিমা অবগত হইলে জগতে জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সে গুরুতত্ত্ব কি আমায় কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস, তোমার প্রশ্নে বিশেষ আনন্দিত হইলাম, সত্যই গুরু-মহিমা জ্ঞানে মানুষ কৃতার্থ হয়, সকল তত্ত্বের তত্ত্বস্বরূপ শ্রীগুরুতত্ত্ব, বহু পুণ্যফলে তবে এ মহাতত্ত্ব জানিবার বাসনা হয়।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরাগতিঃ।
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্॥
গুরুরেব পরাকাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্।
যস্মাত্তদুপদেষ্টাসৌ তস্মাদ্ গুরুতরো গুরুঃ॥

ইতি যঃ সকৃদুচ্চারয়তি তস্য সংসারমোচনং ভবতি, সর্ব্বজন্ম-কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি, সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি, সর্ব্ব-পুরুষার্থসিদ্ধির্ভবতি। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।

অদ্বয় তারক উপনিষদে কথিত হইয়াছে, গু-শব্দ অন্ধকার, রু-শব্দ তাহার নিরোধক, অন্ধকার-নিরোধিত্ব হেতু গুরু বলিয়া অভিহিত হন।

যখন অবিদ্যা-আঁধারে পথহারা জীবকুল হাহাকার করিতে থাকে, তখন জ্ঞানের আলোক লইয়া শ্রীগুরুদেব আগমন করত পরমানন্দময় ধামে লইয়া যান।

গুরুই পরমব্রহ্ম, গুরুই পরমাগতি, গুরুই পরাবিদ্যা; গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই পরম উৎকর্ষ, গুরুই পরম ধন, যেহেতু তিনি ব্রহ্মের উপদেষ্টা সেইজন্য তাঁহা হইতে গুরু গুরুতর।

ইহা যে ব্যক্তি একবার উচ্চারণ করে তাহার সংসার-মোচন ও সর্ব্ব-জন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি এরূপ অবগত হয়, সে কাম সকল প্রাপ্ত হয়, তাহার সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। গুরু কে?

গুরু। গুরুঃ ক ইতি। গুরুঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পুরুষঃ। স আদিনারায়ণঃ অহমেব। তস্মান্মামেকং শরণং ব্রজ। মদ্‌ভক্তি-নিষ্ঠো ভব। মদীয়োপাসনং কুরু। মামেব প্রাপ্স্যসি। মদ্‌ব্যতি-রিক্তং সর্ব্বং বাধিতম্। মদ্ব্যতিরিক্ত-মবাধিতং ন কিঞ্চিদস্তি॥ নিরতি-শয়ানন্দাদ্বিতীয়োঽহমেব। সর্ব্বং পরিপূর্ণোঽহমেব। সর্ব্বাশ্রয়োঽহ-মেব। বাচামগোচরনিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপোঽহমেব। মদ্ব্যতিরিক্ত-মণুমাত্রং ন বিদ্যতে। ইত্যেবং মহাবিষ্ণোঃ পরমিমমুপদেশং লব্ধা পিতামহঃ পরমানন্দং প্রাপ।

ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে দেখা যায়, মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—গুরু কে? গুরু সাক্ষাৎ আদি নারায়ণ পুরুষ। সেই আদি নারায়ণ আমিই। তজ্জন্য একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমার ভক্তিনিষ্ঠ হও। আমার উপাসনা কর আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। মদ্-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বাধিত। আমা ভিন্ন অবাধিত কিছু নাই, নিরতিশয় আনন্দ

অদ্বিতীয় আমিই। সমস্ত পরিপূর্ণ আমিই। সকলের আশ্রয় আমিই। বাক্যের অগোচর নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ আমিই। আমা ভিন্ন অণুমাত্র কিছু নাই, মহাবিষ্ণুর সকাশে এইরূপ পরম উপদেশ লাভ করিয়া পিতামহ পরামানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। তাহা হইলে গুরু বলিতে একমাত্র বিষ্ণুকে বুঝায়, তবে কেন গুরুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলে?

গুরু। শোন বৎস, জামলে শিব কি বলিয়াছেন।

গুরুরেকঃ শিবঃ প্রোক্তঃ সোঽহং দেবি ন সংশয়ঃ।
গুরুস্ত্বমপি দেবেশি মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে॥
অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নহি ভেদঃ প্রজায়তে।
কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ঃ গুরুঃ সদা—
কদাচিদ্ হৃদয়াম্ভোজে কদাচিদ্দৃষ্টিগোচরে॥

—জামল

শিব একমাত্র গুরু বলিয়া কথিত, হে দেবি! আমিই সেই—ইহাতে সংশয় নাই। হে দেবেশি, তুমিও গুরু, মন্ত্রও গুরু বলিয়া উক্ত হয়—এই হেতু গুরু, মন্ত্র ও দেবতায় ভেদ নাই। কখন সহস্রদলকমলে, কখন বা হৃদয়পদ্মে, কখন বা দৃষ্টিগোচরে গুরুকে ধ্যান করিতে হয়।

শিষ্য। তাহা হইলে বিষ্ণু, শিব, শক্তি ও মন্ত্রই গুরু?

গুরু। কেবল ইঁহারাই নহেন—

গুরুর্ব্বহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দ্দানং গুরুস্তপঃ।
গুরুরগ্নির্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥

—গুপ্তসাধন তন্ত্র

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর, গুরু তীর্থ, গুরু যজ্ঞ, গুরু দান, গুরু তপস্যা, গুরু অগ্নি, গুরু সূর্য্য—সমস্ত জগৎ গুরুময়।

শিষ্য। জগতে যাহা কিছু সবই গুরু, সমস্ত জগৎই গুরুময় এ কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একজনই সমকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, অগ্নি, সূর্য্য, তপস্যা, তীর্থ, দান, যজ্ঞাদি কি প্রকারে হয়েন?

গুরু। শুধু ব্রহ্মা-বিষ্ণু কেন, জগতের স্থাবর-জঙ্গম যাহা দেখা যায়—এক কথায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সবই গুরু।

শিষ্য। ইহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।

গুরু। প্রথমে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন। একাকী "স ন রমতে" একাকী ত ক্রীড়া হয় না, তাই তাঁহার "বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" আমি বহু হইব বাসনা হইল। তজ্জন্য তিনি আপনার অপৃথক্‌ভূতা শক্তি সহযোগে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল, পঞ্চভূত হইলেন। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য—উর্দ্ধ সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, পাতাল—অধঃ সপ্তলোক, উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ—চতুর্ব্বিধ প্রাণী হইলেন। তিনিই রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, সুখ, শান্তি, পাপ, পুণ্য সবই হইলেন। তিনিই জীব হইয়া চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিলেন। তিনিই সংসার-অনলে দগ্ধ হইয়া পরিত্রাণের জন্য কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনিই গুরুরূপে অভয় দান করত মন্ত্ররূপে সাধককে আত্মসাৎ করিয়া আপনার পরমানন্দময় স্বরূপে আনয়ন করেন। বাবা, সব একের খেলা, এক ভিন্ন দুই নাই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ," "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

শিষ্য। দেব! আপনার শ্রীমুখে আজ এ কি শুনিলাম! এ যে মন প্রাণ-কর্ণের রসায়ন। হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ জ্বালা দূর করিবার এমন ঔষধ ত আর

নাই। সব গুরু, সব গুরু! রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, মান, অপমান সব গুরু—সব গুরু! আমার গুরু সব সাজিয়া খেলা করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গম সবই তিনি, কি প্রাণারাম, কি সুন্দর, কি সুন্দর! এ কথা শুনিয়াই প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইল! বলুন দেব, কি প্রকারে 'সব তুমি' এ ভাবে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইব?

গুরু। বাবা! বেদ. উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা সবই সেই একজনকে লাভ করিবার পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথের কথা বলিয়াছেন। সকলের লক্ষ্য সেই একে স্থিতি। এক ব্যতীত দুই কেহ চাহেন না। কেহ মিলন চাহেন, কেহ বা মিশ্রণ চাহেন—এই মাত্র প্রভেদ।

হাঁ, এই পরম ভাব লাভের উপায় গুরুসেবা, গুরূপদিষ্টমার্গে বিচরণ করা। বেশী কি বলিব বাবা কেবল গুরু গুরু গুরু জপ করিলে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়।

নির্গুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
মহামন্ত্রং মহাদেবি গোপনীয়ং পরাৎপরম্॥

—কঙ্কালমালিনী তন্ত্র।

গুরু এই অক্ষর দুইটি নির্গুণ পরম ব্রহ্ম। হে মহাদেবি! পরাৎপর এই মহামন্ত্র গোপনীয়।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্॥

গুরু এই অক্ষর দুইটি মন্ত্ররাজ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র, শ্রুতি ও বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে—গুরুই সাক্ষাৎ পরমপদ।

গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ত্ততে।
তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য কিং বৃথা॥

হে দেবি! 'গুরু' এই অক্ষর দুইটি যাহার জিহ্বাগ্রে সর্ব্বদা অবস্থান করে, তাহার কি আর মোহ থাকে? বৃথা বেদপাঠে কি প্রয়োজন?

শিষ্য। আহা—আহা! গুরু গুরু গুরু! দেব, শ্রীচরণে আর কিছু প্রার্থনা নাই, কেবল এই আশীর্ব্বাদ চাই যেন আমার রসনা সদা সর্ব্বদা 'গুরু গুরু' ঘোষণা করে।

গুরু।

গ-কারোচ্চারমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি।
উ-কারোচ্চারমাত্রেণ মুচ্যতে জন্মপাতকাৎ।
রেফোচ্চারণমাত্রেণ উ-কারোচ্চারণাৎ পুনঃ!
বিসর্গোচ্চারণাৎ কোটিজন্মজং পাতকং হরেৎ॥

গ-কার উচ্চারণ মাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়, উ-কার উচ্চারণ মাত্র আজন্মকৃত পাতক হইতে মুক্ত হয়, রেফ উচ্চারণ পুনরায় উ-কার ও বিসর্গ উচ্চারণ কোটিজন্মজাত পাতক হরণ করে।

গুরুরিত্যক্ষরং দেবি জপতো মম নিশ্চিতম্।
ব্রহ্মহত্যা পুরা মুক্তা সত্যমেতন্নসংশয়ঃ॥

হে দেবি, গুরু এই অক্ষর দুইটি জপ করিয়া আমার পূর্ব্বে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ নষ্ট হইয়াছে—ইহা সত্য, ইহাতে সংশয় নাই।

পরশুরামো মাতৃবধাদ্ দেবেন্দ্রো ব্রহ্মহিংসনাৎ।
পাতকাদপি মুক্তোহভূদ্ গুরুরুচ্চারণমাত্রতঃ॥

—গুরুতন্ত্র।

গুরু এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করত পরশুরাম মাতৃবধ, দেবেন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিলে বাবা, গুরুনাম জপের ফল? বৎসরে,

শ্রীগুরুদেবের মহিমা যদি আমার কোটি জিহ্বা থাকিত তাহা হইলে হয় তো বলিয়া তৃপ্ত হইতাম।

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ।
ন গুরোরধিকো মন্ত্রো ন গুরোরধিকং ফলম্ ॥

ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ।
ন গুরোরধিকা মূর্ত্তির্ন গুরোরধিকং জপম্ ॥

—গুরুতন্ত্র।

গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, গুরুর অধিক তপস্যা নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুর অধিক ফল নাই, গুরুর অধিক দেবী নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর অধিক মূর্ত্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই। শ্রীগুরুদেবের মহিমা বর্ণনা করিবার ভাষা অদ্যাপি জগতে আইসে নাই। যাহার যতটুকু সামর্থ্য তিনি ততটুকু বলিয়াছেন।

বাবা, নরাকারধারী শ্রীগুরুদেবের কলেবরে—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃ দেবতাঃ ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌতিকাঃ ॥
এতে চান্যে চ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, পার্ব্বতী, ইন্দ্রাদি দেবতাসকল, যক্ষাদিগণ, পিতৃদেব সমুদয়, গঙ্গাদি নদীসমূহ, গন্ধর্ব্বনিকর, সর্পজাতিকুল, স্থাবর জঙ্গম ও পর্ব্বতবৃন্দ, সর্ব্বভূত—এই সমস্ত এবং অন্য যাহা কিছু নিত্য গুরুদেহে অবস্থান করে।

শিষ্য। দেব! ইতিপূর্ব্বে বলিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অন্যান্য সকলই

গুরু, আবার এখন বলিতেছেন গুরুদেবের দেহে ইহারা নিত্য অবস্থান করেন —এ কথার অর্থ কি ?

গুরু। বাবা! গুরুই সব এ জ্ঞান চরম জ্ঞান, এ জ্ঞান বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় তবে মানুষ লাভ করিতে পারে। শিষ্য দীক্ষিত হইল। গুরুদেব বলিয়া দিলেন—

গুরুর্ব্বহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো সদাচ্যুতঃ।
ন গুরোরধিকং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টারং দেশিকং পরমেশ্বরম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য জ্ঞানফলং ভবেৎ॥
যথা গুরুস্তথৈবেশো যথৈবেশস্তথা গুরুঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ॥

—যোগশিখোপনিষৎ।

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব সদা অচ্যুত, ত্রিলোকে গুরুর অধিক কেহ নাই। যে ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টা পরমেশ্বর গুরুকে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করে, তাহার জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয়। গুরু যেরূপ ঈশ্বরও সেই প্রকার, ঈশ্বরও যেমন গুরুও তাদৃশ। মহা ভক্তিসহকারে ইহাদের পূজা করা উচিত। গুরু ও ঈশ্বরের ভেদ নাই।

চঞ্চলমতি মানবের ‘গুরুই ঈশ্বর’ এ কথা ধারণা করা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের মত আহার বিহার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকারী নরাকারধারী গুরু সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর শ্রীভগবান, এ কথায় অন্ধবিশ্বাস করিবার চেষ্টা শিষ্য করিতে থাকে—তখন গুরুদেব কি বলেন দেখ—

গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিঃ কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর-বুদ্ধি আর প্রতিমা সকলে শিলা-বুদ্ধি করিলে নরকে গমন করিতে হয়।

শিষ্য গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনা করিতে থাকে। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তিনটি একটি প্রত্যহ জপকালে ইহা ধারণা করত জপ করে। গুরুদেবের নিকট মনে মনে প্রার্থনা জানায়, ক্রমে সে গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তিনটি একটি ইহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়। পরে গুরুদেবের পূর্ণ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য গুরুদেবের দেহে এই এই দেবতা আছেন বলা হয়। এইরূপ গুরুমহিমা শুনিতে শুনিতে শিষ্যের গুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে কায়মনো-বাক্যে গুরুসেবা করিতে থাকে ; ক্রমে গুরুকৃপায় তার গুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়।

বাবা, যে কোন তত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে তপস্যা চাই। বিনা তপস্যায় মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাদি শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথাই হয়।

তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্যা নিবর্ত্ততে॥

—মৈত্রেয়্যুপনিষৎ।

তপস্যার দ্বারা সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়, সত্ত্বগুণ হইতে অচঞ্চল মন প্রাপ্ত হয়, মনের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, আত্মা লাভেই জীব কৃতার্থ হয়।

শিষ্য। তপস্যা কি ?

গুরু। শ্রীভগবান্ গীতায় ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলিয়াছেন।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই সকলকে শারীর তপস্যা বলা যায়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥

কাহারও উদ্বেগকর নহে এরূপ সত্য এবং প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং যথাবিধি বেদপাঠ, স্তোত্রাদি পাঠ এই সকলকে বাচিক তপস্যা বলা যায়।

মনঃপ্রসাদসৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥

চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্-সংযম, মনকে বিষয়ের দিকে যাইতে না দেওয়া, ব্যবহারে সরলতা এইগুলি মানসিক তপস্যা।

এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে মনঃস্থির হয়। স্থিরচিত্ত ব্যক্তি যে তত্ত্ব শ্রবণ করে, পাষাণে রেখার ন্যায় তাহা তাহার হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায়।

শিষ্য। তবে কি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাদি শ্রবণ নিরর্থক ?

গুরু। নিরর্থক নয়, শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহা আয়ত্ত করিবার বাসনা হয়; অনন্তর তপস্যা করত চিত্তকে দৃঢ়ভূমিক করে।

শিষ্য। যাহারা তপস্যা করিতে পারে না, তাহাদের কি কোন উপায় নাই ?

গুরু। আছে বৈ কি বাবা! সর্ব্বদা গুরু গুরু গুরু নাম জপ করিলে মহা তপস্যা করা হয়। অতিপাতকী গতিহীন ব্যক্তিও যদি গুরুনাম জপ করে, সে কৃতার্থ হয়, তাহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয়, সে পবিত্র হয়, সে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সায়ংসন্ধ্যাকাল সমাগত, এসো বৎস, আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া স্তব করি।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জ্ঞানাত্মানং পরমাত্মানং দানং ধ্যানং যোগং জ্ঞানম্ ।
অন্তর্যোগং বাহ্যবিধানং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়জয়তাং প্রাণায়ামং ন্যাসবিধানম্ ।
ইষ্টে পূজাং তপসি চ ভক্তিং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

বিষ্ণুপূজা সেবন চরিতং বৈষ্ণবসেবা পরমংজ্ঞানম্ ।
মাতরি চ ভক্তিং পিতরি চ সেবাং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলাপর্ণা ।
শ্রীমাতঙ্গী ধূমা তারা এতাবিদ্যা ত্রিভুবন সারা ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বুদ্ধবরাহৌ নরহরিরূপং বামনচরিতম্ ।
শ্রীরঘুনাথস্ত্রিভুবনসারো ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

শ্রীভৃগুরামঃ শ্রীবলরামঃ শ্রীযদুনন্দন-কল্ক্যবতারৌ ।
দশ অবতারা বিবিধ বিধানং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

কাশীকাঞ্চীদ্বারামায়াযোধ্যাবন্তী গয়া মথুরা ।
রেবা যমুনা পুষ্করতীর্থৌ
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

গোকুলগমনং গোপুরভ্রমণং শ্রীবৃন্দাবন মধুপুর রটনম্ ॥

এতৎ সর্ব্বং সুন্দরি মাত-
র্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

তুলসী-সেবা হরিহর ভক্তির্গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-মুক্তিঃ।
কিমপরমধিকং কৃষ্ণভক্তি-
র্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

এতৎ স্তোত্রং পঠতো নিত্যং
মোক্ষজ্ঞানং ভবতি হি সত্যম্।
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যজ্ জ্ঞানং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥

ইতি প্রথমপ্রকাশং সমাপ্তম্।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় প্রকাশ

শিষ্য। দেব, শ্রীগুরুমহিমা আরও বলুন।

গুরু। বৎস! শ্রীগুরুমহিমা শ্রবণেচ্ছা যে তোমার বলবতী হইতেছে ইহা বড় আনন্দের কথা। অদ্য তোমায় শ্রীগুরুপাদুকার কথা বলিব।

কোটি কোটি মহাদানাৎ কোটি কোটি মহাব্রতাৎ।
কোটি কোটি মহাজ্ঞানাৎ পরা শ্রীপাদুকা স্মৃতিঃ॥
কোটি মন্ত্রজপাদ্ দেবি পুণ্য তীর্থাবগাহনাৎ।
কোটি দেবার্চ্চনাদ্ দেবি পরা শ্রীপাদুকা স্মৃতিঃ॥

মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে মহাভয়ে।
মহাপদি মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা॥
দুরাচারে দুরালোকে দুঃসঙ্গে দুষ্য-সংগ্রহে।
দুরাহারে চ দুর্ব্বুদ্ধৌ স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা॥

তেনাধীতং স্মৃতং জ্ঞানং দৃষ্টং দত্তঞ্চ পূজিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য পরা শ্রীপাদুকা স্মৃতিঃ॥
সকৃৎ শ্রীপাদুকা দেবি যো বা বদতি ভক্তিতঃ।
স সর্ব্বপাপরহিতঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥
শুচির্ব্বাপ্যশুচির্ব্বাপি ভক্ত্যা স্মরতি পাদুকাম্।
অনায়াসেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ লভেত সঃ॥
শ্রীনাথ চরণাম্ভোজং যস্যাং দিশি বিরাজতে।

তস্যৈ দিশে নমস্কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা প্রতিদিনং প্রিয়ে ॥
ন পাদুকাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পরঃ ।
নহি শাস্ত্রাৎ পরং জ্ঞানং ন পুণ্যং কুলপূজনাৎ ॥

—কুলার্ণব ।

কোটি কোটি মহাদান, কোটি কোটি মহাব্রত, কোটি কোটি মহাজ্ঞান হইতে শ্রীগুরুপাদুকা-স্মৃতি শ্রেষ্ঠা ।

হে দেবি! কোটি মন্ত্র জপ, কোটি পুণ্যতীর্থাবগাহন, কোটি দেবপূজা হইতে শ্রীপাদুকা-স্মৃতি শ্রেষ্ঠা ।

মহারোগে, মহোৎপাতে, মহাদোষে, মহাভয়ে, মহাআপদে, মহাপাপে স্মরণ করিলে পাদুকা রক্ষা করেন ।

দুরাচারে, দুরালোকে, দুঃসঙ্গে, দুষ্য সংগ্রহে, দুষ্ট আহারে, দুর্ব্বুদ্ধিতে শ্রীপাদুকা স্মৃতা হইলে রক্ষা করিয়া থাকেন ।

যাহার জিহ্বাগ্রে পরমা শ্রীপাদুকা-স্মৃতি বিদ্যমান থাকে, তাহা কর্ত্তৃক বেদাদি শাস্ত্র অধীত হইয়াছে, স্মরণ করা হইয়াছে। তাহার সব জানা, সমস্ত দেখা, দান করা, পূজা করা হইয়াছে ।

হে দেবি, যে ব্যক্তি একবারও ভক্তি-সহকারে "শ্রীপাদুকা" এই কথা বলে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ।

যে শুচি অথবা অশুচি অবস্থাতেও ভক্তিভাবে শ্রীপাদুকা স্মরণ করে, সে অনায়াসে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় ।

হে প্রিয়ে, যে দিকে শ্রীনাথের চরণকমল বিরাজিত আছেন, ভক্তির সহিত সেই দিক্‌কে প্রণাম করিবে ।

পাদুকা হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই, শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা দেবতা নাই, শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নাই, কুলপূজার অধিক পূজা নাই ।

শুনিলে বৎস, শ্রীগুরুদেবের পাদুকার মহিমা ?

শিষ্য। দেব, পাদুকার এত শক্তি ?

গুরু। হাঁ বৎস্‌! সাধুগণ বলেন—চরণ তেজের আধার। পাদুকায় সেই তেজ সংশ্লিষ্ট থাকে, তজ্জন্য গুরুপাদুকা পূজা করা উচিত।

অপায়াৎ পাতি নিয়তং দুঃসঙ্গাদ্‌ দুর্নিমিত্তকাৎ।
কামিতার্থ প্রদানাচ্চ পাদুকা পরিকীর্ত্তিতা ॥

—(গৌতমীয়তন্ত্র)

গুরুপাদুকা আপদ, দুঃসঙ্গ, দুর্নিমিত্ত হইতে শিষ্যকে সর্ব্বদা রক্ষা ও কামনা পূরণ করেন বলিয়া পাদুকা তাঁহার নাম।

শিষ্য। পাদুকা-পূজা কি প্রকারে করিতে হয় ?

গুরু। সহস্রদলকমলে শ্রীপাদুকার ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিতে হয়, শ্রীপাদুকার একটি সুন্দর স্তব আছে।

শিষ্য। দেব, স্তবটি বলুন।

গুরু।

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্‌।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে ॥১
তস্য কন্দলিতকর্ণিকাপূটে ক্‌৯প্তরেখ'মকথা'দিরেখয়া।
কোণ লক্ষিত 'হলক্ষ'মণ্ডলীভাবলক্ষ্যমবলায়ংভজে ॥২
তৎপুটে পটুতড়িৎ কড়ারিমস্পর্দ্ধমানমণিপাটলপ্রভম্‌।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্নাদবিন্দু মণিপীঠমণ্ডলম্‌ ॥৩
উর্দ্ধমস্য হুতভূক্‌ শিখাত্রয়ং তদ্বিলাসপরিবৃংহনাস্পদম্‌।
বিশ্বঘস্মর মহোচিদোৎকটং ব্যামৃষামি যুগমাদিহংসয়োঃ ॥৪
তত্র নাথচরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্‌ ॥৫

নিষক্ত মণিপাতুকা নিয়মিতাঘ কোলাহলম্ ।
স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখমুল্লসচ্চন্দ্রকম্ ।
পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ সদ্রোচিষম্ ।
ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্ ॥৬

পাতুকা পঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতম্ ।
ষড়াম্নায় ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতিতুর্লভম্ ॥

শিষ্য। বড় কঠিন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বাবা, ইহা ধ্যানের জিনিস। আগে অর্থ বলি, পরে ধ্যান করিবার সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি। ত্রিলোকোদ্ধার-কর্ত্তা সদাশিব এই স্তোত্রে প্রথমতঃ শ্রীগুরুর অধিবাস স্থান নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র বিশিষ্ট যে সরসীরুহ, যে অধোমুখ সহস্রদল কমল, তাহার মধ্যে তাহার কর্ণিকাতে সর্ব্বদা মিলিত নির্ম্মল অদ্ভুত কুণ্ডলিনীর গমনপথ রূপ ছিদ্রবিশিষ্ট যে কাণ্ড বা নাল, যে নাল হইতেছে চিত্রিণী নাড়ী—সেই চিত্রিণী নাড়ীর দ্বারা অলঙ্কৃত উর্দ্ধমুখ দ্বাদশবর্ণ পদ্মকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

দ্বাদশদল পদ্মের কর্ণিকাতে অ ক থ আদি ত্রিকোণ মধ্যে শ্রীগুরু চিন্তনীয় বলিয়া ত্রিকোণ নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমল ও দ্বাদশদল কমলের পরস্পর মিলিত কর্ণিকাধারভূত স্থানে অকথাদি রেখার দ্বারা চিহ্নিত রেখা বিশিষ্ট যে ত্রিকোণ সেই ত্রিকোণের অন্তরালে সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম কোণে প্রকাশিত হ ল ক্ষ বর্ণদ্বারা মণ্ডলীভাবে অবস্থিত যে অবলা শক্তি তাহার কামকলারূপ যে আলয় যাহা "ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা সনাতনী" সেই শক্তিস্থানকে ভজনা করি ॥২॥

উক্ত ত্রিকোণ মধ্যে মণিপীঠ, তদুপরি শ্রীগুরু আছেন। এই জন্য মণিপীঠ বর্ণনা হইতেছে। তৎপুটে অর্থাৎ উক্ত ত্রিকোণ মধ্যে নিম্নে শুভ্র নাদ;

উর্দ্ধে রক্তবর্ণ বিন্দু এবং তন্মধ্যে মণিপীঠ। ত্রিকোণ-মধ্যবর্ত্তী এই নাদ বিন্দুসহ মণিপীঠমণ্ডলকে মানসে চিন্তা করি। এই মণিপীঠমণ্ডল স্বপ্রকাশ রূপ স্বকার্য্য সাধনপটু তড়িৎসমূহের পিঙ্গল বর্ণদ্বারা এবং দীপ্তিমান মণিসমূহের দ্বারা পাটলপ্রভ। মণিপীঠের সর্ব্বাঙ্গ মণিময় আর এই নাদ-বিন্দুযুক্ত মণিপীঠমণ্ডলের বপু চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় ॥৩

পদ্ম-কর্ণিকাতে ত্রিকোণ, ত্রিকোণমধ্যে অধে নাদ, উর্দ্ধে বিন্দু এবং মধ্যে মণিপীঠ। মণিপীঠের উর্দ্ধে যে অগ্নিশিখাত্রয়, আবার অগ্নিশিখাত্রয়ের স্বপ্রকাশ দ্বারা উদ্দিশ্যমান মণিপীঠরূপ স্থানকে চিন্তা করি। বিশ্বভক্ষিকা, বিশ্বসংহারিকা, মহাদীপ্তিশালিনী যে মহাচিতি সেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট মহাচিতিকে চিন্তা করি এবং মণিপীঠের অধে অর্থাৎ যাহার উপরে মণিপীঠ সেই আদি হংসযুগলকে চিন্তা করি ॥৪

শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ-চিন্তা যে পীঠে করিতে হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া এক্ষণে তাহার "ধ্যান-যোগের" সূচনা করিতেছেন।

মণিপীঠস্থ ত্রিকোণমধ্যে নাথচরণারবিন্দ "দ্বন্দ্বকে" মনে মনে স্মরণ করি—ধ্যান করি। চরণ-দ্বন্দ্ব কিরূপ? "কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ" কুঙ্কুমাসবের —লাক্ষারসাভ পরমামৃতের যে ঝরী—নির্ঝর, তাহাই হইতেছে মরন্দ—মকরন্দ যার তাদৃশ। দ্বন্দ্ব কীদৃশ? ইন্দু-মকরন্দ শীতল। ইন্দু হইল চন্দ্র, চন্দ্রের যে মকরন্দ—অমৃত কিরণ, সেইরূপ শীতল। যেমন চন্দ্রের অমৃত কিরণ দ্বারা উত্তাপ নিবৃত্তি হয় সেইরূপ রাঙ্গা পা দুখানি সেবা করিলে দুঃখ-তাপ শান্তি হয়। মঙ্গলাস্পদম্=অভিপ্রেত অর্থ-সিদ্ধির স্থান। সেই চরণস্থানে মনের অভিনিবেশ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় এই। ৫ ॥

আমি মস্তকদেশে পূর্ব্বোক্ত পীঠোপরিস্থিত শ্রীগুরুর পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান

---

* পূজ্যপাদ ৺রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের 'বিচার-চন্দ্রোদয়' হইতে সঙ্কলিত হইল।

করি। পাদপদ্মদ্বয় কেমন? না, পাদপদ্মে সংলগ্ন যে মণিময় পদরক্ষণাধার পাতুকা, যে পাতুকাকে মণিপীঠ ইত্যাদি পঞ্চ পদার্থ রূপে বর্ণনা করা হইল, সেই মণিপাতুকার চিন্তার দ্বারা পাপ-কোলাহল নিয়মিত হইয়াছে—নিরস্তীকৃত হইয়াছে। পঞ্চ পাতুকার ধ্যান করিয়া, তদুপরি শ্রীগুরুচরণ চিন্তা করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়।

গুরুপাদপদ্মদ্বয় আর কেমন? না, নব প্রকাশিত পল্লবসমূহের ন্যায় অরুণ-বর্ণ। আর কেমন? না, পাদপদ্মের নখগুলি নির্ম্মল প্রকাশমান চন্দ্রের স্বরূপ। আর কিরূপ? না, পরম অমৃতপূর্ণ সরোবরে উদিত যে পদ্ম, তাহার মত নির্ম্মলপ্রকাশবিশিষ্ট। ইহাতে বলা হইতেছে যে—শ্রীনাথের চরণযুগল হইতে নিরন্তর পরামৃত ক্ষরণ হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ অমৃতসরোবরে অবস্থিত নাথচরণযুগল পদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উপরে কমল, নীচে কমল তন্মধ্যে কর্ণিকাতে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের অধে চন্দ্র, উর্দ্ধে সূর্য্য, মধ্যে মণিপীঠ। মণিপীঠে গুরুপাদপদ্ম ॥৬

এই পাতুকাপঞ্চক স্তোত্র শিবের মুখ হইতে নির্গত। ষড়মুখ দ্বারা অঙ্কিত বলিয়া শিবোক্ত সমস্ত স্তোত্রকে বলে "ষড়াম্নায়"। সেই সমস্ত মন্ত্র-বিহিত কর্ম্মফল ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই মায়াপ্রকটিত সংসারে ইহা অতিদুঃখে লাভ করা যায়। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য থাকিলে তবে ইহা লাভ হয়।

শিষ্য। আমার বুদ্ধি অতি মলিন, শুনিলাম বটে কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না।

গুরু। বাবা, একবারেই ধারণা করা সকলের পক্ষেই কঠিন। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে তবে আয়ত্ত করা যায়। স্থুলতঃ এইরূপ জানিয়া ধ্যান অভ্যাস করিও—অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের নিম্নে দ্বাদশদল পদ্ম ১। পদ্মের মধ্যে

ত্রিকোণ ২। নাদ বিন্দু ৩। মণিপীঠমণ্ডল ৪। তাহার উর্দ্ধে ত্রিকোণাকার কামকলা রূপে পরিণত হংস ৫।

শিষ্য। দেব! শ্রীপাদুকা-কথা শুনিলাম। শ্রীগুরুপূজার ফল কি?

গুরু।

ত্রিসন্ধ্যাং পূজয়েদ্ যস্তু গন্ধপুষ্পৈর্জগদ্‌গুরুম্।
তস্য কিং মন্ত্রপূজাদিবিধানৈর্ন্যাসজাপকৈঃ ॥

গুরুতন্ত্র।

যে মানব ত্রিসন্ধ্যাতে গন্ধ-পুষ্পের দ্বারা জগদ্‌গুরুর পূজা করে তাহার মন্ত্র, পূজাদি, বিধান, ন্যাস, জপের কি প্রয়োজন?

শিষ্য। জগদ্‌গুরু বলিলেন কেন?

গুরু।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আমার নাথ শ্রীজগন্নাথ, আমার গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু, আমার আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি। শ্রীগুরুদেব যখন জগন্নাথ পরমব্রহ্ম তখন তিনি জগদ্‌গুরু বৈকি! শোন—

গুরোর্মূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরোস্তত্ত্বং সদা জপেৎ।
কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকম্।
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্ ॥

শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, গুরুতত্ত্ব সতত জপ করিবে, গুরু সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ইঁহার নিবাস স্থান কাশীক্ষেত্র, জাহ্নবী পাদোদক; ইনি নিশ্চিত তারকব্রহ্ম।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ ।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥
(গুরুগীতা)

ধ্যানে প্রধান গুরুমূর্ত্তি, পূজায় প্রধান গুরুর চরণকমল, মন্ত্রে প্রধান গুরুবাক্য ; সিদ্ধির আদি কারণ শ্রীগুরুদেবের করুণা।

কিং দানেন কিং তপসা কিমন্য-তীর্থসেবয়া
শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ ।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্ ॥
—পিচ্ছিলাতন্ত্র।

দানের দ্বারা কি হইবে, তপস্যায় কি প্রয়োজন ; অন্য তীর্থসেবায় কি ফল ? যে ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগল অর্চ্চনা করে, তৎকর্তৃক জগৎ অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে, সেই সকল নিয়ত গুরু-পাদতলে নিবাস করে।

শিষ্য। অগ্রে কাহার পুজা করিতে হয়, ইষ্টদেবতার না গুরুদেবের ?

গুরু। প্রথমে গুরুপূজা করত পরে ইষ্টপূজা করা কর্ত্তব্য।

গুরুপূজাং বিনা দেবি ইষ্টপূজাং করোতি যঃ ।
মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥
—মুণ্ডমালাতন্ত্র।

হে দেবি, গুরুপূজা না করিয়া যে ইষ্টপূজা করে, তাহার মন্ত্রের তেজ স্বয়ং ভৈরব হরণ করেন। শুধু ইষ্টপূজা কেন ? দেবী বলিয়াছেন—

গুরুপূজাং বিনা নাথ কোটি পুণ্যং বৃথাব্যয়ম্ ।
অতঃ সর্ব্বজনে খ্যাতং গুরুণা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
—রুদ্রযামল।

হে নাথ, গুরুপূজা ব্যতীত কোটি পুণ্যও বৃথা। এই হেতু সর্ব্বজনে বিদিত আছে যে গুরুর দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়।

যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নো বরদো মনুম্।
তদা ভক্ত্যা ধনৈঃ প্রাণৈর্গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ ॥

—কুলার্ণব।

যখন প্রসন্ন, সন্তুষ্ট, বরদ গুরু মন্ত্রদান করেন, তখন ভক্তি, ধন ও প্রাণের দ্বারা গুরুকে সযত্নে তুষ্ট করিবে।

ভোগ্যভোজ্যানি বস্তূনি গুরবে চ সমর্পয়েৎ।
তচ্ছেষমিতি সঞ্চিন্ত্য চানুভুয়াৎ সুরেশ্বরি ॥

—কুলার্ণব।

হে সুরেশ্বরি, ভোগ্য-ভোজ্য বস্তুসকল গুরুদেবকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোগ করিবে। তিনি দূরে থাকিলে "ইহা তাঁহার উপভুক্ত" চিন্তা করিয়া স্বয়ং উপভোগ করিবে।

গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ চার্ব্বঙ্গি পূজয়েৎ সর্ব্বদা গুরুম্।
গুরোঃ পত্নীং তথা দেবি পূজয়েদ্ বিধিনামুনা ॥

—কুলাগম।

হে সুন্দরাঙ্গি দেবি! গন্ধ-মাল্যের দ্বারা সর্ব্বদা গুরুদেবকে পূজা করিবে এবং এই বিধিক্রমে গুরুপত্নীকে পূজা করিবে।

গুরুর অভাবে গুরুপত্নী, তাঁহার অভাবে গুরুপুত্রকে পূজা করিবে। গুরুভক্তির দ্বারা শিষ্য যেরূপ সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হে দেবি! সমস্ত দান, তপস্যা, ব্রতাদির দ্বারা সে তাহা লাভ করিতে পারে না।

(হে দেবেশি! যে ব্যক্তির নিজ গুরুতে অকপট সেবা ও ভক্তি আছে, তাহার মহা অয়াসপ্রদ তীর্থাদিতে অথবা কায়-শোষণকর বহু ব্রতাদির কি প্রয়োজন?)

হে দেবি! শ্রুতি বলিয়াছেন—ভোগমোক্ষার্থিবৃন্দের ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পদাকাঙ্ক্ষীগণের গুরুদেবে ভক্তিই একমাত্র উপায়। অন্য পথ নাই, গুরুভক্তির দ্বারা অসাধ্য সাধিত হয়।

যেমন তূলারাশিকে অগ্নি ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ অশুভ কর্ম্ম সকল ও সুমহাপাতককেও ভক্তি নাশ করিয়া থাকে।

যে মানব মহাত্মা গুরুদেবের শুশ্রূষাপরায়ণ, কেবল গুরুসেবাই তাহার কৃপাকারিণী হইয়া থাকে। তাহা যদি ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত কাম্য ফল প্রদান করে, পাপ সকল ক্ষয়, পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত ও সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়।

হে দেবিশি! তাবৎকাল দুঃখ-মলিন দেহিগণ সংসারে ভ্রমণ করে, যতদিন শ্রীগুরুদেবে ভক্তি না হয়।

গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি দেবতাসকল, মুনি, যোগিগণ তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

সমস্ত ক্রিয়াসকলের মূল গুরু, সেইজন্য ভক্তিমানগণের শ্রীগুরুদেব নিত্য সেবনীয়।

বাবা, আমি ক্রমান্বয়ে এক সেবার কথা বলিয়া যাইতেছি, তোমার বিরক্তি আসিতেছে না ত?

শিষ্য। না বাবা, প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; নিরাশ-হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। গুরুসেবা করিলে আমার মত ভক্তিশ্রদ্ধাহীনও কৃতার্থ হইতে পারে ইহা বুঝিয়াছি।

গুরু। বাবা, মানুষের—

তাবদার্ত্তির্ভয়ং শোক-লোভ-মোহ-ভ্রমাদয়ঃ।
যাবন্নায়াতি শরণং শ্রীগুরুং ভক্তবৎসলম্ ॥

—কুলার্ণব।

ততদিন পীড়া, ভয়, শোক, লোভ, মোহ, ভ্রমাদি থাকে, যাবৎ ভক্তবৎসল শ্রীগুরুদেবের শরণগ্রহণ না করে।

বেশী কথা কি বাবা; গুরুদেব তুষ্ট হইয়া যদি বলেন "তুমি মুক্ত" তাহা হইলে শিষ্য মুক্তিলাভ করে।

যাবচ্চোপাধিপর্য্যন্তং তাবচ্ছুশ্রূষয়েদ্ গুরুম্।
গুরুবদ্ গুরুভার্য্যায়াং তৎ পুত্রেষু চ বর্ত্তনম্ ॥

—পৈঙ্গল উপনিষৎ।

যতদিন পর্য্যন্ত দেহোপাধি থাকিবে ততদিন গুরুশুশ্রূষা করিবে। গুরুর ন্যায় গুরুভার্য্যা ও তাঁহার পুত্রের সহিত আচরণ করিবে।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরে যেরূপ গুরুতেও সেইরূপ, সেই মহাত্মার বুদ্ধিতে এই উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তাঁহারই অনুভবগোচর হইয়া থাকে।

গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টা চ সুন্দরী ॥
অতো গুরুর্মহেশানি সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
কর্ত্তা পাতা চ হর্ত্তা চ গুরুর্মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥

—গুরুতন্ত্র।

জগতে গুরু কর্ত্তা, গুরু (পাপ) হরণকারী, গুরু রক্ষক, গুরুর সন্তোষমাত্র

সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। গুরু তুষ্ট হইলে শিব তুষ্ট হন, গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিলোচন রুষ্ট হন। গুরু তুষ্ট হইলে শিবা তুষ্ট, গুরু রুষ্ট হইলে সুন্দরী রুষ্টা হইয়া থাকেন। এই হেতু হে মহেশানি! সংসারসাগরলঙ্ঘনে মোক্ষপ্রদায়ক কর্ত্তা, হর্ত্তা, পাতা—গুরু।

গুরোঃ পাদরজো যস্ত সুধীর্মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ।
স তীর্থকোটিজং ফলাৎ ফলং দশগুণং লভেৎ ॥

—গুরুতন্ত্র।

যে সুধী ব্যক্তি মস্তকে গুরুপদরজঃ ধারণ করে, সে কোটি তীর্থজাত ফল হইতে দশগুণ অধিক ফল লাভ করে।

শিষ্য। হায়! মহামূর্খ আমরা গুরুদেবকে না চিনিয়া তীর্থ তীর্থ করিয়া ভ্রমণ করি। সমস্ত তীর্থই যে গুরুপদতলে বিদ্যমান আছেন এ বিশ্বাস কবে লাভ করিব। বলুন দেব, আরও বলুন।

গুরু।

গুরোঃ পাদোদকং যস্ত নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ।
সার্দ্ধং ত্রিকোটিতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবম্ ॥

—গুরুতন্ত্র।

যে মানব ভক্তি-সহকারে নিত্য গুরুপাদোদক পান করে, সে নিশ্চয় সার্দ্ধ ত্রিকোটী-তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। গুরুপাদোদক পানের এত মহিমা?

গুরু। হাঁ বাবা—

ত্রিসন্ধ্যং পিবতে যস্ত গুরোঃ পাদোদকং সুধীঃ।
তস্য নাস্তি পুনর্জ্জন্ম সংসারে দুঃখবর্ত্মনি ॥

—গুপ্তসাধনতন্ত্র।

যে সুবুদ্ধিমান শিষ্য ত্রিসন্ধ্যা গুরু-পাদোদক পান করে, তাহার মোহপথ-রূপ সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শিষ্য। এত অল্পায়াসে যাতায়াত নিবৃত্তি হয় তাহা তো এতদিন শুনি নাই। হায়! কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাঁচে গ্রন্থি দিয়া জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছি।

গুরু। বৎস, বড় অপূর্ব্ব কথা!

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ পিতৃদেবতাঃ।
তিষ্ঠন্তি শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মার্চ্চিতে শুভে জলে॥

—গুপ্তসাধনতন্ত্র।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সমস্ত পিতৃ-দেবতাগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মার্চ্চিত শুভ-জলে অবস্থান করেন।

গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতে মানুষঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামধিপো জায়তে চ সঃ॥

—গুপ্তসাধনতন্ত্র।

যে মানব নিত্য গুরুপাদোদক পান করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিপতি হয়, অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ তাহার করতলগত হয়।

অপি বা বিগলৎপাদপ্রক্ষালনজলং যদি।
পিবেদমৃতভাবেন যঃ স দেবীপুরং ব্রজেৎ॥

—যোগিনীতন্ত্র।

গুরুচরণবিগলিত হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্রক্ষালন-জল পান করে, সে দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে।

গুরুপাদোদকং যস্তু শিরসা ধারয়েন্নরঃ।
স সর্ব্বতীর্থজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

—গুপ্তসাধনতন্ত্র।

যে ব্যক্তি গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে সমস্ত তীর্থজাত ফল-লাভে সমর্থ হয় এ সম্বন্ধে সংশয় নাই।

সর্ব্বতীর্থাবগাহনং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
গুরুপাদোদকং সম্যক্ সংসারার্ণবতারণম্ ॥

গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্ব তীর্থ অবগাহনের ফল হয় ইহা নিশ্চিত, গুরুপাদোদক সম্যক্‌রূপে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করে।

অজ্ঞানমূলহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ ॥

অজ্ঞান-মূল-হরণ, জন্ম-কর্ম্ম-নিবারণ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সিদ্ধির জন্য গুরুপাদোদক পান করিবে।

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ ॥

—গুরুগীতা।

গুরুপাদোদক পান, গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন, সর্ব্বদা গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ও অনুক্ষণ গুরুস্তোত্র জপ করিবে। সায়ংকাল সমাগত, এস বৎস শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা করি।

ওঁ চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

*　　*　　*　　*

তৃতীয় প্রকাশ

গুরুর্ব্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিষ্য। আপনার শ্রীমুখে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, পাদুকা-মাহাত্ম্য, সেবা, পূজা, পাদোদকপানের ফল শুনিলাম। শিষ্যের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলুন।

গুরু। বাবা, এই গুরুমহিমা নানা শাস্ত্রে বহুপ্রকার কথিত হইয়াছে, আমার জ্ঞান অল্প, আমি যথা জ্ঞান তোমায় বলিতেছি।

গুরোরন্নং মহাদেবি যস্তু ভক্ষণমাচরেৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।

ন স্নানং পাদশৌচঞ্চ ন চৈবাচমনঞ্চরেৎ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নৈব স্থানং বিচারয়েৎ॥

—গুরুতন্ত্র।

হে মহাদেবি, যে মানব গুরুদেবের অন্ন ভোজন করে, তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। স্নান, পাদপ্রক্ষালন, আচমন, স্থানের বিচার কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা বিধেয়।

ন ব্রাহ্মণ্যং ন কৌলিন্যং ন জাতীনাং বিচারণম্।
ন জ্ঞাতিসুতবন্ধূনাং সত্যানাং তত্র চিন্তনম্॥

একস্থানং স্থিতং হ্যন্নং তত্তীর্থমণ্ডলীকৃতম্।
ভোক্তব্যং মোক্ষদং দেবি শূদ্রস্পৃষ্টং ন চিন্তয়েৎ॥

—গুরুতন্ত্র।

ব্রাহ্মণত্ব, কৌলিন্য, জাতিবিচার করিবে না, জাতি, পুত্র, বন্ধু সে স্থানে চিন্তা করিবে না। এক স্থানে স্থিত অন্ন তাহা তীর্থমণ্ডলকৃত মনে করিয়া ভোজনীয়। হে দেবি, তাহা মোক্ষদায়ক, শূদ্রস্পৃষ্ট বলিয়া চিন্তা করিবে না।

শিষ্য। তাহা হইলে গুরুদেবের অন্ন শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও ভোজন করা চলে।

গুরু। এ অধিকারী বিশেষের কথা। উচ্চাধিকারী জ্ঞানী শিষ্য স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার না করিলে ক্ষতি হয় না। নিম্নাধিকারীর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শাস্ত্রাচার পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গুরোরুচ্ছিষ্টকং দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভবেৎ।
অবশ্যং বৈষ্ণবৈঃ শিষ্যৈর্ভোক্তব্যং তদ্দিনে দিনে॥
—যোগিনীতন্ত্র।

হে দেবি! গুরু-উচ্ছিষ্ট ভোগ-মোক্ষ প্রদান করে। তাহা অবশ্য প্রতিদিন বৈষ্ণব শিষ্যগণের ভোজন করা উচিত।

গুরোরুচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ॥
তবোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্।
গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহৎপূতং পরাৎপরম্॥

হে দেবেশি, গুরুর উচ্ছিষ্ট গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা কর্ত্তব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি মনে বিকার হয় তাহা হইলে অধোগতি হইয়া থাকে।

হে মহাদেবি! তোমার উচ্ছিষ্ট, ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ, সেইরূপ গুরুর উচ্ছিষ্ট শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, মহা পবিত্র।

শিষ্য। গুরুপত্নীর উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তো কোন কথা বলিলেন না?

গুরু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "গুরুপত্নী মহেশানি গুরুরেব ন সংশয়" হে মহেশানি গুরুপত্নী গুরুই—ইহাতে সংশয় নাই, সেইজন্য স্বতন্ত্র বলেন নাই।

গুরুণা গুরুপত্ন্যা বা গুরুপুত্রেণ বা প্রিয়ে।
স্পৃষ্টান্নং মুষ্টিমাত্রং বা যোঽশ্নীয়াদ্ বর্ষবিংশতিম্।
চিরজীবী জরারোগবিমুক্তোঽসৌ শিবো ভবেৎ॥

হে প্রিয়ে! গুরু, গুরুপত্নী অথবা গুরুপুত্রের স্পৃষ্ট মুষ্টিমাত্র অন্ন যে মানব বিংশতি বৎসর ভোজন করে, সে চিরজীবী, জরা-রোগবিমুক্ত শিব হয়।

গুরোরুচ্ছিষ্টকৈর্যস্তু সর্ব্বাঙ্গমনুলেপয়েৎ।
বজ্রোঽপি তস্য গাত্রাণি ন ভিনত্তি কদাচন॥

গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নং যো ভক্ষয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ।
অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী তস্যৈশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি॥

—গুরুতন্ত্র।

যে মানব সর্ব্বাঙ্গে গুরু-উচ্ছিষ্ট লেপন করে বজ্রও কখন তাহার গাত্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় না।

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে, জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা তাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন।

কদাচিৎ পরমেশানি যদি তত্র ভ্রমো ভবেৎ।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা কল্পকোটিশতৈরপি॥

ন ভক্ষয়েদ্ যস্তু মোহাদ্ গুরোরুচ্ছিষ্টকং প্রিয়ে।
তস্য ক্রুদ্ধা ভবেত্ত্বং হি বিপত্তিশ্চ পদে পদে॥

—গুরুতন্ত্র।

হে পরমেশানি! যদি কখনও প্রসাদভক্ষণে ভ্রম হয়, তাহা হইলে শতকোটিকল্পেও তাহার নিষ্কৃতি নাই।

হে প্রিয়ে! মোহবশে যে ব্যক্তি গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না, তাহার প্রতি তুমি ক্রুদ্ধা হও, ও পদে পদে তাহার বিপত্তি ঘটে।

গুরুকে সর্ব্বদা সদাশিবময় ভাবনা করিবে, গুরুপুত্রকে গণেশ মনে করিবে, গুরুপুত্রবধূকে বাণী-লক্ষ্মীর ন্যায় ভাবিবে, গুরুকুলকে ভৈরবগণ চিন্তা করিবে।

শিষ্য। মানুষ শান্তিলাভের জন্য সাধন, ভজন, যোগ, তপস্যা কত কি করে। আহা! তাহারা জানে না যে কেবলমাত্র গুরুসেবার দ্বারা চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। এ গুরুসেবায় কবে আমার ঐকান্তিকী রতি হইবে? আরও বলুন দেব অমৃতময়ী গুরুকথা।

গুরু। এইবার শিষ্যের কি করা উচিত অনুচিত তাহা বলিব।

ন লঙ্ঘয়েদ্ গুরোরাজ্ঞামুত্তরং ন বদেত্তথা।
দিবারাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ॥
ন শৃণুয়াদ্ গুরোর্বাক্যং শৃণুয়াদ্বা পরাঙ্মুখঃ।
অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
আজ্ঞাভঙ্গং গুরোর্দেবি যঃ করোতি স মূঢ়ধীঃ।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্বমবাপ্নুয়াৎ॥
বৃথা ধর্ম্মং বৃথা চর্য্যং বৃথা দীক্ষাং বৃথা তপঃ।
বৃথা সুকৃতিরাখ্যাতির্গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনে নৃণাম্॥

—রুদ্রযামল উত্তর খণ্ড।

গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, কথার প্রত্যুত্তর দিবে না, দাসের ন্যায় দিবারাত্র গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। যে ব্যক্তি হিত বা অহিতকর

গুরুর বাক্য শ্রবণ করে না অথবা বিমুখ হইয়া শ্রবণ করে, সে রৌরব-নরকে গমন করে। যে মূঢ়বুদ্ধি গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে—শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়।

বৃথা ধর্ম, বৃথা আচরণ, বৃথা দীক্ষা, তপস্যা, বৃথা সুকৃতি, বৃথা আখ্যাতি, গুরু-আজ্ঞা-লঙ্ঘনে মানবের সবই বৃথা হয়।

নির্গতং যদ্ গুরোর্বক্তাৎ সর্ব্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে।
গুরুকার্য্যে স্বয়ং শক্তো নাপরং প্রেরয়েৎ প্রিয়ে॥

গুরুর মুখকমল হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গুরুর কার্য্যে স্বয়ং সমর্থ হইলে অন্যকে প্রেরণ করিবে না।

শিষ্য। গুরুদেব যদি কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন?

গুরু। শিষ্য নির্ব্বিচারে তাহা করিবে।

সুরাং যদ্যপ্যসংস্কারাং গুরোরাজ্ঞাবশাৎ পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি বেদেঽপি স্থিতমেব হি॥
অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি।
তৎ সম্মতং ভবেদ্ বেদৈর্মহারুদ্রবচো যথা॥

—যোগিনীতন্ত্র।

শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞায় অসংস্কার সুরাপান করে, সে-স্থলে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না—ইহা বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে।

গুরুদেব যদি তন্ত্রবিরুদ্ধ কথাও বলেন, মহারুদ্রের বাক্যের ন্যায় তাহাও বেদসম্মত।

গুরুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালনকারী শিষ্য অনায়াসে গুরুকৃপা-লাভে সমর্থ হয়। গুরু অন্য শিষ্যগণ অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্নেহ করেন। এ সম্বন্ধে শিখ-গুরু নানকজীর একটি ঘটনা বলিতেছি শোন।

শিষ্য। বলুন দেব!

গুরু। গুরু নানকজীর অনেক শিষ্য ছিল। তাহার মধ্যে অঙ্গদ নামক একটি শিষ্যকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অন্যান্য শিষ্যেরা ও পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ, লক্ষ্মীচাঁদ তাহার কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পরস্পর বলাবলি করিত—আমরা সকলেই শিষ্য, প্রাণপণে সেবা করিয়া থাকি, তথাপি গুরুদেব উহাকে অত্যধিক স্নেহ করেন। তাহারা গুরুদেবের পক্ষপাতিত্বে দুঃখিত হইত ও দোষারোপ করিত। নানকজী তাহাদের অন্তরের কথা জানিয়া একদিন সকলকে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রিয় শিষ্য অঙ্গদ পশ্চাতে আছেন, অন্যান্য শিষ্যগণ ও পুত্রদ্বয় গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন, কিয়দ্দূর গমনের পর পথিপার্শ্বে বস্ত্রাবৃত একটি শবদেহ দেখিয়া নানকজী পুত্র শ্রীচাঁদকে আদেশ করিলেন—তুমি মড়া খাও। বিস্মিত হইয়া পুত্র শ্রীচাঁদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন—আমি তোমাকে এই মড়াটি খাইতে বলিতেছি। পুত্র বলিলেন—সে কি! মড়া খাইব কেন? মড়া তো মনুষ্যের খাদ্য নয়।

গুরু বলিলেন—আমি আদেশ করিতেছি ইহা ভোজন কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিলেন—আদেশ পালনের যোগ্য হইলে আমি অবনত মস্তকে পালন করিতে পারি। মড়া শৃগাল-কুক্কুরের খাদ্য, আমি তাহা কিরূপে ভক্ষণ করিব? আপনার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, আপনি মড়া খাইতে বলিতেছেন?

কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীচাঁদও সেই কথা বলিল, অন্যান্য শিষ্যগণও সেই কথা বলিল।

এমন সময় প্রিয় শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানকজী তাঁহাকে বলিলেন—মড়াটি খাও।

শিষ্য তৎক্ষণাৎ মড়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ দিক হইতে খাইব?

নানকজী বলিলেন—যেদিক হইতে ইচ্ছা হয় খাও। অন্যান্য শিষ্যগণ অবাক্ হইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন।

প্রিয় শিষ্যটি তখন শব ভক্ষণ করিবার জন্য বস্ত্র উত্তোলন করতঃ দেখিলেন, তাহা শব নয়, হালুয়ায় নির্ম্মিত একটি মনুষ্য মূর্ত্তি। শিষ্য আনন্দিত মনে ভোজন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে অন্যান্য শিষ্যগণের ও পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা বুঝিতে পারিলেন কেন নানকজী ইহাকে ভালবাসেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম বাবা, কার্য্যাকার্য্য, হিতাহিত কিছু না দেখিয়া গুরুর আদেশ পালন করাই প্রকৃত গুরুভক্ত শিষ্যের কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এমন গুরুভক্ত শিষ্য দুর্লভতম।

গুরু। যে শিষ্য গুরুভক্ত তাহার শ্রেয়লাভ অনিবার্য্য—এ সম্বন্ধে জ্ঞানেশ্বর ও একনাথ স্বামীর কথা পরে বলিব। হাঁ তারপর—

বন্ধু ভৃত্য পুরৈর্ভৃত্যৈঃ সহিতোঽপ্যতি ভক্তিমান্।
গচ্ছং তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রজ্ জপন্ জুহ্বৎ প্রপূজয়েৎ ॥
গুর্ব্বাজ্ঞামেব কুর্ব্বীত তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
অভিমানো ন কর্ত্তব্যো জাতি বিদ্যা ধনাদিভিঃ ॥
সর্ব্বদা সেবয়েন্নিত্যং শিষ্যঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ।

—রুদ্রযামল

বন্ধু, ভৃত্য, পুরভৃত্যগণের সহিত অতি ভক্তিমান শিষ্য গমন, অবস্থান, নিদ্রা, জাগ্রৎ, জপ, হোম সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে করিতে গুরুপূজা করিবে। তদ্গতচিত্তে গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, জাতি-বিদ্যা-ধনাদি হেতু অভিমান করা উচিত নয়। শিষ্য গুরু-সন্নিধানে সর্ব্বদা সেবা করিবে, গুরু-ভক্তির অনন্ত ফল—

সদা চ পাতুকামন্ত্রং জিহ্বাগ্রে যস্য বর্ত্ততে।
অনায়াসেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষং লভেন্নরঃ ॥
শ্রীগুরুচরণাম্ভোজং ধ্যায়েদ্ যশ্চ স দৈবতম্।
ভূক্তয়ে মুক্তয়ে বীর নান্যো ভক্তস্ততোঽধিক ॥

—রুদ্রযামল।

যাহার জিহ্বাগ্রে সর্ব্বদা গুরুপাতুকা-মন্ত্র বিদ্যমান আছে সে মানব অনায়াসে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করে।

হে বীর, ভুক্তি ও মুক্তির জন্য দেবতার সহিত শ্রীগুরুচরণকমল যে শিষ্য সর্ব্বদা ধ্যান করে তাহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ভক্ত আর নাই।

গুরুভক্ত্যা চ শক্রত্বং মদ্ভক্ত্যা শূকরো ভবেৎ।
গুরুভক্তিপরং নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বতঃ ॥

গুরুভক্তির দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। আমার ভক্তিতে শূকর হয়। গুরুভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে ইহা বলিয়াছেন।

শিষ্য। আমায় ভক্তি করিলে শূকর হয় কেন বলিলেন?

গুরু। গুরুকে ভক্তি না করিয়া কেহ যদি কেবলমাত্র আমায় ভক্তি করে সে অধোগতি লাভ করে। আমায় ভক্তি না করিয়া গুরুভক্তি করিলে সে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হয়। গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গুরুভক্তিই যে সংসার-মোক্ষের একমাত্র উপায় প্রকারান্তরে এই কথাই বলিলেন।

ধিক্ ধনং ধিক্ বলং তেষাং ধিক্ কুলং ধিগ্ বিচেষ্টিতম্।
যেষাং নোৎপদ্যতে ভক্তির্গুরুদেবে মহেশ্বরি ॥

যামল।

হে মহেশ্বরি, যাহাদের গুরুদেবে ভক্তি উৎপন্ন হয় না তাহাদের ধনে ধিক্, ধিক্ বল, ধিক্ কুল, ধিক্ চেষ্টায়।

কেবলং গুরুশুশ্রূষা ত্বৎ কৃপাকারিণী প্রিয়ে।
মদ্ভক্তিসহিতা চেৎ সা সর্ব্বকামফলপ্রদা॥

কুলার্ণব।

হে প্রিয়ে, কেবল গুরুশুশ্রূষা তোমার কৃপাকারিণী, তাহা যদি আমার ভক্তি সহ হয় তাহা হইলে সর্ব্বকামফল প্রদান করে।

ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যানি গুরুশুশ্রূষয়া প্রিয়ে॥

কুলার্ণব।

হে প্রিয়ে, গুরুশুশ্রূষার দ্বারা সমস্ত পাপ ক্ষয়, পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত ও সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

আজ্ঞাভঙ্গোঽর্থ হরণং গুরোরপ্রিয়বর্ণনম্।
গুরুদ্রোহমিদং প্রাহুর্যঃ কুর্য্যাৎ স তু পাতকী॥
গুরুকোপাত্তু নাশঃ স্যাদ্ গুরুদ্রোহাত্তু পাতকম্।
বিমৃত্যুর্গুরুনিন্দায়াং গুর্ব্বানিষ্টান্মহাপদঃ॥
জীবেদগ্নিং প্রবিষ্টো বা নরঃ পীতবিষোঽপি বা।
মৃত্যুহস্তগতো বাপি নাপরাধকরো গুরোঃ॥

কুলার্ণব।

আজ্ঞা-ভঙ্গ, অর্থহরণ, গুরুদেবের অপ্রিয় কথন ইহার নাম গুরুদ্রোহ, যে করে সে পাতকী। গুরুকোপে নাশ, গুরুদ্রোহে পাতক, গুরুনিন্দায় অপমৃত্যু, গুরুর অনিষ্ট করিলে মহাবিপদ হয়।

মানব অগ্নি-প্রবেশ অথবা বিষপান করিয়া কিংবা মৃত্যু-হস্তগত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু গুরুর নিকট অপরাধী হইয়া কোন প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে না।

আজ্ঞা ভঙ্গং তথা নিন্দাং গুরোরপ্রিয়বর্ণনম্।
গুরুদ্রোহঞ্চ যঃ কুর্য্যাত্তৎ সংসর্গং ন কারয়েৎ॥

রুদ্রযামল।

যে গুরুদেবের আজ্ঞা-ভঙ্গ, নিন্দা, অপ্রিয়বর্ণনা, গুরুদ্রোহ করে তাহার সংসর্গ করিবে না।

অশক্তাঃ হি সুরাঃ সর্ব্বে হ্যশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপঃহতাক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥

গুরুদেবের শাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সুরগণ ও মুনিবৃন্দ অশক্ত, গুরুশাপহতক্ষীণ যে নাশ প্রাপ্ত হয় তাহাতে সংশয় নাই।

গুরোর্নিন্দাশ্চ পৈশুনং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে।
তস্য তদ্দিনজাং পূজাং ন তু গৃহ্নাতি সুন্দরী॥

রুদ্রযামল।

যে দিবসে যে ব্যক্তি গুরুর নিন্দা বা খলতা শ্রবণ করে তাহার তদ্দিনকৃত পূজা দেবী গ্রহণ করেন না।

যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণে স্বকে।
সত্বস্তস্মাদ্ বিনিষ্ক্রমেদ্দ রং ন শ্রবণং যথা।
গুরোর্নাম স্মরেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া॥

—কুলার্ণব।

যে স্থানে শ্রীগুরুনিন্দা হয়, আপনার কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে শ্রবণগোচর হয় না এমন স্থানে গমন করত গুরুনাম স্মরণ করিবে। গুরুনিন্দা-শ্রবণ তাহা প্রতিক্রিয়া।

গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ গুরোর্নিন্দাকরো নরঃ।
কল্প-কোটিশতং দেবি নরকে পততি ধ্রুবম্॥

এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

যামল।

হে দেবি, গুরুনিন্দুক, গতশ্রী, গতায়ু মনুষ্য নিশ্চয় শতকোটিকল্প নরকে পতিত থাকে। ইহা শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা করে হে মহাদেবি। সে ব্যক্তি যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে ততদিন ঘোর নরকে অবস্থান করে।

শিষ্য। গুরুদেবকে নিন্দা করে এমন শিষ্যও আছে?

গুরু। আছে বৈকি বাবা! কামনা পূর্ণ করিতে যতটুকু পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন, তাহা না করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কেহ গুরুকে নিন্দা করে। কেহ বা গুরুকে আপনার ইচ্ছামত পথে চালিতে করিতে না পারিয়া নিন্দা করে। কোন শিষ্য বা গুরুকৃপায় কিছু শক্তি লাভ করত গুরুকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক তাঁহার দোষোদ্‌ঘাটন করিয়া থাকে।

যাক্ কেবল গুরুকে কেন—

গুরু মিত্র সুহৃদ্ দাসী দাসাত্মান্ নাবমানয়েৎ।
ন নিন্দেদস্য সময়ান্ বেদশাস্ত্রাগমাদিকান্॥

গুরুদেবের মিত্র সুহৃদ্‌ দাসী দাস প্রভৃতিকে অবমাননা করিবে না। ইহার সম আমার বেদশাস্ত্রাদি আগমাদি নিন্দা করিবে না।

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

জ্ঞানার্ণব।

গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু দেবতা গুরুই একমাত্র গতি। শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই।

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্‌মনোকায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্ দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

তন্ত্রসার-ধৃত জ্ঞানার্ণব।

বাক্য মন শরীর ও কর্ম্মের দ্বারা গুরুর হিত করা উচিত। হে দেবি! গুরুর অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থঃ গুরুরেব সদাগতিঃ॥

নিগম কল্পদ্রুম।

গুরু অবিদ্বান্ কিম্বা বিদ্বান্ হউন গুরুই দেবতা; তিনি অসৎপথালম্বী অথবা সম্মার্গগামী হউন তিনি ব্যতীত আর গতি নাই।

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈব শাপমবাপ্নুয়াৎ॥

গুরুকে আসিতে দেখিলে অগ্রগমন করিবে, তাঁহার গমনকালে অনুগমন করিবে। গুরুর অগ্রে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করিবে না। অনুমতি পাইলে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করিতে পারিবে, তাহাতে শাপগ্রস্ত হইতে হইবে না।

গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎ সুতাদিষু।
গুরুবৎ পূজনং কার্য্যং তোষণং বাক্যপালনম্।
গুরুবদ্ভজনং কার্য্যং সর্ব্বদা গুরুসন্ততৌ॥

শ্রীক্রমে।

গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রগণকে গুরুপুত্রের পুত্রসকলকে পূজা করিবে।

তাঁহাদের সন্তোষসাধন ও বাক্য প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বদা গুরু-সন্ততিগণকে গুরুর ন্যায় ভজনা করা উচিত।

গুরুর্ম্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবাঃ সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্ ॥

—ক্রিয়া-সার।

গুরু মাতা পিতা স্বামী বান্ধব সুহৃদ্ ও শিব ইহা মনে করিয়া নিত্য সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুকে ভজনা করিবে।

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
গুরুণা সদসদ্বাপি যতুক্তং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ।
গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন ॥

—গুরুগীতা

গুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথে মনঃশুদ্ধি করিবে, সৎ অথবা অসৎ হউন, গুরু যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর নিকট কখনও অসত্য বাক্য বলিবে না।

যদ্‌যদাত্মহিতং বস্তু তত্তদ্বিত্তমবঞ্চয়ন্।
গুরুদেবার্চ্চকো যস্তু তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥

যে যে বস্তু আপনার প্রীতিকর বিত্তশাঠ্য না করিয়া সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা যে ব্যক্তি গুরুপূজা করে তাহার পুণ্যের গণনা করা যায় না।

শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজাস্থানানি যানি চ।
ভক্ত্যা শ্রীপূর্ব্বকং দেবি প্রণম্য চ প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥
গুরুং নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে।
শ্রীনাথ দেব স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ॥

—কুলার্ণব।

হে দেবি! শ্রীগুরু, কুলশাস্ত্র সকল, যে সমস্ত পূজা-স্থান সেই সমুদয় ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া শ্রীপূর্ব্বক বলিবে। হে প্রিয়ে! জপকাল ব্যতীত গুরুদেবের নাম করিবে না, বিবাদ অথবা সাধন-সময়ে শ্রীনাথ, দেব, স্বামী এইরূপ বলিবে।

গুরুশয্যাসনং যানং পাতুকোপানৎ পীঠকম্।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

—বিদ্যাগম।

গুরুদেবের শয্যা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাতুকা, চর্ম্মপাতুকা, পীঠ, স্নান-জল, ছায়া কখন লঙ্ঘন করিবে না।

গুরোরগ্রে পৃথক্‌পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দীক্ষা ব্যাখ্যাং প্রভুত্বাদি গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ॥

—বিদ্যাগম

গুরুদেবের সম্মুখে পৃথকপূজা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না। গুরুর সমীপে দীক্ষা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, প্রভুত্বাদি পরিত্যাগ করিবে।

ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যোভূত্বা কদাচন॥

—রুদ্রযামল

শিষ্য কখন গুরুকে ঋণদান, তাঁহার নিকট ঋণগ্রহণ অথবা দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় করিবে না।

শিষ্য। কেন দেব? গুরু হয়তো কোন সময় অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, ধনবান শিষ্য যদি তাঁহাকে ঋণদান করে তাহাতে ক্ষতি কি?

গুরু। জগতে অর্থই যত অনর্থের মূল। শিষ্যের সামর্থ্য থাকিলে, গুরুদেবের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত, পুনঃপ্রাপ্তির আশা রাখা

কর্ত্তব্য নয়। তাহা হইলে গুরুদেব যথা সময়ে দিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না। এইজন্য ঋণদান, ঋণগ্রহণাদি করা অকর্ত্তব্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা সমাগতা, আজ তোমায় একটী গুরুস্তব বলিব।

শিষ্য। বলুন দেব।

গুরু।

ব্রহ্মস্থান সরোজমধ্যবিলসচ্ছীতাংশুপীঠস্থিতম্
স্ফূর্জ্জৎ সূর্য্যরুচিং বরাভয়করং কর্পূরকুন্দোজ্জ্বলম্।
শ্বেত স্রগ্বসনানুলেপন যুতং বিদ্যুদ্রুচা কান্তয়া
সংশ্লিষ্টার্দ্ধতনুং প্রসন্নবদনং বন্দে গুরুং সাদরম্ ॥ ১
মোহধ্বান্তমহান্ধবিগ্রহবতাং চক্ষুংষি চোন্মীলয়ন্
ষশ্চক্রে রুচিরাণি তানি চ মহাজ্ঞানাঞ্জনাভ্যঞ্জনৈঃ।
ব্যাপ্তং যন্মহতা জগত্রয়মিদং তত্ত্বপ্রবোধোদয়ম্
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ২
মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী চ বগলা ধূমাবতী ভৈরবী
তারা ছিন্নশিরোধরা ভগবতী শ্যামা রমা সুন্দরী।
দাতুং ন প্রভবন্তি বাঞ্ছিতফলং যস্য প্রসাদং বিনা
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৩
কাশী-দ্বারাবতী-প্রয়াগ-মথুরাঽযোধ্যা-গয়াবন্তিকাঃ
মায়া-পুষ্কর-কাঞ্চী-কোশলপুরী-শ্রীশৈল-বিন্ধ্যাদয়ঃ।
নৈতে তারয়িতুং ভবন্তি কুশলা যস্য প্রসাদং বিনা
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৪
রেবা সিন্ধু সরস্বতী ত্রিপথগা সূর্য্যাত্মকা কৌশিকী
গঙ্গাসাগরসঙ্গমাদ্রিতনয়া লৌহিত্য শোণাদয়ঃ।

নালং যান্তি ফলপ্রদানবিষয়ে যস্য প্রসাদং বিনা
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৫
সৎকীর্ত্তি বিমলং যশঃ সুকবিতা পাণ্ডিত্যমারোগ্যতা
বাদে বাক্‌পটুতা কুলে চতুরতা গাম্ভীর্য্যমক্ষোভতা।
মাঙ্গল্যং প্রভুতাগুণে নিপুণতা যস্য প্রসাদং বিনা
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥৬
লোকেশ হরিরম্বিকা স্মরহরো মাতা পিতা রক্ষকঃ
আচার্য্যঃ কুলপূজিতঃ যতিবরো বৃদ্ধস্তথা ভিক্ষুকঃ।
নৈতে যস্য তুল্যা ব্রজন্তি কলয়া কারুণ্যবারাং নিধেঃ
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৭
ধ্যানং দৈবতপূজনং গুরুতপো দানাগ্নিহোত্রাদয়ঃ
পাঠো হোম-নিষেবণং পিতৃমখাভ্যাগতার্চ্চাবলিঃ
এতে ব্যর্থফলা ভবন্তি নিয়তং যস্য প্রসাদং বিনা
তং বন্দে শিবরূপিণং নিজগুরুং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৮
পূর্ব্বাশাভিমুখঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্লোকাষ্টকং যঃ পঠেৎ
পৌরশ্চর্য্য বিধিং বিনাপি লভতে মন্ত্রস্য সিদ্ধিপরাম্।
নো বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে প্রতিদিনং প্রাপ্নোতি পূজাফলম্
দেহান্তে পরমং পদং নিবসতে যদ্ যোগিনাম্ দুর্লভম্ ॥

ইতি বামকেশর-তন্ত্রে গুরুস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ প্রকাশ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শিষ্য। দেব! কল্যকার সেই সুন্দর গুরুস্তবটী লিখিয়া লইয়াছি। অর্থ সব বুঝিতে পারি নাই, আপনি বলিয়া দিন।

গুরু। ধ্যানের জন্য বর্ণনা করা হয়—মস্তকাভ্যন্তরের উর্দ্ধভাগ ব্রহ্মস্থান, অপর নাম সহস্রদল পদ্ম। এই পদ্মের মধ্যে অমৃতাধার চন্দ্র, এই চন্দ্ররূপী পীঠে শিবরূপী গুরু বিরাজমান, ইঁহার একার্দ্ধ বিদ্যুদ্বর্ণা কান্তার (স্বকীয় শক্তির) দ্বারা আশ্লিষ্ট, ইঁহার কান্তি মধ্যাহ্নভাস্কর সদৃশ, ইঁহার বর্ণ কর্পূর ও কুঁদফুলের ন্যায় সুশুভ্র, হস্তে বর মুদ্রা ও অভয়দানের মুদ্রা, পরিধানে শুক্লবস্ত্র, গলদেশে শ্বেতপুষ্পের মালা ও সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত। সেই প্রসন্নবদন শিবরূপী গুরুকে আমি আদর ও ভক্তি সহকারে বন্দনা করিতেছি।১॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন পরাইয়া মোহান্ধকারে অন্ধীকৃত ব্যক্তির চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) উন্মীলিত ও উজ্জ্বল দৃষ্টিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহার প্রভাব বা মাহাত্ম্য জগত্রয়ে ব্যাপ্ত এবং যাঁহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, সেই শিবরূপী নিজগুরুকে আমরা বন্দনা করি, তিনি আমাদের সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন।২॥

যিনি প্রসন্ন না হইলে মাতঙ্গী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, শ্যামা, ষোড়শী, কমলা ইঁহারাও এই সকল মহাবিদ্যা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারেন না, আমরা সেই শিবরূপী নিজগুরুকে বন্দনা করি, তিনিই আমাদের সমুদয় প্রার্থনায় সিদ্ধি প্রদান করিবেন।৩॥

যিনি প্রসন্ন না হইলে কাশী, দ্বারাবতী, প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা, গয়া, অবন্তী, মায়াপুরী, পুষ্কর, কাঞ্চী, কৌশলপুরী, শ্রীপর্ব্বত ও বিন্ধ্য প্রভৃতি কেহই

তারণ করিতে পারেন না, আমরা সেই শিবরূপী নিজগুরুকে বন্দনা করি, তিনিই আমাদের প্রার্থিত বিষয়ে সিদ্ধিপ্রদান করিবেন।৪॥

যাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত রেবা, সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, কৌশিকী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, গঙ্গাদ্বার, লোহিত্য, শোণ প্রভৃতি কোন তীর্থ ফলপ্রদানে সমর্থ নহে, আমরা সেই শিবরূপী গুরুদেবেব বন্দনা করি। তিনিই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিবেন।৫॥

সৎকীর্ত্তি, নির্ম্মলযশঃ, সুকবিতা, পাণ্ডিত্য, আরোগ্য, বাগ্মিতা, সামাজিক চাতুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অক্ষোভতা, মঙ্গলভাব, প্রভুত্বগুণ, নৈপুণ্য এ সকল যাঁহার বিনাপ্রসন্নতায় জন্মে না, আমরা সেই শিবরূপী গুরুকে বন্দনা করি, তিনি আমাদের সমুদয় প্রার্থনা সিদ্ধ করিবেন।৬॥

লোকপাল সকল, হরি, অম্বিকা, মহাদেব, মাতা, পিতা, রক্ষাকর্ত্তা, আচার্য্য, কুলপূজ্য, যতি, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী ইঁহারা কেহই যে কারুণ্য-সমুদ্রের বহু অংশের একাংশেও তুলিত হন না, আমরা সেই শিবরূপী গুরুদেবের আরাধনা করিতেছি—তিনিই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন।৭॥

ধ্যান, দেবপূজা, কঠোর তপস্যা, দান, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতক্রিয়া, পাঠ, হোম, পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধাদি), অতিথিসেবা, বলিবৈশ্ব এ সমস্ত যাঁহার বিনা অনুগ্রহে ব্যর্থ হয়, আমরা সেই গুরুদেবকে বন্দনা করি—তিনি আমাদের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ করিবেন।৮॥

নিত্য পূর্ব্বাভিমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যে ব্যক্তি এই আট শ্লোক পাঠ করে, নিশ্চয় সে বিনা পুরশ্চরণে মন্ত্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিঘ্ন তাহাকে কদাচ পরাভব করিতে পারে না। প্রতিদিন পূজা-ফল প্রাপ্ত হয় এবং দেহান্তে যোগীজনের দুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হয়*।৯॥

এইবার সব বুঝিতে পারিয়াছ ?

---

* পূজ্যপাদ ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ।

শিষ্য। হাঁ দেব! আচ্ছা, গুরু কি মাতাপিতা হইতেও পূজনীয়?

গুরু। হাঁ বাবা,—

জন্মহেতূ হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ॥
শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥

—জ্ঞানার্ণব।

শিব বলিয়াছেন—

পিতা মাতা জন্মের কারণ বলিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক পূজনীয়, আর গুরু ধর্ম্ম-অধর্ম্মের প্রদর্শক বলিয়া তাঁহাদের হইতেও অধিকতর পূজ্য।

হে দেবি! পিতা শরীর দান করেন, গুরু জ্ঞানদান করিয়া থাকেন—এই জন্য দুঃখ-সাগর সংসারে গুরু হইতে গুরুতর কেহ নাই।

শিষ্য। যাঁহা হইতে দেহ লাভ হয় তিনি পূজনীয় নহেন?

গুরু। নিশ্চয়ই তিনি পূজনীয়। সংসারাশ্রমে পিতা-মাতার সেবায় মানব বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন—

ন সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা॥ ৩৫
স্বর্গো ধনং বা ধর্ম্মং বা বিদ্যাঃ পুত্রঃ সুখানি চ।
গৃহবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ ৩৬
দেব-গন্ধর্ব্ব-গোলকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতা-পিতৃপরায়ণাঃ॥ ৩৭

—বাল্মিকীরামায়ণ অযোঃ ৩০ সর্গ।

সীতা, পিতৃসেবা যেরূপ বলকর অর্থাৎ পরলোক সুখসাধক, সত্য, দান, মান বা দত্তদক্ষিণ যজ্ঞ সকলও তদ্রূপ নয়।

পিতৃমাতৃ-সেবাকারীর গৃহ বৃত্তি অনুরোধ স্বর্গ, ধন, ধর্ম্ম, বিদ্যা, পুত্র, সুখ কিছুই দুর্লভ নহে।

মাতৃ-পিতৃ-পরায়ণ মহাত্মাগণ দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, গোলক ও ব্রহ্মলোক এবং অন্যান্য লোকসকল প্রাপ্ত হন।

একথা অতি সত্য তথাপি পিতা গুরুর ন্যায় পূজনীয় নহেন।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। পিতা কেবল আত্মতত্ত্ব মাত্র দেন, গুরু আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব দান করেন বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা কেহ পূজ্য নাই।

শিষ্য। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব কাহাকে বলে ?

গুরু।

শুক্রশোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তনুঃ।
পাতাল-স্বর্গপর্য্যন্তং আত্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

তন্ত্রবচন।

শুক্রশোণিত যোগে যে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ পাতাল, মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল; ভূ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব। যাহা পঞ্চীকৃত ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূতাত্মক; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু হইতে সম্ভূত, যাহা সুখদুঃখাদির কারণ স্বরূপ, যাহা সকল কর্ম্মভোগের ক্ষেত্র, উৎপত্তি-বিনাশশীল, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্মবশে উৎপন্ন, বিকার স্বরূপ ও সতত পরিবর্ত্তনশীল সেই মায়াময় স্থূল শরীরকেই আত্মার স্থূল উপাধিরূপে আত্মতত্ত্ব বলা হয়।

এই দেহে মস্তকপ্রদেশে অস্থি চতুষ্টয় বর্ত্তমান। দেহের পার্শ্ব ষোড়শ, দন্তস্থান ষোড়শ, পটল ষোড়শ, মর্ম্মস্থান সপ্তাধিকশত, সন্ধিস্থল অশীত্যধিক একশত, স্নায়ু নবাধিক একশত, শিরা সাতশত, পেশী পাঁচশত, অস্থি ষষ্ঠাধিক ত্রিশত, রোম সার্দ্ধচতুষ্কোটি, রস আটপল, জল দ্বাদশ পল, পিত্ত একপ্রস্থ, শ্লেষ্মা এক আঢ়ক, শুক্র এক কুড়ব এবং মেদ দুই প্রস্থ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত ভোজনের পরিমাণ অনুযায়ী মলমূত্রের উৎপত্তি হয় (গর্ভোপনিষৎ)।

পরিমাণ-কর্ত্তারা এইরূপ পরিমাণ করিয়াছেন—

৩০ পরমাণুতে	১ ত্রসরেণু বা বংশী	২ কর্ষে অর্দ্ধপল শুক্তি বা অষ্টমিত	
৬ বংশীতে	১ মরীচি	২ শুক্তিতে	১ পল
৬ মরীচিতে	১ রাজিকা	২ পলে	১ প্রসৃতি
৩ রাজিকাতে	১ সর্ষপ	২ প্রসৃতিতে	১ অর্দ্ধ
৮ সর্ষপে	১ যব	অর্দ্ধশরাবে	১ কুড়ব
৪ যবে	১ গুঞ্জা	২ কুড়বে	১ মাণিকা
৬ রতিতে	১ মাসা	৮ পলে	১ শরাব
৪ মাসায়	১ শান	২ শরাবে	১ প্রস্থ
২ শানে	১ কোল	৪ প্রস্থে	১ আঢ়ক
২ কোলে	১ কর্ষ		

বুঝতে পারলে? কেবলমাত্র স্থূলদেহ পিতা দেন। তত্ত্বস্বরূপ অনুভব করিবার জন্য যে ষট্‌চক্র-জ্ঞান তাহাও তিনি দেন না, গুরু আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, বিদ্যাতত্ত্বাদি দান করেন বলিয়া পিতা অপেক্ষা পূজনীয়।

শিষ্য। দেহকে আত্মা বলে?

গুরু। আত্মা শব্দের অর্থ অনেক প্রকার। এখানে আত্মা শব্দের অর্থ—

শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনোভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যং যত্র মনোবিলীয়তে ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

শরীর, আত্মা, মনঃ, অন্তরাত্মা, শূন্যস্বরূপ যাহাতে মন লয় হয়। তারপর বিদ্যাতত্ত্ব—

মূলাধারে চ যা শক্তির্গুরুবক্তে্ণ লভ্যতে।
সা শক্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

মূলাধারপদ্মে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন, গুরুমুখে যাঁহার তত্ত্ব সাধক লাভ করেন, সেই মোক্ষদায়িনী নিত্যাশক্তি বিদ্যাতত্ত্ব নামে অভিহিতা হন। ইনি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি-ব্রহ্মশক্তি মহামায়া। ইনি বিদ্যা অবিদ্যা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্যারূপে মোক্ষদায়িনী, অবিদ্যারূপে সংসার-বন্ধের হেতুভূতা। ইনি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বরূপে জ্ঞানশক্তি, অহংতত্ত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়তত্ত্বরূপে ক্রিয়াশক্তি।

ইনি কামকলা—সাধকভেদে কালী, তারা, ত্রিপুরা, গৌরী। ইনি অবস্থাভেদে প্রণবস্বরূপা, ব্যোমস্বরূপা, ত্রিগুণা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী, ত্রিমূর্তি, ত্রিরেখা ও মহাকুণ্ডলিনী—পরমব্রহ্মস্বরূপা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

ইনি জীবদেহে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতজাত মনঃ, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণাত্মিকা সূক্ষ্মশরীররূপা।

শিষ্য। শিবতত্ত্ব কি?

গুরু।

সহস্রারস্য মধ্যস্থে সহস্রদলপঙ্কজে।
তন্মধ্যে নিবসেদ্ যস্তু শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মমধ্যে যিনি সতত অবস্থান করেন, তিনিই পরমশিব; তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ বিদিত হওয়ার নাম শিবতত্ত্বজ্ঞান।

"সহস্রদল কমলস্থিত পরমশিব পরমাত্মা। ইঁহাকে আত্মপুরুষ বা ঈশ্বর বলা হয়। ইনি সমস্ত জীবপিণ্ডে অবস্থিত হইয়া মায়াকে বশীভূত করণান্তর ঈশ্বর নামে অভিহিত হন এবং যখন ইনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া থাকেন তখন জীবশব্দে উক্ত হন। আবার উক্ত পরমাত্মা বা চৈতন্যই মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার কারণ হওয়ায় কোন কোন মহাপুরুষ তাঁহার ঐ ক্রিয়াভাবকেই কারণ-শরীর বলেন। যদিও সাধারণতঃ প্রকৃতি-ক্রিয়াকেই কারণ বলা যায় কিন্তু চৈতন্য সংযোগ ব্যতীত কোনও শরীরই রক্ষা হইতে পারে না! এই কারণে তন্ত্রে শ্রীসদাশিব শিবতত্ত্বকেই কারণ-শরীর বলিয়াছেন।"

জ্ঞানপ্রদীপ ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।
তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

তন্ত্রবচন।

হে মহেশানি! মূলাধার-কমলে কুণ্ডলিনীশক্তি ও সহস্রদল পদ্মে সদাশিব অবস্থান করিতেছেন। উভয়ের একত্র সম্মিলিত করার নাম ব্রহ্মতত্ত্ব।

শুনলে বাবা আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের কথা? এইজন্যই মহেশ্বর বলিয়াছেন—

উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥

শ্রীক্রম।

জন্মদাতা পিতা এবং ব্রহ্মদাতা গুরু এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতাই শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য সতত গুরুকে পিতার অপেক্ষা পুজনীয় মনে করিবে।

শিষ্য। কৈ আপনি তো আমায় আত্মতত্ত্বাদির কথা কিছু বলেন নাই?

গুরু। সময়ের অপেক্ষায় আছি—উপযুক্ত সময়ে তোমাকে সমস্তই বলিব। তুমি মন্ত্রজপ ক্রমে বাড়াইতে থাক।

শিষ্য। জপ করিলেই কি মুক্তিলাভ হয়?

গুরু। নিশ্চয়ই—জপান্মুক্তির্জপান্মুক্তির্জপান্মুক্তির্ন সংশয়ঃ।

স্বয়ং শিব বলিয়াছেন—বাহ্যে অথবা অন্তরে যে সর্ব্বদা জপ করে সে জীবন্মুক্ত। বিশেষ এ কলিযুগ, নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা সকলেরই ফল লাভ করা যায়।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

নাম-মাহাত্ম্য তো অনেক বলিয়াছি।

শিষ্য। হাঁ বাবা, আপনার শ্রীমুখে শ্রীনামমহিমা বহুবার শুনিয়াছি তথাপি শুনিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীনামমহিমা শুনিলে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

গুরু। হাঁ তারপর—

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী ন গুরুস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ॥
ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরো স্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ॥
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চাঋণী ভবেৎ ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

গুরুর ন্যায় মিত্র নাই, পুত্রগণ তত্তুল্য নহে, পিতা, বান্ধব, স্বামী কেহই গুরুর তুল্য নহেন যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যা গুরুর তুল্য নয়, তীর্থ, দেবতা; কেহই গুরুদেবের তুল্য নহেন যিনি পরমপদ দর্শন করাইয়াছেন।

যে গুরু শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা তাঁহাকে দান করত শিষ্য অঋণী হইতে সমর্থ হয়।

গুরুমূলং জগৎ সর্ব্বং গুরুমূলং পরন্তপঃ।
গুরোঃ প্রসাদমাত্রেণ মোক্ষমাপ্নোতি সদ্বশী ॥

১ম পটল রুদ্রযামল।

এই সমস্ত জগতের মূল গুরু, পরম তপস্যার মূল, শ্রীগুরুদেব। সাধু, জিতেন্দ্রিয় শিষ্য গুরু-প্রসন্নতা মাত্রেই মোক্ষলাভ করে।

গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ গুরুঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ।
বিনা গুরুপ্রসাদেন কোটিপুরশ্চরণেন কিম্।

মুণ্ডমালাতন্ত্র।

গুরু একমাত্র সাক্ষাৎ শিব, গুরু সর্ব্বার্থসাধক (অর্থাৎ যে যাহা ইচ্ছা করিয়া গুরুসেবা করে, সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে)। গুরুর প্রসন্নতা ব্যতীত কোটী পুরশ্চরণ করিলে কি হইবে?

গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ।
অতএব মহেশানি যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র।

এই তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমূল, গুরুর ন্যায় মঙ্গলতম প্রভু আর কেহ নাই। হে মহেশানি, এই হেতু গুরু আশ্রয় করিবে।

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রই যখন ত্রাণ করে তখন গুরুকরণের প্রয়োজন কি? স্বাধীন জীবনকে পরাধীন করিয়া একজনের দাসত্ব করত

নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিবার কোন আবশ্যক নাই। পুস্তকে তো অনেক মন্ত্র থাকে, আপনার মনোমত মন্ত্র লইয়া জপ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে।

গুরু। না বাবা, তাহা হয় না—

গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদিবিলোকনাৎ।
জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি।
ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা তস্য কো বা গতিঃ প্রিয়ে॥
গুরুরেকো বরারোহে পাপং নাশয়তি ক্ষণাৎ।
অতএব প্রযত্নেন গুরুঃ কর্ত্তব্য উত্তমঃ॥

—রুদ্রযামল।

হে পরমেশ্বরি! যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকরণ না করিয়া পুস্তকাদি দেখিয়া জপ করে, সে পাপই প্রাপ্ত হয়। পিতা নহে, মাতা নহে, ভ্রাতা নহে, হে প্রিয়ে, তাহার কোন্ ব্যক্তি গতি হইবে?

হে বরারোহে! একমাত্র গুরুই ক্ষণমাত্রে পাপ নাশ করেন। যেহেতু গুরু ভিন্ন তন্ত্রে অধিকার নাই, অতএব প্রযত্ন সহকারে উত্তম গুরু আশ্রয় করিবে।

এই জন্য গুরুমুখ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।

শিষ্য। ইহার কারণ কি?

গুরু। গুরু সাধনার দ্বারা মন্ত্রটী চৈতন্যযুক্ত করিয়া শিষ্যকে প্রদান করেন, ফলে শিষ্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

শিষ্য। এমন তো গুরু আছেন যাঁহারা মন্ত্রচৈতন্য করিতে পারেন না অথচ মন্ত্রদান করেন, তাহা অপেক্ষা পুস্তক দেখিয়া মন্ত্র লইতে দোষ কি?

গুরু। মন্ত্রপ্রদান-কালে গুরুশরীরে শিবের আবির্ভাব হয়, তজ্জন্য মন্ত্রটী চৈতন্যযুক্ত না হইলেও তাহা জপ, হোম, যথাশাস্ত্র পুরশ্চরণাদির দ্বারা চৈতন্য

লাভ করত সিদ্ধি দান করে অর্থাৎ যাহার যাহা অভিমত, মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সে তাহা লাভ করে। এ সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ধ্রুবকেও নারদ আসিয়া মন্ত্রদান করিয়াছিলেন। আচ্ছা তোমাকে ভক্ত নামদেবজীর কথা বলিতেছি, শোন।

জন্মান্তরের পুণ্যফলে নামদেবের শ্রীনামের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস হয়। বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা 'বিট্‌ঠল' 'বিট্‌ঠল' জপ করিতেন, জিহ্বা 'রাম কৃষ্ণ হরি' নাম নিয়ত ঘোষণা করিত। বাল্যে তাঁহার সরল বিশ্বাস, আকুল আহ্বানে ঠাকুরটী স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার দত্ত দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি একজন খুব বড় ভক্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে—ভগবান বিট্‌ঠলদেব তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

একবার কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর, সোপানদেব, মুক্তাবাঈ, নামদেব ও অন্যান্য সাধুগণ গোরাকুমারের বাটীতে আগমন করেন। সমস্ত সাধুগণ উপবিষ্ট আছেন—সেখানে একটী থুপী পড়িয়াছিল, মুক্তাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—চাচাজী এটী কি জিনিষ?

গোরা বলিলেন—এটী থুপী।

মুক্তা বলিলেন—এতে কি হয়?

গোরা বলিলেন—এতে মাটীর ঘট ঠুকে দেখা হয় ঘট কাঁচা কি পাকা।

মুক্তাবাই রহস্য করিবার জন্য বলিলেন—আমরা তো সকলেই ঘট, একবার দেখুন না চাচা কে কাঁচা কে পাকা? আমাদেরও কাঁচা-পাকা জানা যাবে না? গোরা 'হাঁ' বলিলেন।

সাধুগণ কৌতুক দেখিবার জন্য নীরবে হাস্য করিতে লাগিলেন।

গোরাকুমার প্রত্যেকের মাথায় থুপীর দ্বারা দুই চারিবার আঘাত করত বলিলেন—না, এ পাকা।

নামদেব ইহাতে নিজের এবং সাধুগণের অপমান বিবেচনা করিয়া

ক্রুদ্ধ হইলেন। "খবরদার, তুমি ও থুপী আমার মাথায় দিও না। দিলে ভাল হইবে না, একি অন্যায় ব্যাপার ?"

গোরা অন্যান্য সাধুগণের মাথায় থুপী ঠুকিয়া থপ্ থপ্ করিয়া নামদেবের মাথায় থুপী ঠুকিতে লাগিলেন। নামদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তখন গোরাজী বলিলেন—সাধুর মধ্যে এই ঘড়া কাঁচা। নামদেবকে বলিলেন—নামদেব! তুমি ভক্ত হইলেও এখনও তোমার অভিমান যায় নাই, যতদিন পর্য্যন্ত তুমি গুরুর শরণ গ্রহণ না করিবে ততদিন এইরূপ কাঁচাই থাকিবে। এইরূপ অপমানিত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল, তিনি পণ্ঢরপুর আসিয়া শ্রীবিট্‌ঠলদেবকে দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। বিট্‌ঠলদেব বলিলেন—গোরাজী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, যতদিন পর্য্যন্ত তুমি গুরুশরণ গ্রহণ না করিবে ততদিন কাঁচাই থাকিবে। আমি তো তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা আছি, তাহা হইলেও কোন মানুষ-দেহধারী পুরুষকে গুরু স্বীকার করত তাঁহার সম্মুখে নত হইতে হইবে। উহার চরণে আপনার অহঙ্কার লীন করিতে হইবে। তুমি বিসোবা-খেচরকে গুরুরূপে বরণ কর। তারপর নামদেব বিসোবা-খেচরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

শিষ্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, শ্রীভগবানের সহিত সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা হইতেছে, তথাপি গুরুর প্রয়োজন ?

গুরু। নামদেব সগুণ ভক্ত ছিলেন। বিট্‌ঠলদেবই ভগবান্ এতদ-তিরিক্ত ভগবদ্‌বিষয়ক আর কোন জ্ঞান ছিল না।

শিষ্য। এ অপেক্ষা আর কি জানিবার আছে ?

গুরু। কেবলমাত্র তিনি এই মূর্ত্তিধারণ করিয়া আছেন ইহা জানিলে তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানা হয় না, যতদিন পর্য্যন্ত ভক্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া একমাত্র আমার ইষ্ট আছেন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারেন, ততদিন তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। এ জগৎ-তরঙ্গ ভগবৎ-সমুদ্রের বুকে খেলা করিতেছে।

সবই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্, দ্বিতীয় আর কিছুই নাই এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই অপরোক্ষ জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভক্ত, জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত, ব্রাহ্মণ, অতিবর্ণাশ্রমী। বুঝিলে বাবা?

শিষ্য। তারপর নামদেব কিভাবে গুরুলাভ করেন?

গুরু। শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের আদেশে তিনি বিসোবা-খেচরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভাবী গুরুদেব এক শিবলিঙ্গের উপর চরণ স্থাপন করত শায়িত আছেন। অবশ্য নামদেব আসিতেছেন জানিয়াই তিনি এইরূপভাবে শয়ন করিয়াছিলেন। নামদেবকে দেখিয়া বলিলেন, "ওরে নামিয়া, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আমার চরণ উঠিতেছে না, তুমি এক কাজ কর, ইহাকে এমন স্থানে রাখ যেখানে শিবলিঙ্গ নাই।" নামদেব তাঁহার চরণ লইয়া যেস্থানে স্থাপন করিলেন সেইস্থানে শিবলিঙ্গ দেখিয়া অপর স্থানে রাখিলেন। সেই স্থানে শিবলিঙ্গ দর্শনে বিস্মিত হইয়া অন্যস্থানে রক্ষা করিলেন। আট দিকের যে যে স্থানে চরণ রাখেন সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গের আবির্ভাব দর্শনে নামদেব শ্রীগুরুদেবের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চরণ দুইটী দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করত শরণ গ্রহণ করিলেন; নয়নজলে তাঁহার চরণ সিক্ত করিয়া দিলেন। বিসোবা মহারাজের কৃপা হইল, তিনি নামদেবের স্বরূপ সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

শিষ্য। তাহা হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকারই চরম নয়?

গুরু। চরমই, ভগবদ্দর্শন লাভ করিবার পর ভক্ত নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, তারপর যাহা করিতে হয় ভগবানই করেন, ভক্তকে আর কিছু ভাবিতে হয় না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

কেবল তাঁহার শরণাগত হওয়া রে বাবা, কোনরূপে একবার প্রপন্ন

হইতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে, জগৎ আনন্দময় হইয়া যাইবেই যাইবে।

শুনিলে গুরুকরণের প্রয়োজন কেন ?

শিষ্য। আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আপনি আরও বলুন।

গুরু। আর একটী ভক্তের কথা মনে পড়িল। ভক্তটীর নাম ধনা জাট্। বাল্যকালে তাহাদের গৃহে অভ্যাগত কোন সাধুকে শালগ্রামশিলা পূজা করিতে দেখিয়া তাহারও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। সে সাধুর কাছে শালগ্রামটী প্রার্থনা করে। সাধুজী তাহাকে একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দিয়া বলেন, "ইনি তোমার ঠাকুর।" ধনাজী তাঁহার সেবা করিতে থাকে। মাতা তাহাকে খাইতে যে রুটি দেন, সে তাহাই ঠাকুরকে খাইতে দেন। ঠাকুরটী গ্রহণ না করাতে ধনা রুটী ফেলিয়া দিয়া উপবাস করিতে থাকে। এইরূপ পাঁচ ছয় দিন উপবাস করার পর ঠাকুরটী আর স্থির থাকিতে পারেন না, ধনাজীকে দর্শন দান করত রুটী লইয়া ভোজন করেন, তিনি সব রুটী খাইতেছেন দেখিয়া ধনাজী বলে—"বা—তুমি সব খাইয়া ফেলিলে ? আমি কি খাইব ? আমি তোমার জন্য পাঁচ ছয়দিন উপবাস আছি।" অতঃপর ধনা ভক্তির বন্ধনে ঠাকুরটীকে একেবারে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল—তাঁহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিতে হইত, আনন্দিত মনে গো-দোহনাদি কার্য্যের সহায়তা করিতেন। পরে ধনাজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঠাকুরটী বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বজন্মের সাধনা-বলে আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, কিন্তু তোমার গুরুকরণ হয় নাই, তুমি আমার স্বরূপ-তত্ত্ব কিছু জ্ঞাত নহ, ৺কাশীধামে যাইয়া শ্রীরামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।" ধনাজী তাঁহার আদেশে ৺কাশীধামে গমন করত শ্রীরামানন্দ স্বামীর চরণে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করত তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামানন্দস্বামী ভগবৎ-প্রেরিত সেই পরম ভক্তকে

শ্রীরাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 'অচিৎ, চিৎ, ঈশ্বর' এই তত্ত্বত্রয়ের উপদেশ করিলেন।

শিষ্য। 'অচিৎ, চিৎ, ঈশ্বর' এই তত্ত্বত্রয়ের কি লক্ষণ ?

গুরু। শ্রীরামানন্দ স্বামী তাঁহার 'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ-ভাস্করে' বলিয়াছেন—

ব্যাস, পরাশর আদি মহর্ষিগণ 'অচিৎ, চিৎ, ঈশ্বর' এই তিন প্রকার তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অচিৎ-তত্ত্বের নামভেদ শ্রবণ কর—নিত্যা, আজ্ঞা, অচেতন, প্রকৃতি, অবিকৃতি, বিশ্বযোনি, শুভা, নানা-বর্ণাত্মিকা, অজা, ত্রিগুণস্বনিলয়া, অব্যক্তা, নির্ব্যাপারা, পরার্থা, মহদহমিতিস্থ।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠগণ বলেন—চিৎ জীব সর্ব্বদা একরূপ জ্ঞানগুণবান্ (ভগবৎ জ্ঞান অপেক্ষা অল্পজ্ঞ) জ্ঞানস্বরূপ, জন্ম-মরণাদি ষড়ভাব বিকারশূন্য, বদ্ধ-মুক্ত উভয় দশাতেই ভগবানের অধীন, পরমাণু হইতেও অতি সূক্ষ্ম, বদ্ধ-মুক্ত-নিত্য-ভেদে প্রতি শরীরে ভিন্ন, অসংখ্য, সীতাস্বরূপ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীরামের দ্বারা ব্যাপ্ত শরীরে স্থিত নিজ শুভাশুভ কর্ম্মফলভোক্তা, ভগবদনুচর। বদ্ধদশায় স্বতন্ত্রতাপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ফলভোগে অভিমানবান্। মুক্তদশায়—ভগবদধীনত্বে অভিমানবান্, চিদচিদ্‌বিশিষ্ট পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু।

ঈশ্বর-তত্ত্ব শ্রবণ কর—সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এবং শেষে যাঁহাতে লীন হইবে, যাঁহার তেজে চন্দ্র, সূর্য্য বিশ্ব প্রকাশিত করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে পবন প্রবাহিত হইতেছেন, পৃথিবী রসাতলে গমন করিতেছেন না, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতেছেন, জড়-চেতনাত্মক সমস্ত বিশ্বের যিনি দ্রষ্টা, তিনি তত্ত্বের মধ্যে প্রধান, শরণাগতবৎসলত্ব আদি বহু দিব্যগুণভূষিত, অবিনাশী, জগতের ভরণপোষণকর্ত্তা, সীতারূপা লক্ষ্মীর সহিত নিত্য সংযুক্ত, ব্রহ্মা-শিব আদি

দেবতাবৃন্দের আরাধ্যনিধি এবং শরণাগতরক্ষণে দক্ষ, যাঁহার চরণকমল পরম প্রেমরূপ ভক্তিযোগযুক্ত ভক্তগণের প্রাপ্য, যিনি ক্লেশাদি অর্থাৎ অবিদ্যা-অস্মিত-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ কর্ম্মবিপাকশূন্য, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানীপ্রবর শ্রীহনুমান-গরুড়-বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতির ধ্যেয়, যিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা, জল অথবা নরসমূহ যাঁহার নিবাসস্থান, যিনি অজ, মৃত্যু-রহিত, সমস্ত বেদ যাঁহার মহিমা নিরন্তর গান করেন, জ্ঞানাদি বিবিধ শক্তিসম্পন্ন, জরা এবং কলুষশূন্য, ব্রহ্মাদিরও বাক্যমনের অগোচর—তিনিই ঈশ্বর।

অচিৎ, চিৎ, ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া তিনি ধনাজীকে অন্যান্য সাধনাদির উপদেশ করিলে ধনাজী দেশে প্রত্যাগমন করত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া অবশিষ্ট জীবন আনন্দিত মনে অতিবাহিত করিয়াছিল।

শিষ্য। অচিৎ-তত্ত্বের মধ্যে 'মহদহমিতিস্থ' কি বলিলেন ?

গুরু। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-মহাভূত, এই সমস্ত তত্ত্বের প্রসবিত্রী, এই কথা বলিয়াছেন। গুরুকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তোমার আর সংশয় আছে কি ?

শিষ্য। না দেব! অপরে আমার নিকট একথা বলিলে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না, তজ্জন্যই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

গুরু। আরও এক কথা, মানুষ আপনাকে গঠিত করিতে যখন ইচ্ছা করে, তখন একজন আদর্শ পুরুষ সম্মুখে না দেখিলে, জীবনগঠন কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইবে ? সেইজন্য শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বাবা—

শিষ্যস্য তদ্দিনং দেবি কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্।
চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্দিনং বরবর্ণিনি ॥

গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥

—কুলাগম।

হে দেবি! যেদিন গুরুদর্শন লাভ হয়, হে বরবর্ণিনি! শিষ্যের সেইদিন কোটি সূর্য্যগ্রহণের সদৃশ—সেইদিন কোটি চন্দ্রগ্রহণ সমান পুণ্যকাল, গুরুদেবের দর্শনমাত্রই শিষ্য পাপমুক্ত হয়। হে চঞ্চলাঙ্গি, বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধনাদি দান করিবে। বেশী কথা কি—

গুরোঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরোস্তোত্রং গুরোর্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তিগু'রোর্ভক্তিনৃণাং যদি ॥
জন্মভাগ্যবশাদ্ দেবি যেষাং সংজায়তে ক্বচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥

—গুরুতন্ত্র।

হে দেবি! গুরুসেবা, গুরুদেবের ধ্যান, গুরুস্তোত্রপাঠ, গুরুদত্ত মন্ত্রের জপ, গুরুপূজা, গুরুর তৃপ্তি উৎপাদন, গুরুভক্তি যদি বহুজন্মের ভাগ্যবশে যাহাদের কোনক্রমে হয়, তাহা হইলে তাহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই নরগণ জীবন্মুক্ত।

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—০ঃ* ঃ০—

পঞ্চম প্রকাশ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু। আজ মন্ত্রসিদ্ধির সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলিব।

শিষ্য। বলুন দেব! কি প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

গুরু। মন্ত্র, গুরু, দেবতা তিনটী এক, গুরুদেবকে মানুষ ভাবিতে নাই।

গুরুং ন মর্ত্ত্যো বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।
ন কদাচিদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দৈবপূজনৈঃ॥

—তন্ত্রসারে নিত্যানন্দ।

নিজ গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না। যদি কেহ মনুষ্যজ্ঞান করে, তবে সেই ব্যক্তি গৃহীত মন্ত্র, জপ ও দেবার্চ্চনা কার্য্যে কখন সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রঃ প্রকটে হানিরেব চ॥

—মুণ্ডমালা তন্ত্র।

সাধক যে সময় দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্যবুদ্ধির দ্বারা সম্যক্ ভাবনা করে; তৎকালে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, তদ্বিপরীতে হয় না।

শিষ্য। দেবতা, মন্ত্র ও গুরু তিনটীই একটী ইহা কি প্রকারে ভাবনা করিতে পারা যায়?

গুরু। পার্ব্বতীদেবীও মহাদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

ঐক্যজ্ঞানং মহাদেব কথমুৎপদ্যতে প্রভো।
নরাকৃতিং গুরুং মন্যে দেবতা ধ্যানরূপিণী।
মন্ত্রশ্চাক্ষররূপো হি কথমৈক্যং ভবেচ্ছিব॥

—মুণ্ডমালা তন্ত্র।

হে প্রভো মহাদেব! ঐক্যজ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? গুরু নরাকৃতি, দেবতা ধ্যানানুরূপ-মূর্ত্তিধারিণী, মন্ত্র অক্ষররূপ—হে শিব কি প্রকারে ঐক্য হয়?

শিব উবাচ—শিব বলিয়াছিলেন—

একজাতিস্বরূপেণ স্বভাবাদেকজন্মতঃ।
এতেষাং ভাবযোগে তু একসাধনমেব হি॥
গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।
অতএব বরারোহে দেবতায়াঃ পিতামহঃ॥
পিতুশ্চ ভাবনাদ্দেবি যথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ।
তত্তুষ্টবতোষমেতি বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

গুরু, দেবতা, মন্ত্র—তিনের ঐক্য কি প্রকারে হয় তদুত্তরে মহেশ্বর তিনপ্রকার উপায় বলিলেন। প্রথম একজাতি স্বরূপ অর্থাৎ নিরাকার স্বরূপ। মহাকাল সকলের গুরু। মন্ত্রপ্রদানকালে মহাকাল গুরুশরীরে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিরাকার, মন্ত্র ধ্বনিময়ত্ব হেতু নিরাকার, দেবতার আকারও কল্পিত। তিনটাই নিরাকার—ইহাই একজাতি স্বরূপ।

অথবা গুরু, মন্ত্র, দেবতা ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ সাধনা নাই। একপ্রকার সাধন, তজ্জন্য তিনটাই একটা। অথবা গুরু হইতে মন্ত্র জাত, মন্ত্র হইতে দেবতা, অতএব গুরু মন্ত্রের পিতা, দেবতার পিতামহ। পিতার ভাবনায় যেমন পিতামহ সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ অর্থাৎ পুত্র আর পৌত্র পিতার অংশজত্ব হেতু ঐক্য। ইহার বিপরীত ভাবনা করিলে সাধনা বিপর্য্যস্ত হয়।

শিষ্য। নিরাকার সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

গুরু। মাতৃকাভেদ-তন্ত্রে শিব যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি, তারপর তোমার কথা শুনিব।

শ্রীদেব্যুবাচ—শ্রীদেবী বলিয়াছেন—

নরাকৃতিং গুরুং নাথ মন্ত্রং বর্ণাত্মকং তথা।
ধ্যানানুরূপিণং দেবমেকত্বং বা কথং বদ॥

—মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

হে নাথ! গুরু নরাকৃতি, মন্ত্র বর্ণাত্মক, দেবতা ধ্যানানুরূপ, একত্ব কি প্রকারে হয়?

শিব বলিয়াছিলেন—

গুরুবক্ত্রান্মহামন্ত্রো লভ্যতে সাধকোত্তমৈঃ।
যদ্ দেবাজ্জায়তে বীজস্তস্য মুক্তির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে।
গুরোরাজ্ঞানুসারেণ চান্যমূর্ত্তিস্তু জায়তে॥
গুর্ব্বাদিভাবনাদ্দেবি ভাবসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
অতএব মহেশানি চৈকত্বং পরিকথ্যতে॥

সাধকোত্তম ব্যক্তিগণ গুরুমুখ হইতে মহামন্ত্র লাভ করে, যেহেতু দেবতা হইতে বীজ জন্মায় তজ্জন্য তাহার মুক্তি হয়।

হে প্রিয়ে, দেবতার শরীর মন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়। গুরুর আজ্ঞানুসারে অন্যপ্রকার হয়। 'গুরু আদি' এই ভাবনার দ্বারা ভাবসিদ্ধি হইয়া থাকে, হে মহেশানি, এইজন্য একত্ব কথিত হয়।

মন্ত্রে বা গুরুদেবে বা ন ভেদং যস্তু কল্পতে।
তস্য তুষ্টা জগদ্ধাত্রী কিং ন দদ্যাদ্দিনে দিনে॥

মন্ত্রে, গুরু ও দেবতায় যে ব্যক্তি ভেদ কল্পনা না করে, তাহার প্রতি তুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী প্রতিদিন কি না দান করেন? অর্থাৎ তাহার বাঞ্ছিত কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

চিন্তা কিরূপে করিতে হয় শুন। গুরুদেবের স্থান সহস্রদল কমল, মন্ত্রচিন্তার স্থান দ্বিদল এবং ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান হৃদয়-পদ্ম। যখন গুরু-চিন্তা করিবে, তখন মন্ত্র ও ইষ্টকে গুরুদেবে লীন করিয়া দিয়া কেবলমাত্র গুরুই সব এইরূপ চিন্তা করিবে, মন্ত্রচিন্তার কালে মন্ত্রে গুরু ও ইষ্টকে লয় করিয়া দিয়া কেবলমাত্র মন্ত্রই চিন্তনীয়; ঐরূপ ইষ্টচিন্তার সময় গুরু ও মন্ত্র ইষ্টে লীন হইয়াছেন ভাবিবে—ইহাই হইল গুরু-মন্ত্র-ইষ্টদেবতার ঐক্য।

হাঁ, তুমি নিরাকার সম্বন্ধে কি বলিবে বল।

শিষ্য। দেবতার আকার কল্পিত বলিলেন, তাহা হইলে সাকার দেবতা নাই, দেবদেবী মানুষ কল্পনা করে?

গুরু। না—না—তিনি সমকালে সাকার ও নিরাকার। এখানে কল্পনা মানুষের নয়, দেবতার। কৃপ্ সামর্থ্যে কল্পনা করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে সেইজন্য "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ"। একান্ত শরণাগত ভক্ত যখন দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেয়, এমন কি অদর্শনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অজ শ্রীভগবান্ তাঁহার শুদ্ধ সত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ভক্ত যে মূর্ত্তির জন্য আকুল সেই মূর্ত্তি ধারণ করত দর্শন দান করেন। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত, তজ্জন্য দেশ, কাল, স্থান তাঁহার আবির্ভাবের কোন ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে না।

শিষ্য। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, তিনি সাকার কি নিরাকার।

গুরু। তিনি নিরাকার সাকার দুইই, আবার উভয়ের অতীত।

শিষ্য। নিরাকার কি প্রকারে সাকার হন?

গুরু। জল যেমন বরফ হয়।

শিষ্য। জল জমিয়া বরফ হয়।

গুরু। সেইরূপ ঠাকুরটি ভক্তের ভাবে জমিয়া সাকার হন।

শিষ্য। তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি দেবতা নাই, ভক্তের আকুলতায় নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের চিন্তানুযায়ী রূপ ধারণ করেন? বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, গোলক, কৈলাস এসব কল্পনা মাত্র?

গুরু। শুধু বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মালোকাদি বলিতেছ কেন, চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা মাত্র, তবে সে কল্পনা মানুষের নয়—তিনিই সে কল্পনা করেন—সব সত্য। তাঁহার একপাদে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্রীড়া করিতেছে, তিনপাদের কোন সন্ধান নাই—সে যে কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। শ্রীভগবান্ কি বলিয়াছেন শুন—

সর্ব্বপরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলং নিরাকারং যদ্যভিমতং, তর্হি কেবলং নিরাকারস্য গগনস্যেব পর-ব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যেত। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ। যথা শুদ্ধসুবর্ণস্য কটকমুকুটাঙ্গদাদিভেদঃ, যথা সমুদ্রসলিলস্য স্থূলসূক্ষ্মতরঙ্গফেনবুদ্বুদকরকলবণ-পাষাণাদ্যনন্তবস্তু-ভেদঃ, যথা ভূমেঃ পর্ব্বতবৃক্ষতৃণগুল্মলতাদ্যনন্ত-বস্তুভেদঃ, তথৈবা-দ্বৈতপরমানন্দলক্ষণঃ পরব্রহ্মণঃ মম সর্ব্বাদ্বৈতমুপপন্নং ভবত্যেব মৎ-স্বরূপমেব সর্ব্বং মদ্ব্যতিরিক্তমণুমাত্রং ন বিদ্যতে।

—ত্রিপাদ্ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ।

সর্ব্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের পরমার্থত অর্থাৎ 'স্বরূপত সাকার ভিন্ন কেবল নিরাকার' এইরূপ যদি সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা হইলে কেবল নিরাকার গগনের ন্যায় পরমব্রহ্মেরও জড়ত্ব উপস্থিত হয়। সেই হেতু পরব্রহ্মের স্বরূপত সাকার

নিরাকার স্বভাবসিদ্ধ। যেমন শুদ্ধ সুবর্ণের কটক, মুকুট, বলয়াদি বহুভেদ; যেমন সমুদ্রসলিলের স্থূল-সূক্ষ্ম-তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ, করক, লবণ, পাষাণাদি অনন্ত ভেদ; যেরূপ ভূমির পর্ব্বত, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা আদি অনন্ত বস্তুভেদ সেইরূপ অদ্বৈত, পরমানন্দ-লক্ষণ, পরব্রহ্ম আমার সমস্ত অদ্বৈত প্রতিপন্ন হয়—সমস্তই আমার স্বরূপ। আমার অতিরিক্ত অনুমাত্র কিছু নাই।

শিষ্য। এইবার সাকার-নিরাকার বুঝিতে পারিয়াছি। মন্ত্রসিদ্ধির কথা কি বলিতেছিলেন?

গুরু। তৎপূর্ব্বে আরও কিছু বলিবার আছে। সাধক ও সিদ্ধভেদে গুরু দুই প্রকার। সাধকগুরু সাধারা বা ক্রিয়াবতী দীক্ষাদান করেন, তাহাতে পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, বস্ত্র, ঘৃতাদির প্রয়োজন হয়। শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে জপ, হোম, পুরশ্চরণাদির দ্বারা মন্ত্রটির চৈতন্য করে, তারপর মন্ত্র সিদ্ধ হয়। সকাম সাধক দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করত ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। মোক্ষলাভ হয় না?

গুরু। যে মোক্ষের প্রার্থী নয়, সে মোক্ষ কি করিয়া পাইতে পারে? সিদ্ধগুরুর দীক্ষার নাম নিরাধারা বা জ্ঞানবতী দীক্ষা। তাঁহাদের দীক্ষায় কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় না। তিনি স্পর্শ, দৃষ্টি বা মনের দ্বারা শিষ্যশরীরে শক্তিসঞ্চার করেন, তাহাতে তাহার মন্ত্রচৈতন্য হয়। সিদ্ধযোগ-প্রাপ্ত শিষ্যকে পুরশ্চরণাদি করিতে হয় না। কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারে পিপীলিকা গতিতে, মর্কট অথবা পক্ষী গতিতে সহস্রদল কমলে গমন করত পরম শিবের সহিত একীভূত হইয়া যান, সাধক কৃতার্থ হন, তাঁহার যাতায়াত নিবৃত্তি হয়।

শিষ্য। শক্তিসঞ্চার হইল কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে?

গুরু।

লক্ষণং শক্তিপাতস্য প্রবোধানন্দ সম্ভবঃ।
সা যস্মাৎ পরমাশক্তিঃ প্রবোধানন্দরূপিণী॥
আনন্দবোধয়োর্লিঙ্গম্ অন্তঃস্ফূরণবিক্রিয়া।
যয়া স্যুঃ কম্পরোমাঞ্চস্বরনেত্রাদিবিক্রিয়াঃ॥
শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেভিঃ কুর্য্যাদ্ গুরুপরীক্ষণম্।
তৎ সম্পর্কে শিবার্চ্চাদৌ স্বগতৈর্বাথ তদ্গতৈঃ॥

—গুরুতত্ত্বধৃত সিদ্ধশঙ্কর তন্ত্রাদিবচন।

শক্তিপাতের চিহ্ন প্রবোধ ও আনন্দ—যেহেতু সেই পরমাশক্তি প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপিণী—আনন্দরূপিণী। আনন্দ এবং বোধের চিহ্ন শরীর মধ্যে স্ফুরণ অর্থাৎ বিবিধ অস্বাভাবিক ক্রিয়া হয়, যে ক্রিয়ার দ্বারা কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-নেত্রাদির অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে থাকে। শিষ্যও এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা গুরুকে পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ গুরুর নিকট থাকিবার সময় দেখিবে শিবপূজা (যে কোন দেবপূজার কালে) পাঠ নামকীর্ত্তন শ্রবণাদি সময়ে গুরুর শরীরে কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-নেত্রাদির অস্বাভাবিক কোন ক্রিয়া হয় কি না, যদি হয় তাহা হইলে আপাততঃ তাহার শরীরে এ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও পরে পাইবে ইহা স্থির জানিয়া দীক্ষার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবে, অর্থাৎ তাহার শরীরে গুরু শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং সিদ্ধগুরু লাভ হইয়াছে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবে।

শিষ্য। মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ কি?

গুরু।

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ স্যাৎ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।

গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চারিতেঽপ্যেবং মন্ত্রচৈতন্যসংপুটে।
দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে॥

—তন্ত্রসার।

মন্ত্রজপের সময় হৃদয়গ্রন্থিভেদ, সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি অর্থাৎ শরীর যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে এইরূপ মনে হইবে। আনন্দাশ্রুপাত, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, সমস্ত শরীরে একটি আনন্দপ্রদ অবর্ণনীয় ক্রিয়া হইতে থাকিবে, গদ্‌গদ্ ভাষণ কণ্ঠরুদ্ধাদি ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ হইবে। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার উচ্চারণ করিলে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তাহাকে পারম্পর্য্য বলে।

শিষ্য। পারম্পর্য্যের অর্থ কি ?

গুরু। যাহাতে পাশচ্ছেদ হয়, পরম তেজের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া হয় এবং ধ্যানের বিষয় লাভ হয় তাহাকে পারম্পর্য্য বলে।

শিষ্য। শক্তিসঞ্চার এবং মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ তো একই প্রকার ?

গুরু। হাঁ বাবা, শক্তিসঞ্চারের অর্থ মন্ত্রচৈতন্য করা, শুধু তাহা নহে, ইহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে। ক্রমে অব্যক্তা কুণ্ডলিনী-শক্তি গুরুকৃপায় যখন পঞ্চতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিতা হন তখন এই সব লক্ষণ দেখা যায়, সাধক পরম আনন্দ লাভ করে।

"ক্ষিতির আশ্রয়ে স্তম্ভভাব, শরীরে ভারি বোধ, শরীরে দৃঢ়তা, পুষ্পাদির গন্ধ পাওয়া, দৃঢ় সঙ্কল্প ইত্যাদি হয়।

জলের আশ্রয়ে শরীরে ঠাণ্ডা বোধ, শরীর নরম হওয়া, জিহ্বায় মিষ্টাদি আস্বাদ পাওয়া, মনের মৃদুভাব ইত্যাদি।

তেজের আশ্রয়ে শরীরে গরম বোধ; জ্যোতিদর্শন, মনের উগ্রভাব ইত্যাদি।

গুরু।

লক্ষণং শক্তিপাতস্য প্রবোধানন্দ সম্ভবঃ।
সা যস্মাৎ পরমাশক্তিঃ প্রবোধানন্দরূপিণী॥
আনন্দবোধয়োর্লিঙ্গম্ অন্তঃস্ফূরণবিক্রিয়া।
যয়া স্যুঃ কম্পরোমাঞ্চস্বরনেত্রাদিবিক্রিয়াঃ॥
শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেভিঃ কুর্য্যাদ্ গুরুপরীক্ষণম্।
তৎ সম্পর্কে শিবার্চ্চাদৌ স্বগতৈর্বাথ তদ্‌গতৈঃ॥

—গুরুতত্ত্বধৃত সিদ্ধশঙ্কর তন্ত্রাদিবচন।

শক্তিপাতের চিহ্ন প্রবোধ ও আনন্দ—যেহেতু সেই পরমাশক্তি প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপিণী—আনন্দরূপিণী। আনন্দ এবং বোধের চিহ্ন শরীর মধ্যে স্ফুরণ অর্থাৎ বিবিধ অস্বাভাবিক ক্রিয়া হয়, যে ক্রিয়ার দ্বারা কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-নেত্রাদির অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে থাকে। শিষ্যও এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা গুরুকে পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ গুরুর নিকট থাকিবার সময় দেখিবে শিবপূজা (যে কোন দেবপূজার কালে) পাঠ নামকীর্ত্তন শ্রবণাদি সময়ে গুরুর শরীরে কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-নেত্রাদির অস্বাভাবিক কোন ক্রিয়া হয় কি না, যদি হয় তাহা হইলে আপাততঃ তাহার শরীরে এ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও পরে পাইবে ইহা স্থির জানিয়া দীক্ষার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবে, অর্থাৎ তাহার শরীরে গুরু শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং সিদ্ধগুরু লাভ হইয়াছে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবে।

শিষ্য। মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ কি ?

গুরু।

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ স্যাৎ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।

গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চারিতেঽপ্যেবং মন্ত্রচৈতন্যসংপুটে।
দৃশ্যতে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে॥

—তন্ত্রসার।

মন্ত্রজপের সময় হৃদয়গ্রন্থিভেদ, সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি অর্থাৎ শরীর যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে এইরূপ মনে হইবে। আনন্দাশ্রুপাত, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, সমস্ত শরীরে একটি আনন্দপ্রদ অবর্ণনীয় ক্রিয়া হইতে থাকিবে, গদ্‌গদ্ ভাবণ কণ্ঠরুদ্ধাদি ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ হইবে। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার উচ্চারণ করিলে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তাহাকে পারম্পর্য্য বলে।

শিষ্য। পারম্পর্য্যের অর্থ কি?

গুরু। যাহাতে পাশচ্ছেদ হয়, পরম তেজের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া হয় এবং ধ্যানের বিষয় লাভ হয় তাহাকে পারম্পর্য্য বলে।

শিষ্য। শক্তিসঞ্চার এবং মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ তো একই প্রকার?

গুরু। হাঁ বাবা, শক্তিসঞ্চারের অর্থ মন্ত্রচৈতন্য করা, শুধু তাহা নহে, ইহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে। ক্রমে অব্যক্তা কুণ্ডলিনী-শক্তি গুরুকৃপায় যখন পঞ্চতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিতা হন তখন এই সব লক্ষণ দেখা যায়, সাধক পরম আনন্দ লাভ করে।

"ক্ষিতির আশ্রয়ে স্তম্ভভাব, শরীরে ভারি বোধ, শরীরে দৃঢ়তা, পুষ্পাদির গন্ধ পাওয়া, দৃঢ় সঙ্কল্প ইত্যাদি হয়।

জলের আশ্রয়ে শরীরে ঠাণ্ডা বোধ, শরীর নরম হওয়া, জিহ্বায় মিষ্টাদি আস্বাদ পাওয়া, মনের মৃদুভাব ইত্যাদি।

তেজের আশ্রয়ে শরীরে গরম বোধ; জ্যোতির্দর্শন, মনের উগ্রভাব ইত্যাদি।

বায়ুর আশ্রয়ে নানাপ্রকার শ্বাসের ক্রিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন, স্পন্দন অনুভব, মনের চঞ্চলতা ইত্যাদি হয়।

আকাশের আশ্রয়ে মুখে নানা শব্দের বিকাশ, অন্তরে নানা শব্দ শোনা, যোগনিদ্রা, মনের শূন্য বা শান্তভাব"।

—গুরুতত্ত্ব।

শিষ্য। গুরুদেব শক্তিসঞ্চার করিলে মন্ত্রচৈতন্য হয়, কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়, শিষ্যকে আর কিছু ভাবিতে হয় না—আপনা আপনি কাজ হইতে থাকে?

গুরু। হাঁ বাবা।

উৎপন্ন শক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে॥

—হঠযোগ প্রদীপিকা।

কুলকুণ্ডলিনী দেবী যাঁহার জাগরিতা হইয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সেই যোগীর সহজাবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি স্বতঃই হয়।

শিষ্য। সমস্ত কর্ম্ম তিনি ত্যাগ করেন?

গুরু। না—তিনি ত্যাগ করেন না। কর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্ম করিবার উপায় থাকে না, প্রাণ সর্ব্বদাই প্রণবে রমণ করে, যে কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে যাইলেই প্রাণ সুষুম্নায় গিয়া প্রণব আশ্রয় করে। সাধন-ভজনের কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ধ্যান স্বতঃই হইতে থাকে।

শিষ্য। মন্ত্রচৈতন্যই সব দেখিতেছি। আচ্ছা, শক্তিসঞ্চার কি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে শক্তিসঞ্চার কোন কোন শিষ্য তৎক্ষণাৎ,

কেহ বা এক বৎসরে অথবা দুই বৎসরে বুঝিতে পারে। যেমনই কেন হউক না তিন বৎসরের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিষ্য। শিষ্য যদি জপাদি না করে?

গুরু। তাহা হইলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে। দীক্ষা লইয়া যে শিষ্য মন্ত্র ও দেবতার অর্চ্চনা না করে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ হয়, দেবতা অনিষ্ট করেন।

তথাপি ইহা অতি সত্য, গুরু যাহাকে কৃপা করেন সে কর্ম্মদোষে গুরু, মন্ত্রাদি হইতে দূরে যাইলেও গুরু তাহাকে ত্যাগ করেন না। রোগ, শোক, জ্বালা-যন্ত্রণাদির মধ্য দিয়া তাঁহার কৃপা প্রকাশ পায়।

শিষ্য। মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ কি?

গুরু। বিনা ক্লেশে অভীষ্টসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম চিহ্ন। মৃত্যু নিবারণ করা, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া, বিনা ক্লেশে প্রয়োগ সিদ্ধ করা মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। পর-শরীরে প্রবেশ করিতে পারা, রুদ্ধ পরকীয়পুরে প্রবেশ করিতে পারা, শূন্যমার্গে উঠিতে পারা, সর্ব্বত্র অবাধ গতি, খেচরীদিগের সহিত মিলন, তাহাদের কথা শ্রবণ, ভূ-বিবর দর্শন মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিলে খ্যাতি লাভ ও বাহন-ভূষণাদি লাভ করা যায়; সুচিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারা, রাজা ও রাজপরিবারগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। সকল স্থানে, সকল লোকের নিকট অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইয়া সুখে থাকিতে পারে, সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে, দৃষ্টিপ্রদানে বিষদোষ নিবারণ করিতে পারে। চতুর্বিধ বিত্তায় অনায়াসে পারদর্শী হইতে পারে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগশীলতা, সকলকে বশীকৃত করিবার শক্তি, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, ভোগবাসনা পরিত্যাগ, সকল জীবের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ—এই সকল গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ।

খ্যাতি লাভ, বাহন-ভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন লাভ, রাজপরিবারবর্গের বাৎসল্য প্রাপ্তি, লোক বশীকরণ শক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য ধন-সম্পদ, স্ত্রী পুত্রাদি

সম্পদ্ এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধির প্রথম অবস্থায় এই সকল গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন তিনি সাক্ষাৎ শিব এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।

পুজ্যপাদ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত তন্ত্রসার।

শিষ্য। তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ তিনি প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। সকাম ব্যক্তিগণ এইরূপ সিদ্ধি লাভ করে। নিষ্কাম সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন।

গুরু। নিষ্কাম সাধকের সাধনায় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দান করেন, তাঁহার মন্ত্র দেবতার অঙ্গে বিলীন হয়, তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেন। মন্ত্র যোগের সিদ্ধির নাম মহাভাব, তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শিষ্য। মন্ত্রসিদ্ধি হইলেই জীবন্মুক্তি হয়?

গুরু। হাঁ বাবা—সগুণ মন্ত্রের দ্বারা সগুণ সমাধিতে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে, তখন নির্গুণ মন্ত্র স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে জীবন্মুক্তি লাভ হয় ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

গুরু। রামরহস্যোপনিষদে শ্রীহনুমান্ বলিয়াছেন—সনকাদি মুনিগণ হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীরামমন্ত্রের পুরশ্চরণ বল।" তদুত্তরে তিনি বলেন—

নিত্যং ত্রিষবণ স্নায়ী পয়োমূল-ফলাদিভুক্।
অথবা পায়সাহারো হবিষ্যান্নাদি এব বা॥
ষড়রসৈশ্চ পরিত্যক্তঃ স্বাশ্রমোক্তবিধিং চরন্।
বনিতাদিষু বাক্ কর্ম্ম মনোভির্নিঃস্পৃহঃ শুচিঃ॥

ভূমিশায়ী ব্রহ্মচারী নিষ্কামো গুরুভক্তিমান্।
স্নানপূজাজপধ্যানহোমতর্পণতৎপরঃ ॥

সাধক নিত্য ত্রিকালে স্নান, দুগ্ধ, মূল, ফলাদি ভোজন অথবা পায়স কিংবা হবিষ্য ভোজন করিবে। ষড়্‌বিধ রস ত্যাগ, স্ব-স্ব আশ্রমোক্ত বিধি আচরণ করিবে, মন-বাক্-কর্ম্মের দ্বারা বনিতাদিতে নিস্পৃহ হইবে। শৌচাচার-সম্পন্ন, ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী, নিষ্কাম, গুরুভক্ত স্নান-পূজা-জপ-ধ্যান-হোম-তর্পণ-তৎপর, সাধক গুরুদেবের উপদিষ্ট মার্গে অনন্যমনে শ্রীরামকে ধ্যান করিতে করিতে সূর্য্য, চন্দ্র, গুরু, দীপ, পর্ব্বত, গো কিম্বা ব্রাহ্মণের সমীপে শ্রীরাম-চন্দ্রের বিগ্রহের নিকট মৌনী হইয়া মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করত ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে, স্বস্তিকাদি আসনে উপবিষ্ট হইয়া—

তুলসীপারিজাতশ্রীবৃক্ষমূলাদিকস্থলে।
পদ্মাক্ষতুলসীকাষ্ঠরুদ্রাক্ষকৃতমালয়া।
মাতৃকামালয়া মন্ত্রী মনসৈব মনুং জপেৎ ॥

তুলসী, পারিজাত, বিল্ববৃক্ষতলে অর্থাৎ সূর্য্যাদির সমীপে, তুলসী আদি যে কোন বৃক্ষের তলে আসন স্থাপন করত পদ্মবীজ, অথবা তুলসীকাষ্ঠ কিম্বা মাতৃকা-মালায় মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে।

বৈষ্ণবপীঠে অর্চ্চনাপূর্ব্বক লক্ষসংখ্যক মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ তর্পণ, পায়স এবং গব্যঘৃতের দ্বারা তর্পণ, দশাংশ হোম করিবে। হোম দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং মূলমন্ত্রেণ বিধিবচ্ছরেৎ।
ততঃ সিদ্ধমনুর্ভূত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্মুনিঃ ॥
অণিমাদি ভজত্যেনং যূনং বরং বধূরিব।
ঐহিকেষু চ কার্য্যেষু মহাপৎসু চ সর্ব্বদা ॥

নৈব যোজ্যো রামমন্ত্রঃ কেবলমোক্ষসাধকঃ।
ঐহিকে সমনুপ্রাপ্তে মাং স্মরেদ্ রামসেবকম্ ॥

তদনন্তর মূলমন্ত্রের দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। তারপর সাধক মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইবে। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ইহাকে বধূ যেমন যুবা বরকে ভজনা করে তদ্রূপ ভজনা করিবে। ঐহিক কার্য্য, মহাবিপদ সমূহেও রামমন্ত্র প্রয়োগ করিবে না, ইহা কেবল মোক্ষসাধক ; ঐহিক কার্য্যে রামসেবক আমাকে স্মরণ করিবে। হে মুনীশ্বরগণ, যে ব্যক্তি নিত্য শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে আমি তাহার ইষ্ট-সাধনে দীক্ষিত রামভক্তগণের বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করি—রামকার্য্য ধূরন্ধর আমি তাহাদের জন্য সর্ব্বদা জাগরূক আছি।

রামচন্দ্র এখানে উপলক্ষণ। যে নিষ্কাম ভক্ত, যে কোন মন্ত্রের দ্বারা সগুণ-সমাধি লাভ করিবে সেই জীবন্মুক্ত হইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, সগুণ-সমাধির অর্থ তো শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন—তিনি কিরূপে দর্শন দান করেন ?

গুরু। প্রথমে জ্যোতিঃ, নাদ ইত্যাদি সূক্ষ্মরূপে দেখা দেন।

ঈশ্বরী যা মহাবিদ্যা কালিকা জগদম্বিকা।
সাকাররূপা সা দেবী চনকাকাররূপিণী।
হস্তপদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥

—গুরুতত্ত্বে নির্ব্বাণতন্ত্র।

ঈশ্বরী, মহাবিদ্যা, জগজ্জননী কালিকা সাকার রূপে চনকের (বুট) আকারধারিণী, হস্তপদাদি শূন্যা, চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নিরূপে প্রকাশিতা হন।

ধ্যায়তে যোগিনস্তঞ্চ শুদ্ধং জ্যোতিঃস্বরূপিণম্।
হস্তপদাদি রহিতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥

—ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকথনে।

যোগিগণ প্রকৃতির পরস্থিত নির্গুণ কৃষ্ণকে হস্তপদাদিরহিত, শুদ্ধ জ্যোতিরূপে ধ্যান করেন।

সর্ব্বাঙ্গং তু পরিত্যজ্য যস্তেজোপজায়তে।
স এব পরমেশানি শিবো মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রিয়ে॥

—ঐ বৃহন্নীল তন্ত্র।

সর্ব্বাঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে তেজ উৎপন্ন হয়, হে প্রিয়ে পরমেশানি! তাহাই মৃত্যুঞ্জয় শিব।

নাদ এব মহদ্‌ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্।

নাদই মহদ্‌ব্রহ্ম, নাদই পরমাত্মা পরম পুরুষ।

নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরোহরিঃ।

নাদ পরম জ্যোতি এবং পরম হরি।

শিষ্য। সেকি! যে যে-দেবতার উপাসক সেই দেবতার সাকার মূর্ত্তির কি দর্শন পায় না?

গুরু। নিশ্চয়ই, একান্তপ্রেমীভক্তকে স্থূলরূপ ধারণ করত দর্শন দান করেন, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। জ্যোতি-নাদ তাঁহার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর নির্গুণ সাধনা করিতে হয়।

শিষ্য। শ্রীভগবান্ দর্শন দান করিলেন, ভক্ত তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিল, আবার কিসের জন্য সাধন ভজন? ভগবদ্দর্শনের পর আর কি অবশিষ্ট থাকে?

গুরু। প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্ট-মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন—সে দর্শন স্বপ্নের মত, দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হন। সে দর্শনে ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা হয় না—তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান্ সেই দেহমাত্র পরিচ্ছিন্ন—এই জ্ঞানলাভে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্ট দেবতাকে নর-নারীতে, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গে, বৃক্ষ-লতায়, সূর্য্যে-চন্দ্রে, আকাশে-বাতাসে-নক্ষত্রে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্ব্বত্র,

অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে-দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়—তাহাতে দুঃখ শান্তি হয় না। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।'

স্থাবর জঙ্গম ভগবন্ময় দর্শন করিবার জন্য নির্গুণ সাধনার প্রয়োজন।

শ্রীগীতায় ঠাকুরটী বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

প্রেমী ভক্তের জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। সেই আনন্দসাগরে জল-বিন্দুর মত তিনি সতত আনন্দে ক্রীড়া করেন। উর্দ্ধে অধে, সম্মুখে পশ্চাতে, যে দিকে দেখেন সেই দিকেই হৃদয়রমণের সত্তা উপলব্ধি হয়, তদিতর আর কিছু দেখিতে পান না। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তিনি; ভূ, ভূর্বঃ, স্বঃ, সমুদ্র তিনি; অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য্য-বিদ্যুৎ তিনি; প্রাণ-চক্ষু-মন-শ্রোত্র তিনি। প্রেমীভক্ত আনন্দময় ইষ্টদেবতার মধ্যেই হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া বেড়ান।

ভক্তের চতুর্দ্দিকে আনন্দের উচ্চ প্রাচীর উঠে। শুধু আনন্দ—কেবল আনন্দ। পরমানন্দময় প্রাণরমণকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমানন্দময় হইয়া যান। কখন হাস্য. কখন ক্রন্দন করেন, কখন বা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন।

শিষ্য। এ অবস্থা তো বড় মধুর।

গুরু। হাঁ বাবা, আমার নাথের সবই মধুর।

অধরং মধুরং গমনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

শিষ্য। ভক্ত ভগবান তো এক হইয়া যান।

গুরু। একই মূলতত্ত্ব বাবা, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি। ভক্ত সাজিয়া খেলা শেষ করিয়া ভগবান ভক্তকে এক করিয়া লয়েন। 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।' সর্ব্বত্র আত্মরমণকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত নির্ভয়ে সানন্দে বিচরণ করেন।

শিষ্য। ইহা জ্ঞান না ভক্তি ?

গুরু। ইহার নাম পরম জ্ঞান, পরাভক্তি, প্রেমলক্ষণা ভক্তি, অভেদ ভক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে সগুণসাক্ষাৎকার লাভের পর নির্গুণ সাধনার প্রয়োজন ? নির্গুণ সাধক কোন্ মন্ত্র অবলম্বন করেন ?

গুরু। জগতের আদি কারণ শব্দব্রহ্ম 'প্রণব'। স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ সবই ওঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ওঙ্কারই সব।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১
সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়হাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥

—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

'ওম্' এই অক্ষরই এই সমুদয়। ইহার এই স্পষ্টতম ব্যাখ্যা এই যে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ অন্য যা ত্রিকালাতীত তাহাও ওঙ্কার—এই সমস্তই ব্রহ্ম—এই আত্মা ব্রহ্ম—সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ। ইত্যাদি—

কারণ ব্রহ্মের যেমন ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এই আটটী অপরা প্রকৃতি এবং জীবভূতা পরা প্রকৃতি, সেইরূপ শব্দব্রহ্ম প্রণবেরও আটটি অপরা প্রকৃতি। গুরুবীজ ঐং, শক্তিবীজ হ্রীং রমাবীজ শ্রীং, কামবীজ ক্লীং, যোগবীজ ক্রীং, তেজোবীজ ট্রীং, শান্তিবীজ স্ত্রীং, রক্ষাবীজ হ্লীং। পরা-প্রকৃতি গায়ত্রী। ওঙ্কার সমস্ত মন্ত্রের মহাপারাবার স্বরূপ। যেমন নানা

দিক্ দেশ হইতে নদীগণ সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ ঐ বীজাষ্টক এবং অন্যান্য মন্ত্রসকল শব্দব্রহ্ম প্রণবে বিলীন হইয়া যায়। মন্ত্রসমূহের সিদ্ধিই হইল প্রণবজ্ঞান। এ জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান নয়—অপরোক্ষ জ্ঞান। অন্য কোন মন্ত্র থাকে না, কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না। উচ্চারণ করিতে যাইলে তাহা প্রণবে প্রবেশ করে। তাহা স্বসংবেদ্য, ভাষার দ্বারা বুঝান যায় না। ধর কেহ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি রাম নাম জপ করিতে যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে রা-আ-আ-আ-আ-আ-আ ম্ গিয়া প্রণবে বিলীন হইবে। তাঁহার বাক্য উচ্চারণের শক্তি থাকিবে না। ঐ হসন্ত মকার তাঁহাকে অর্থাৎ তাঁহার প্রাণকে পরমাকাশে লইয়া যাইবে। তিনি স্থির হইয়া যাইবেন। আমার কথা হয়ত ধারণা করিতে পারিলে না ?

শিষ্য। দেব! আপনার কৃপায় আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। যাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই এরূপ মহাপুরুষের দর্শন আমি পাইয়াছি, এতদিন ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। আজ কারণ জানিতে পারিলাম। জীবন্মুক্ত কোন্ মন্ত্র অবলম্বনে সাধনা করেন ?

গুরু। শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে প্রণব দুই প্রকার। এক স্থূল, এক সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম প্রণব একাক্ষর, স্থূল প্রণব পঞ্চাক্ষর। সূক্ষ্মপ্রণবে পঞ্চাক্ষর অব্যক্ত (অ উ ম ঁ নাদ ॰ বিন্দু) আর স্থূল প্রণবে পঞ্চাক্ষর ব্যক্ত (নমঃ শিবায়)।

> জীবন্মুক্তস্য সূক্ষ্মং হি সর্ব্বসারং হি তস্য হি।
> মন্ত্রেণার্থানুসন্ধানং স্বদেহবিলয়াবধি॥
> স্বদেহে গলিতে পূর্ণং শিবং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
> কেবলং মন্ত্রজাপী তু যোগং প্রাপ্নোতি নিশ্চয়ঃ॥

শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বর সংহিতা ১৫ অ।

জীবন্মুক্তের সূক্ষ্ম প্রণবই সর্ব্বসার ধন। যতদিন দেহ বিলয় না হইবে

ততদিন মন্ত্রজপ, মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিবে। স্বদেহ গলিত হইলে পূর্ণরূপে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা নিশ্চিত। কেবল মাত্র মন্ত্র জপ করিলেও নিশ্চয়ই যোগ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। জীবন্মুক্ত সাধনার দ্বারা কি লাভ করেন ?

গুরু। বিদেহ মুক্তি।

শিষ্য। জীবন্মুক্তি কি ?

গুরু। দেহাদি প্রপঞ্চে প্রতীতির সহিত যে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি তাহা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তিতে অজ্ঞানের লেশ থাকে। যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলেও সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, বটে কিন্তু কম্পাদি থাকে ; অথবা যেমন মরুভূমি জানিলেও মৃগজল দৃষ্ট হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাধ প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়।

শিষ্য। বিদেহ মুক্তি কি ?

গুরু। প্রপঞ্চপ্রতীতি-রহিত ব্রহ্মস্বরূপে যে স্থিতি, অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মনাশের পর স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর অবয়ব রূপ পরিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞানের চৈতন্য বিষয়ে যে বিলয় তাহার নাম বিদেহ মুক্তি। অর্থাৎ প্রপঞ্চপ্রতীতিসহ ব্রহ্মে অবস্থিতি জীবন্মুক্তি, আর প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মে অবস্থিতি বিদেহ মুক্তি। মোক্ষ একরূপ, জীবন্মুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অনুমাত্র প্রভেদ নাই। বায়ু বায়ুই থাকে—প্রবাহিত হউক বা না হউক। সায়ংকাল উপস্থিত, এস আমরা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা করি।

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাবতার সংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ ॥
নবায় নবরূপায় পরমার্থৈকরূপিণে।
সর্ব্বাজ্ঞান তমোভেদ ভানবে চিদ্‌ঘনায়তে ॥

স্বতন্ত্রায় (চ ?) ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে।
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনাম্ ॥
প্রকাশিনাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে।
পুরস্তাং পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্কুর্য্যামুপর্য্যধঃ ॥
সদা মচ্চিত্তভাবেন বিধেহি ভবদাসনম্।
ত্বৎ প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মিসর্ব্বতঃ ॥
মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ।
প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ ॥
যৎ করোমি জগন্নাথ তদস্তু তব পূজনম্।

জয়গুরো শ্রীগুরো জয়গুরো শ্রীগুরো

—:০:—

ষষ্ঠ প্রকাশ

গুরুর্ব্বহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শিষ্য। দেব! কল্য আপনার শ্রীমুখনির্গত কথামৃত পানে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি—আমার অন্তরের অন্ধকার অনেক দূর হইয়াছে। জীবন্মুক্তের আচার কিরূপ?

গুরু। শ্রীগীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, গুণাতীত; শ্রুতিতে পরমহংস; মহাভারতে, ব্রাহ্মণে ও সূতসংহিতায় অতিবর্ণাশ্রমী জীবন্মুক্তের নামান্তর। শ্রীগীতায় উক্ত ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি সর্ব্বভূতে (উত্তমে) দ্বেষশূন্য, (সমানে) মৈত্র ও (হীনে) কৃপালু, এবং 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিনিবেশশূন্য, নিরহঙ্কার, অন্যের সুখে ও দুঃখে সুখী ও দুঃখী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতমনা, মদ্ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও আমাতে মনোবুদ্ধি-সমর্পণকারী এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ংও লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি (স্বাভাবিক) হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ এইগুলি হইতে মুক্ত—তিনি আমার প্রিয়। সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম, শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, চিত্তক্লেশবিহীন এবং সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। যিনি (প্রিয় বস্তুলাভেও) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় বস্তুতেও) বিদ্বেষ করেন না, (ইষ্ট নাশেও) দুঃখিত হন না, অপ্রাপ্ত (প্রিয় বস্তুও) আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং পুণ্যপাপত্যাগী এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে, মানে ও অপমানে, শীতে ও গ্রীষ্মে, সুখ ও দুঃখে সমান, আসক্তিহীন, নিন্দা ও

প্রশংসায় সমান, মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত ঈদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। এইগুলি জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ।

শিষ্য। তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তের এগুলি স্বতঃই হইয়া যায়?

গুরু। হাঁ, ইহার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবানের প্রপন্নভক্তের এগুলি আপনা আপনি হয়।

শিষ্য। কাল সন্ধ্যার সময় প্রণাম করিতে যাইয়া প্রণাম কয়প্রকার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

গুরু। কায়িক, বাচিক, মানসিক ভেদে প্রণাম বা নমস্কার তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম, অধম ইহাদেরও তিন প্রকার ভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রশস্ত, কারণ ইহা দেবতাগণের প্রীতিদায়ক। কর, চরণ, জানু, উরু, মস্তক, চক্ষু, বচন এবং মন এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। করদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক দ্বারা নমস্কারকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে—ইহা মধ্যম। অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম।

হস্তপদ প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডাকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া জানু, বক্ষ এবং মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম করাকে উত্তম কায়িক প্রণাম বলে। জানুদ্বয় এবং মস্তক ভূমি সংযুক্তকরণপূর্ব্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম কায়িক প্রণাম। যোড়হস্ত করিয়া মস্তকে দেওয়া অধম কায়িক প্রণাম।

নিজে গদ্যপদ্য রচনা-দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যে প্রণাম করা হয় তাহা উত্তম বাচিক, পুরাণোক্ত বা বেদোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম বাচিক; মানুষ-লোকে প্রচলিত ভাষায় প্রণাম অধম বাচিক।

শিষ্য। গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করাই শিষ্যের উচিত তো?

গুরু। হাঁ, গুরুর নিকটে বাসকালে শিষ্য গুরুকে কায়িক, বাচিক প্রণাম করিবে, কেবল মানসিক প্রণাম করিবে না।

"শিষ্য গুরুর সহিত এক গ্রামে বাস করিলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। গুরুধাম হইতে এক ক্রোশ দূরে বাস করিলে দিনের মধ্যে একবার প্রণাম করিবে। অর্দ্ধ যোজন মধ্যে থাকিলে পর্ব্বে পর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি দিবসে গুরুকে প্রণাম করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনের মধ্যে গুরু থাকিলে যোজন সংখ্যক মাসে গুরুর নিকট যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যদি ইহারও অধিক দূরে গুরুধাম হয় তবে বৎসরে বৎসরে একবার শ্রীগুরুর বন্দনা করিবে। ইহার দ্বারা একবার উত্তরায়ণে একবার দক্ষিণায়নে শ্রীগুরুর চরণ বন্দনাদি করিতে হয় বুঝা গেল।"

পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত তন্ত্রসার।

শিষ্য। একযোজনে কয় ক্রোশ ?

গুরু। ৪ ক্রোশ।

শিষ্য। গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু করা উচিত কি ?

গুরু। না বাবা, গুরু ত্যাগ করিতে নাই।

গুরুত্যাগাৎ ভবেন্মৃত্যুর্মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

মেরুতন্ত্র কুলার্ণব।

গুরু ত্যাগ করিলে মৃত্যু এবং মন্ত্র ত্যাগ করিলে দরিদ্রতা হয়। গুরু ও মন্ত্র দুই পরিত্যাগ করিলে রৌরবনরকে গমন করে।

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন মন্ত্রের ক্রিয়া যদি এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে অন্য গুরু করিবার কথা শাস্ত্রে আছে।

গুরু। হাঁ, শিবপুরাণে এরূপ দেখা যায়—

যত্রানন্দঃ প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুপলভ্যতে।
বৎসরাদপি শিষ্যেণ সোহন্যং গুরুমুপাশ্রয়েৎ॥

গুরুমন্যং প্রপন্নোহপি নাবমন্যেত পৌর্ব্বিকম্ ।
গুরুভ্রাতৄন্, তথা পুত্রান্, বোধকান্ প্রেরকানপি ॥

—গুরুতত্ত্ব ।

যে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া শিষ্য এক বৎসরের মধ্যে অল্পমাত্র আনন্দ বা প্রবোধ লাভ করিতে না পারে, সে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু আশ্রয় করিবে। অন্য গুরুর শরণাপন্ন হইলেও পূর্ব্ব গুরুকে, তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র, বোধক (অর্থাৎ যে গুরুতত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়), এবং প্রেরক (অর্থাৎ দীক্ষা নিতে যে উৎসাহ দেয়) তাহাদিগকে অবমাননা করিবে না।

অনভিজ্ঞগুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্ ।
গুর্ব্বন্তরং তু গত্বা স নৈতদ্ দোষেণ লিপ্যতে ॥

—গুরুতত্ত্ব ধৃত কুলার্ণব ।

অনভিজ্ঞ, সদা সংশয়কারক গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করত অন্য গুরুর আশ্রয় লইলে গুরুত্যাগজনিত দোষ হয় না।

শিষ্য। ইহাতে তো গুরুত্যাগ বিধেয়ই বলিতেছে।

গুরু। আবার শুন—

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্ বিপ্রতিপদ্যতে ।
যুগকোটি স নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥

—গুরুতত্ত্বে বরাহপুরাণ ।

যে ব্যক্তি গুরুকরণ করিয়া মোহবশে তাঁহাকে ত্যাগ করে, সেই পুরুষাধম কোটি যুগ পর্য্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব পরাগতিঃ ॥

—ঐ বরাহপুরাণ ।

মূর্খ হউন বা বিদ্বান হউন গুরুই জনার্দ্দন। তিনি স্বপথে অবস্থান করুন কিংবা কুপথগামী হউন, গুরুই পরমগতি।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥

—ঐ নির্গম কল্পদ্রুম।

গুরুপদে একবার যাহাকে বরণ করা হইয়াছে তিনি বিদ্বান্ বা মূর্খ হইলেও শিষ্যের দেবতা; তিনি কুপথগামী হইলেও শিষ্য তাঁহাকে সৎপথাবলম্বী মনে করিবে, গুরুই ইহ-পরকালে একমাত্র গতিস্বরূপ।

শিষ্য। গুরুত্যাগের বিধি রহিয়াছে এবং গুরুত্যাগ করিলে নরকে গমন করিতে হয়, উভয় মতের সামঞ্জস্য কি?

গুরু। গুরুত্যাগের কারণ, যদি এক বৎসরের মধ্যে প্রবোধ বা আনন্দলাভ না করা যায়—এখানে এক বৎসর থাকিলেও সাধুগণ তিন বৎসর বলেন। দীক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, সে জ্ঞান বিনা কুণ্ডলিনী-জাগরণহ য় না। তিন বৎসর যথাশাস্ত্র গুরুর উপদেশ মত জপাদি করিলে অবশ্যই শক্তির উদ্বোধন হয়। এক বৎসরের মধ্যে অল্প কিছু না কিছু হয়ই। তাহা লক্ষ্য না করিয়া, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, গুরুতে বিশ্বাসহীন যে শিষ্য হাহাকার করে, তাহার পক্ষে অন্য গুরুকরণ শ্রেয়। তবে প্রথম গুরুকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। জ্ঞানাভিলাষী শিষ্য জ্ঞানধনের প্রার্থী আর অনভিজ্ঞ সংশয়কারক গুরু তাহার সংশয় ছেদন না করিয়া যদি তাহাকে বিপথে চালিত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা যায়।

তবে এ ত্যাগের বিধি হইল অব্যবস্থিতচিত্ত শিষ্যের জন্য। বাস্তবিক শ্রদ্ধাবান শিষ্য যখনই দীক্ষিত হয় তখনই গুরুকে "সাক্ষাৎ শিব" এই বলিয়া ধারণা করে। তাঁহার কৃত কুকর্ম্মকেও লীলা বলিয়া নিশ্চয় করত স্থিরভাবে অবস্থান করে। স্বয়ং শিব মার্গস্থ কি অমার্গস্থ এ বিচার প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন

শিষ্যের মনে হইতেই পারে না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিই তো নরকের কারণ। মোট কথা অধিকারী ভেদে অন্য গুরুর আশ্রয়গ্রহণের কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন। আমার কিছু হইল না বলিয়া হতাশ হইয়া মন্ত্রাদি ত্যাগ করা অপেক্ষা যদি কোন মহাপুরুষে শ্রদ্ধা আসে, সে শ্রদ্ধা স্থায়ী হইলে, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তাহার কল্যাণ হইতে পারে। বাবা, শ্রদ্ধাই সাধনার প্রাণ, শ্রদ্ধাই সব, শ্রদ্ধাহীনের সমস্ত কর্ম্ম বিফল।

শ্রদ্ধৈব সর্ব্বধর্ম্মস্য চাতীব হিতকারিণী।
মূর্খোঽপি পূজিতো ভক্ত্যা গুরুর্ভবতি সিদ্ধিদঃ ॥

—গুরুতন্ত্রে স্কন্দপুরাণ।

শ্রদ্ধাই সমস্ত ধর্ম্মের পক্ষে অতিশয় হিতকারিণী। মূর্খ গুরু ভক্তি-সহকারে পূজিত হইলে তিনিও সিদ্ধিদান করেন।

শিষ্য। শ্রদ্ধা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

গুরু। "শ্রৎ" এই পদ পূর্ব্বক ধা ধাতু হইতে 'শ্রদ্ধা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শ্রৎ" শব্দের অর্থ সত্য। সত্যই যাঁহার স্থির আসন—প্রজাপতি সত্যকে যাঁহার স্থির আসনরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সত্যতে যাহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে ইহারা এই রূপই, ইহারা অন্যরূপ হইতে পারে না, এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির যে উৎপত্তি হয়, সে বুদ্ধির যিনি অধিদেবতা তিনি "শ্রদ্ধা"। নিরুক্ত ও নিরুক্তভাষ্যে শ্রদ্ধা-পদের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে শ্রদ্ধা পরমাত্মার প্রথমজা, পরমাত্মা হইতে প্রথমোৎপন্না। প্রজাপতি শ্রদ্ধাকে সত্যে এবং অশ্রদ্ধাকে অনৃত বা মিথ্যাতে স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু, শ্রদ্ধাই সত্যজ্ঞানের কারণ। সত্যজ্ঞান ও শ্রদ্ধা অভিন্ন সামগ্রী। বেদে, পুরাণে, পাতঞ্জল-দর্শনে শ্রদ্ধার বিশেষতঃ স্তুতি করা হইয়াছে। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্

বেদব্যাস বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় যোগীদিগের হিতকারিণী।" —দেবতাতত্ত্ব।

শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শিষ্য গুরুকে শিব মনে করিয়া সাধনা করে, কাজে কাজেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।" ত্রৈলঙ্গস্বামী বলিয়াছেন—সৎ শিষ্য না হইলে সদ্‌গুরু কখনও পাওয়া যায় না। যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলিবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা, মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিষ্য। ইহা কি প্রকারে হয়? সাধক-গুরু একটি মন্ত্র দিলেন মন্ত্রটি অচৈতন্য। সেই চৈতন্যরহিত মন্ত্র কি করিয়া ফলপ্রসূ হইতে পারে?

গুরু। মন্ত্রপ্রদান কালে গুরু-শরীরে শিবের আবির্ভাব হয়। গুরু অসিদ্ধ তজ্জন্য তখন সম্যক্ বোধ না হইতে পারে। তারপর শিবোক্ত সমস্ত মন্ত্রই যুগযুগান্তর কত কোটি কোটি লোক সাধনা করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে—শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ শিব মনে করিয়া গুরু, মন্ত্র, দেবতা তিনটি এক ভাবিয়া প্রাণপণে সাধনা করিতে থাকিলে, তাহার শ্রদ্ধা ও তপস্যার গুণে দেবতা প্রীত হইয়া তাহার মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া দর্শন দান করেন, সে কৃতার্থ হয়। শ্রদ্ধা-তপস্যার প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি উপাখ্যান মনে পড়িল।

শিষ্য। উপাখ্যানটি শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। জাবালানন্দন সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি স্বাধ্যায় গ্রহণের জন্য গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব, সুতরাং আমি কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছি বলুন।"

জাবালা সত্যকামকে বলিল—"আমি তোমার গোত্র জানি না। পতিগৃহে থাকিয়া নিয়ত আমি অতিথি-অভ্যাগতগণের সেবা করিয়াছি—

তাহাতেই আমার মন ছিল, গোত্রাদির কথা কখন তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বাল্যাবস্থায় লজ্জাবশত জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, যৌবনাবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময় তোমার পিতার লোকান্তর ঘটে, সুতরাং তদবধি আমি অনাথা, সেইজন্য তোমার গোত্র জানি না। এইমাত্র জানি আমার নাম জাবালা। তোমার নাম সত্যকাম, আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিও "আমি সত্যকাম জাবাল।"

সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতম গোত্রজের নিকট যাইয়া বলিল—'ভগবন্, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্যা অনুষ্ঠান করিব, এইজন্য শরণ লইলাম।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তুমি কোন্ গোত্রজাত?" সত্যকাম বলিল, "আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মাতা বলিলেন —পতিগৃহে আমি নিয়ত অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম, তাহাতে আমার মন আসক্ত থাকিত সুতরাং গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আমার সময় হয় নাই। তৎপর যৌবনে তোমায় লাভ করি, তৎকালেই তোমার জনকের পরলোক হয়। তবে আমার নাম জাবালা, তোমার নাম সত্যকাম; গুরু জিজ্ঞাসা করিলে বলিও 'আমি সত্যকাম জাবাল'।

গৌতম এই কথা শুনিয়া সত্যকামকে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ সত্যকথা বলিতে আর কেহ সমর্থ নয়। তুমি সত্যরক্ষারূপ ব্রাহ্মণ জাতির ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হও নাই; আপন বৃত্তান্ত সমস্ত আমার নিকট অকপটে কহিয়াছ অতএব জানিলাম তুমি ব্রাহ্মণ।' অনন্তর সত্যকাম সমিধাহরণ করিলে গৌতম তাহাকে উপনয়ন-সংস্কারে দীক্ষিত করিয়া গোযুথ হইতে চতুঃশত কৃশ গো আনিয়া বলিলেন—'বৎস! তুমি এইসকল গোগণের অনুগামী হও। যাহাতে ইহারা স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হয় ইহাই তোমার অধুনাতন কার্য্য।'

সত্যকাম গোগণসমভিব্যাহারে বনে যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন,

'ভগবন্! ইহারা যাবৎ সহস্র সংখ্যায় না পূর্ণ হয় তাবৎ ফিরিব না।' এই বলিয়া বহুতৃণজলপূর্ণ, শ্বাপদাদিভয়রহিত অরণ্যে গোসকলকে প্রবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

যে সময় গৌতমের গোসকল হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিল তখন দিক্ সম্বন্ধিনী বায়ু-দেবতা সত্যকামকে শ্রদ্ধায় ও তপস্তায় সিদ্ধ বুঝিয়া সংপ্রীত হইয়াছিলেন এবং সত্যকামের প্রতি কৃপা প্রদর্শনার্থ কোন বৃষশরীরে প্রবেশ করিয়া বৃষরূপে প্লুতস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'হে সৌম্য, তোমার প্রতিজ্ঞায় আমরা সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ হইয়াছি, এখন গুরুসকাশে প্রত্যর্পণ কর।' সেই বৃষরূপী বায়ুদেবতা আবার বলিয়াছিলেন—'আমি তোমার সকাশে পরব্রহ্মের পাদ বলিব।'

সত্যকাম বলিলেন—"আপনি বলুন।" তিনি বলিলেন—"পূর্ব্বদিক্ কলা অর্থাৎ ব্রহ্মপাদের চতুর্থভাগ। পশ্চিমদিক কলা, দক্ষিণদিক কলা, উত্তরদিক কলা। হে সৌম্য, এই চতুষ্কল ব্রহ্মপাদ 'প্রকাশবান' নামে কথিত হয়। ইহার আরাধনাকারী ইহধামে বিখ্যাত হন এবং দেহাবসানে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়পাদ অগ্নি বলিবেন"—বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

সত্যকাম পরদিন নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করত গোসকলকে আচার্য্য কুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। গোসকল আচার্য্য-গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। রাত্রিকালে গোসকল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইয়াছিল। সত্যকাম গোগণকে অবরুদ্ধ করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বাস্থে উপবেশন করিয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহাকে 'সত্যকাম' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি 'ভগবন্' বলিয়া উত্তর দিলেন।

অগ্নি বলিলেন—"হে সৌম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের পাদ বলিব।" সত্যকাম বলিলেন—"হে ভগবন্, আপনি বলুন।"

অগ্নি বলিলেন,—"পৃথিবী কলা, অন্তরীক্ষ কলা, স্বর্গ কলা, সমুদ্র কলা।

'অনন্তবান' নামক ব্রহ্মের এই গুণশালী দ্বিতীয় পাদের কলাচতুষ্টয় অবগত হইয়া যিনি গুণশালী ব্রহ্মের আরাধনা করেন তিনিও এই লোকে অনন্তবান অর্থাৎ অক্ষয় কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন এবং পরলোকে গমন করত অক্ষয় সুরধাম জয় করিতে সমর্থ হন এবং অনন্তকাল সুরধামে অবস্থিতি করেন। তৃতীয়পাদ হংস অর্থাৎ আদিত্য বলিবেন"—বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন। তিনি পরদিন গোসকল আচার্য্য কুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে গোগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইয়াছিল, তখন সত্যকাম অগ্নিস্থাপনান্তে গোসকল অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ লইয়া অগ্নির বাক্য চিন্তা করত উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

হংস তাঁহাকে বলিলেন,—"হে সত্যকাম!" সত্যকাম উত্তর দিলেন,—"ভগবন!" তিনি কহিলেন—"আমি তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ বলিব।" সত্যকাম বলিলেন—"আপনি বলুন"। তাঁহাকে তিনিক হিলেন,—"অগ্নি কলা, সূর্য্য কলা, চন্দ্র কলা, বিদ্যুৎ কলা এই প্রকারে ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ চতুষ্কল। ইহার নাম 'জ্যোতিষ্মান'। ইহার আরাধনায় ইহধামে জ্যোতিষ্মান হইয়া সর্ব্বত্র অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হন। পরে পরমধামে গিয়া জ্যোতিষ্মান লোক, দেবলোক - জয় করিতে পারেন এবং অনন্তকাল সুরধামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মদ্গু তোমায় চতুর্থপাদ বলিবেন" বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

সত্যকাম পরদিবসীয় নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গোসকলকে আচার্য্য কুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাহারা অগ্রসর হইল। পরে রজনীকালে গোগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইল। তখন সত্যকাম তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ লইয়া সূর্য্যের বাক্য চিন্তাপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন।

মদ্গু তথায় পতিত হইয়া বলিলেন—'হে সত্যকাম!' তিনিও 'ভগবন্' বলিয়া উত্তর দিলে মদ্গু (পানকৌড়ী) (ছদ্মবেশী দেবতা) কহিলেন—"হে

সৌম্য, তোমায় আমি ব্রহ্মের চতুর্থপাদ বলিব।” সত্যকাম বলিলেন—“বলুন।” তিনি কহিলেন—“প্রাণ কলা, চক্ষু কলা, শ্রোত্র কলা, মনঃ কলা। ইহারাই ব্রহ্মের চতুর্থপাদের কলা অর্থাৎ অবয়ব। ইহার নাম ‘আয়তনবান্’। উক্ত প্রকার চতুর্থপাদই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যিনি ইহার আরাধনা করেন, ইহধামে সর্ব্বব্যাপী হন এবং পরলোকে আয়তনবান লোক সকল জয় করিতে পারেন।”

পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সত্যকাম আচার্য্যের নিকট যাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য বলিলেন,—“বৎস, তোমাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানীর মত দেখিতেছি—মুখ অকৃত্রিম হাস্যবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রসন্ন, আমি তোমার আচার্য্য, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শাপে ভীত না হইয়া কে তোমাকে ব্রহ্মানুশাসন করিয়াছে?”

সত্যকাম কহিলেন—“মনুষ্যাতিরিক্ত অর্থাৎ সুরগণই আমায় ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছেন, আমি আপনার শিষ্য—কোন মানবের ক্ষমতা আছে যে আপনার শিষ্যকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দিতে সমর্থ হয়? সে সব কথা আমি ধরি না—আমার অভীষ্টপূরণের জন্য আপনি উপদেশ দিবেন। আমি আপনার তুল্য ঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি, আচার্য্য হইতে বিদ্যালাভ হইলে বিদ্যা সাধুফল প্রদান করে।” পূর্ব্বে সুরগণ যে ষোড়শ কলাবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, আচার্য্য তাহাই বলিলেন। শুনিলে শ্রদ্ধা ও তপস্যার কথা?

শিষ্য। তাহা হইলে সকল সাধনার মূল শ্রদ্ধা ও তপস্যা?

গুরু। নিশ্চয়ই, শ্রদ্ধা ও তপস্যাহীনকে শত উপদেশ দিলেও তাহাতে কোন ফল হয় না। সচ্ছিদ্র ভাণ্ডে জল রাখিলে যেমন তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, এরূপ অধিকারীকে উপদেশ দান সেইরূপ পণ্ডশ্রম মাত্র। যে কেহ শ্রদ্ধা ও তপস্যা-সম্পন্ন হইবে তাহার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য—ইহ-পরকালের জন্য তাহাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। শ্রীভগবান তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য ন ইহ ॥ ২৮

—১৭ অঃ।

অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত হোম, দান, তপস্যা এবং অন্য যাহা কিছু তৎ সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সেই সমুদয় না পরলোকে না ইহলোকে ফলোপকারক হয়।

শিষ্য। দেব, দীক্ষাদানের পর যদি কাহারও গুরুদেব নিত্যলোকগত হন তাহা হইলে অকৃতার্থ শিষ্যের কি করা কর্ত্তব্য ?

গুরু। কোন উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষাগ্রহণ করিলে কোন অপরাধ হয় না ; তবে অন্য মন্ত্র লওয়া উচিত নয়। বহু শিক্ষাগুরুকরণের কথা শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়।

শিষ্য। যদি কোন সিদ্ধপুরুষ অন্য মন্ত্র দেন তাহা হইলেও গ্রহণ করিতে নাই ?

গুরু। সিদ্ধ যোগীগণ সেই মন্ত্রটাই চৈতন্য করিয়া দেন, তাহা হইলেই মন্ত্রের কার্য্য স্বতঃই আরম্ভ হয়—মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সিদ্ধগুরুগণ যতদিন পর্য্যন্ত শিষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে না দেখেন ততদিন দীক্ষা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। প্রয়োজন মত দুইবার তিনবারও কাছে বসাইয়া বা অন্যপ্রকারে শক্তিসঞ্চার করেন। বাবা বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা না থাকিলে সিদ্ধগুরু লাভ হয় না। যাক্ শ্রদ্ধা ও তপস্যাবিশিষ্ট মোক্ষার্থী শিষ্য যে স্থান হইতে মন্ত্র গ্রহণ করুক না কেন তাহাকে জ্ঞানফল দান করিবেই।

শিষ্য। গুরু যদি ভুলমন্ত্র দেন তাহা হইলে শিষ্যের কি কর্ত্তব্য ?

গুরু। বীজ হইতেই ফল হয়। বীজ যদি ভূয়া হয় তাহা হইলে সে

মন্ত্র ত্যাগ করত শিবোক্ত যথার্থ মন্ত্র তাঁহার নিকট অথবা অন্য গুরুর নিকট লওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। ইহাতে গুরুমন্ত্র ত্যাগ জনিত অপরাধ হয় না?

গুরু। মন্ত্র যিনি দান করেন তিনিই তো গুরু। মন্ত্র যখন মন্ত্রই নহে তখন তিনি গুরু কি প্রকারে? ভুল মন্ত্র ত্যাগ করিলে গুরু-মন্ত্র ত্যাগ কি করিয়া হইবে? বাবা, বীজটী ঠিক থাকা চাই।

শিষ্য। গুরুসেবার অনন্ত ফলের কথা শুনিলাম কিন্তু গুরু-সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য যাহাদের নাই তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য?

গুরু। তখন পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্টীগুরুর সেবা করা উচিত।

শিষ্য। তাঁহাদের দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে?

গুরু।

মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রস্তু পরমোগুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বংহি পরমেষ্টীগুরুস্ত্বহম্॥

শিব বলিয়াছেন—যিনি মন্ত্রদান করেন তিনি গুরু, মন্ত্রটী পরমগুরু, তুমি জাগ্রতা কুণ্ডলিনীশক্তি পরাপর গুরু, আর আমি পরমেষ্টী গুরু।

শিষ্য। ইহাদের সেবা কিরূপে করিতে হয়?

গুরু। গুরুদেবের স্থান সহস্রদল কমল—এ কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। গুরুপাদুকা-ধ্যান, গুরুধ্যান, মানসোপচারে গুরুপূজা সহস্রারে করিতে হয়। বাহ্যে গুরুপূজা, গুরুপাদুকা পূজা, স্তবকবচাদি পাঠ ইহা হইল গুরুসেবা। সর্ব্বদা মানসে মন্ত্র-জপ, দ্বিদলে লিখিয়া লিখিয়া মন্ত্রজপ, প্রদক্ষিণ পরমগুরুসেবা। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, মানস পূজা, স্তব কবচাদি পাঠ, তাহার দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত, ইহা ধ্যান করা তাঁহার পূজা। আর জাগ্রতা কুণ্ডলিনীকে ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে বিন্দুরূপী পরমশিবে যোজনা করাই পরমেষ্টীগুরুপূজা। সিদ্ধগুরু মন্ত্রচৈতন্য করিয়া দিলে, মন্ত্র-জপ-ধ্যানেই সকলের পূজা হয়। একটীই চারিটী আবার চারিটীই একটী বা দুইটী অথবা

একটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব। একটীর যখন ইচ্ছা হয় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া ক্রীড়া করেন। আবার ক্রীড়াবসানে এক হইয়া অবস্থান করেন।

শিষ্য। দেব, শ্রদ্ধাবান্ তপস্বীর কথা তো শুনিলাম। তিনি তো আপনার শক্তিবলে পরমগতি লাভ করেন। সিদ্ধগুরু কি শ্রদ্ধা-তপস্যাহীনের কোন উপায় করিতে পারেন না ?

গুরু। নিশ্চয়ই পারেন, সিদ্ধযোগীগণের কৃপা শ্রদ্ধা-তপস্যার অপেক্ষাই করে না। তাঁহারা অপাত্রকে পাত্র, অযোগ্যকে যোগ্যতম করিয়া লইতে পারেন। এরূপ দেখা যায় কোন দুষ্ট ব্যক্তি একজন সাধুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে, কিছুদিন পরে দেখা গেল সেই তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ করিলে অতি পাতকী যে সেও কৃতার্থ হইতে পারে।

শিষ্য ! গুরু এবং সদ্গুরু ইহার কি কোন পার্থক্য আছে ?

গুরু। গুরু কখন অসৎ হন না, সদ্গুরু শব্দটী শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র মোক্ষদগুরুর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন।

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥

—শ্রীরামগীতা।

প্রথমতঃ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া অন্তঃকরণ যখন বিশুদ্ধ হইবে তখন শম-দমাদি সাধন পূর্ব্বক আত্মলাভের জন্য সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইবে। শিষ্য অসৎ সংসারের উন্নতি, সুখলাভাদি কামনায় তাহার ভাবানুগত যে গুরু আশ্রয় করে সে গুরু গুরু, আর শিষ্য মোক্ষকামনায় যাঁহার শরণাপন্ন হয় তিনি সদ্গুরু।

শিষ্য। কুলগুরু যদি অসাধক হন তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু করিলে কি কোন অপরাধ হয়?

গুরু।

পৈত্র্যং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্ বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥

—পিচ্ছিলা তন্ত্র।

ধর্ম্মমোহিত যে ব্যক্তি পৈত্রিক গুরুকুল ত্যাগ করে, যতকাল চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র থাকিবে ততকাল সে নরকে বাস করিবে।

গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্ত্বা ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ।
গুরুনিন্দা ন কর্ত্তব্যা ন শ্রোতব্যা কদাচন ॥

—রুদ্রযামল।

গুরুর সন্ততি ত্যাগ করিয়া অন্যগুরু আশ্রয় করিবে না, গুরুনিন্দা করিবে না, শুনিবে না।

শিষ্য। শিষ্য তো সাধন করিতে চায় কিন্তু কুলগুরু অসাধক এ অবস্থায় তাঁহার কাছে মন্ত্র লইতেই হইবে, ইহার কারণ কি?

গুরু। গুরুপুত্র অসাধক হলেও বংশপরম্পরায় সাধনশক্তি তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনা তিনি বীজের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছেন, উপস্থিত কোন কারণে তাহা দেখা না যাইলেও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সে-মন্ত্র অভিমত ফল দানে সমর্থ হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া গুরু-বংশ ত্যাগ করিতে নাই। সাধনার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইলে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে কোন সাধক বা সিদ্ধ-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না। গুরুকুল আশ্রয় করিলে ঈশ্বর হইতে পরম্পরাক্রমে তত্ত্বলাভ করা যায়। গুরুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাগত গুরুকে দেবতারাও প্রশংসা করেন। শিব হইতে গুরু পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে

যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাহীন মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নয়।

শিষ্য। এইজন্যই বুঝি গুরুপরম্পরা নিত্যপাঠ করিতে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণকে প্রণাম করিতে হয়?

গুরু। হাঁ বাবা, গুরুপরম্পরা পাঠে যখন সাধক দেখে আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি শ্রীশিব হইতে পরম্পরাক্রমে মন্ত্র লাভ করিয়া আমায় দীক্ষিত করিয়াছেন, তখন উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিবই' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রাণপণে সাধনা করিতে থাকে।

শিষ্য। একটি জনপ্রবাদ আছে যে শুধু হাতে গুরুদর্শন করিতে নাই—ইহা কি সত্য? দরিদ্র ব্যক্তি কি গুরুদর্শন করিবে না?

গুরু।

রিক্তহস্তশ্চ নোপেয়াৎ রাজানং দৈবতং গুরুম্।
ফলপুষ্পাম্বরাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ॥

রাজা, দেবতা, গুরুর নিকট রিক্তহস্তে যাইবে না। ফল, পুষ্প, বস্ত্রাদি যথাশক্তি সমর্পণ করিবে। দরিদ্র পুষ্প-ফলাদি লইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুকে দক্ষিণা কি দিতে হয়?

গুরু। সর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার অর্দ্ধেক, অসমর্থপক্ষে তাহার অর্দ্ধেক—যথাশক্তি দক্ষিণা দিতে হয়। বাবা, যাঁহাকে দেহ-মন-প্রাণ সব দান করা হইল, যিনি শিষ্যের অন্তর্বাহ্য সব অধিকার করিলেন, সেই গুরুরূপী শ্রীভগবানকে শিষ্য কি দিবে? তাহার নিজস্ব বলিতে আর তো কিছু নাই! সবই- যে শ্রীগুরুর! গুরু-আজ্ঞামত সাধন ভজনই শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। শিষ্য সাধনা করিয়া কৃতার্থ হউক, অমৃতত্ব লাভ করুক, গুরু এই দক্ষিণাই চাহেন। শিষ্যের পরমানন্দলাভই গুরুর পরম দক্ষিণা।

শিষ্য। দেব, গুরুমহিমা যতই শুনিতেছি ততই আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছে। আমি ইহা বুঝিয়াছি—আর কোন সাধন-ভজন না করিয়া, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগুরুদেবের সেবা করিলে মানুষ অবশ্যই পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

গুরু। তোমার গুরুমহিমা শ্রবণে অনুরাগ দেখিয়া আমি যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। শুধু আনন্দিত বলিলে ঠিক বলা হয় না—গুরুমহিমা বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য—আমি কৃতকৃত্য হইলাম। সায়ংকাল সমাগত, তোমাকে শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃত একটি গুরুস্তব বলিতেছি।

শিষ্য। বলুন দেব।

গুরু।

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং
শশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্ !
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ১

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ২

ষড়ঙ্গাদিবেদোমুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৩

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন অন্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৪

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৫

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ
জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তাসুখো নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৭

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮

অনর্ঘ্যানি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ।। ৯

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী ।
লভেদ্ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মযজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০

এস বাবা, আমরা প্রণাম করি ।

বরাভয়করং নিত্যং শ্বেতপদ্মনিবাসিনম্ ।
মহাভয়নিহন্তারং গুরুদেবং নমাম্যহম্ ॥

—০ঃ ❋ ঃ০—

সপ্তম প্রকাশ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিষ্য। দেব! গুরুদেবের ধ্যান কিরূপ?

গুরু। ধ্যান ত বহুপ্রকার—কয়েকটী বলিতেছি শ্রবণ কর।

ওঁ বরাভয়করং শান্তং শুক্লবর্ণসশক্তিকম্।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষাৎ সর্ব্বব্রহ্মস্বরূপকম্॥

—কালী কুলামৃত তন্ত্র।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভম্।
বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতম্॥
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকল দেবতারূপিণম্।
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুম্॥

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥

—বিশ্বসার

গুরুং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ ।
স্বপ্রকাশরূপং স্বপ্রকাশরূপয়া বামোরুস্থিতরক্তাশক্তিসহিতম্ ॥

বামোরুন্যস্তশক্তিঞ্চ স্বপাণ্যালিঙ্গিতপ্রভুম্ ।
বামহস্তোৎপলাং রক্তাং ধ্যায়েৎ পরমতৃপ্যতীম্ ॥
—জামল পূর্ব্বখণ্ড ।

সহস্রদলপদ্মস্থমন্তরাত্মসমুজ্জ্বলম্ ।
তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলম্ ॥
তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভম্ ।
বীরাসনসমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥
শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনম্ ।
বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতম্ ॥
প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্ ।
বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া ।
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥
—কঙ্কালমালিনী তন্ত্র ।

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং তেজোবিম্বং মহাপ্রভম্ ।
অনন্তানন্তমহিমাসাগরং শশিশেখরম্ ॥
মহাসূক্ষ্মং ভাস্বরাঙ্গং তেজোরাশিং জগদ্‌গুরুম্ ।
মহাশুক্লাম্বরাজস্থং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ॥
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং তেজসা শুক্লবাসসম্ ।
আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধ নিলয়ং কারণঞ্চ সতাং সুখম্ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাঙ্গং বরাভয়করং বিভুম্ ।

প্রফুল্লকমলারূঢ়ং সর্ব্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্ ॥
অন্তঃপ্রকাশচপলং বনমালাবিভূষিতম্ ।
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যং দেবদেবং সদা ভজেৎ ॥

—জামলে উত্তরখণ্ডে।

হৃদম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্ ।
ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্ ॥
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফলভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্ ।
বামাঙ্গপীঠে স্থিতদিব্যশক্তিং
মন্দং স্মিতং পূর্ণকৃপানিদানম্ ॥

শিষ্য। গুরুদেবের ধ্যান তো সহস্রদল কমলে সকলেই বলিলেন, এ ধ্যানটী হৃদয়কমলে করিতে হয় একথা বলা হইয়াছে।

গুরু। এই ধ্যানকর্ত্তা হৃদয়কমলেই গুরুদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। আরও শ্রবণ কর—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ ।
বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দলসংযুতম্ ।
শুক্লবর্ণং মহাতেজো দ্বাদশৈর্বীজভূষিতম্ ।
হসক্ষমলবরযুং হসক্ষ ফ্রেং যথাক্রমম্ ॥
তন্মধ্যে কর্ণিকায়াস্তু অকথাদি রেখাত্রয়ম্ ।
হসক্ষ-কোণসংযুতং প্রণবং তত্র বর্ত্ততে ॥

নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্র মনোহরম্ ।
তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাদুকা তত্র বর্ত্ততে ॥
ধ্যায়েত্তত্র গুরুং দেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনম্ ।
শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধানুলেপনম্ ॥
শুক্লপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্বিতম্ ।
এবম্বিধগুরুধ্যানাৎ স্থূলধ্যানং প্রসিধ্যতি ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

শিষ্য। এ ধ্যানটীর কতকাংশ পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রের সহিত মিলে।

গুরু। পাদুকাপঞ্চকের চিত্র আজ তোমায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইব।

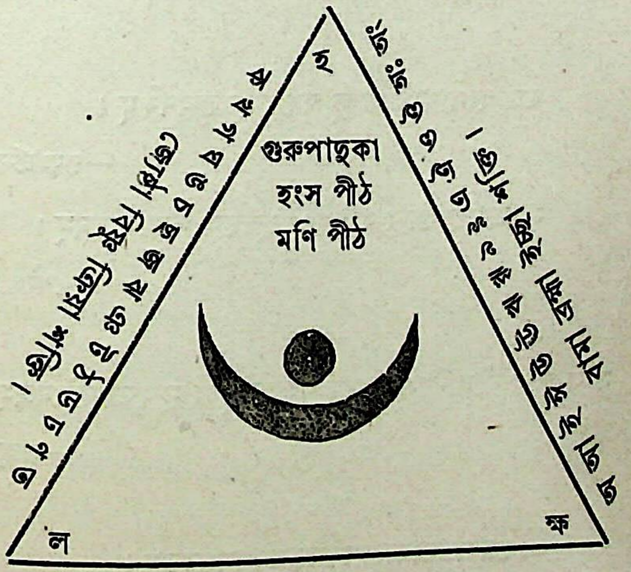

থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য·র ল ব শ ষ স

মহেশ্বর রৌদ্রী জ্ঞান শক্তি।

দ্বাদশদল পদ্মের মধ্যস্থলে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে—নাদ, বিন্দু, মণিপীঠ—তাহার উপর ত্রিকোণাকার কামকলারূপে পরিণত হংস।

শিষ্য। এইবার সমস্তটি বুঝিতে পারিলাম। গুরু ও ইষ্টদেবতা যখন এক, তখন সকল দেবতা-উপাসকের গুরুধ্যান শ্বেতবর্ণ হয় কেন?

গুরু। সাত্ত্বিকাদি ভেদে সাধক তিন প্রকার। এইজন্য শুক্ল, রক্ত, নীলবর্ণ গুরুর ধ্যানের কথা তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন। তবে শুক্লবর্ণ গুরুধ্যানই সর্ব্ববাদীসম্মত। মতান্তরে দেখা যায় শাক্তের শ্বেতবর্ণ, শৈবের গৌরবর্ণ, সৌরের পীতবর্ণ, গাণপত্যের রক্তবর্ণ, বৈষ্ণবের কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ধ্যান করিতে হয়। এরূপ ধ্যান প্রচলিত নাই। শিবই সকলের গুরু। তিনি শ্বেতবর্ণ, গুরুও সেইজন্য শ্বেতবর্ণ। রক্তবর্ণ গুরুর কথা শুন—

তত্র হংসাখ্যপীঠে তু স্বগুরুং রক্তবর্ণকম্।

—কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা।

সহস্রারে গুরুং ধ্যায়েৎ সুরক্তং পদ্মলোচনম্।

—কৌলাবলী তন্ত্র

নীলবর্ণ

নীলাম্বরং নীলবিলেপযুক্তং শঙ্খাদিভূষং মুদিতং দ্বিনেত্রম্।

—বীরচূড়ামণি।

পীতবর্ণ

শ্রীগুরুপরমানন্দং চাক্ষমুদ্রালসৎকরম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্॥

—শিবতাণ্ডব।

গৌরবর্ণ

শ্বেতাম্বরধরং গৌরং শ্বেতাভরণভূষিতম্ ॥

—শ্যামারহস্য ।

এদিকে সাধনরাজ্যে চরম জ্যোতি শ্বেত জ্যোতি। সহস্রদল পদ্মটীও শুক্লবর্ণ, সেইজন্য গুরুগণ শিষ্যকে শুক্লবর্ণ গুরুধ্যান করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

শিষ্য। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী তাঁহারাও কি গুরু স্বীকার করেন ?

গুরু। হাঁ, করেন বৈ কি ! ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টস্ত্রিভুবনজঠরে সদ্‌গুরোর্জ্ঞানদাতুঃ
স্পর্শশ্চেত্তত্র কল্প্যঃ স নয়তি যদহো স্বর্ণতামশ্মসারম্ ।
ন স্পর্শত্বং তথাপি শ্রিতচরণযুগে সদ্‌গুরুঃ স্বীয়শিষ্যে
স্বীয়ং স্বাম্যং বিধত্তে ভবতি নিরুপমস্তেন বালৌকিকোঽপি ॥

—বেদান্তকেশরী

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই তিনলোকে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহা জ্ঞানদাতা সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যদি বল স্পর্শমণি পরশ-পাথর তাহার দৃষ্টান্ত হইবে, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করে। না— স্পর্শমণিও সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে বটে কিন্তু তাহা স্পর্শমণির সদৃশ আর একটী মণি করিতে পারে না। কিন্তু শিষ্য সদ্‌গুরুর চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলে গুরু তাহাকে নিজের সদৃশ করেন। এজন্য সদ্‌গুরুর কোন দৃষ্টান্ত নাই—অথবা তিনি অলৌকিক। গুরু আত্মরূপ বলিয়া সংসারের অতীত।

(শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় কৃত অনুবাদ)

শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্বং মথিতদুঃসহদ্বন্দ্বম্ ।
ভ্রান্তিগ্রহোপশান্তিং পাংসুময়ং যস্য ভাষিতমাতনুতে ॥

দেশিকবরং দয়ালুং বন্দেঽহং নিহতনিখিলসন্দেহং
যচ্চরণদ্বয়মদ্বয়মনুভবমুপদিশতি তৎপদস্যার্থম্ ।
সংসারদাবপাবকসন্তপ্তঃ সকলসাধনোপেতঃ
স্বাত্মনিরূপণনিপুণৈ র্বাক্যৈঃ শিষ্যঃ প্রবোধ্যতে গুরুম্ ॥

—স্বাত্মনিরূপণম্ ।

দুঃসহ শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিচয় বিদলনকারী শ্রীগুরুর সেই পদযুগল আমি বন্দনা করি—যাঁহার উক্তি আবর্জ্জনাময় ভ্রমরূপ গ্রহের উপশম করিয়া থাকে।

যিনি সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন সেই কারুণিক দেশিকবরকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার চরণদ্বয় অদ্বিতীয় অনুভব তৎপদের অর্থ উপদেশ দিয়া থাকে।

শরণং ন ভবতি জননী ন পিতা ন সুতা ন সোদরা নান্যে ।
পরমং শরণমিদং স্যাচ্চরণং মম মূর্দ্ধ্নি দেশিকন্যস্তম্ ॥
আস্তে দেশিকচরণ নিরবধিরাস্তে তদীক্ষণে করুণা ।
আস্তে কিমপি তদুক্তং কিমতঃপরমস্তি জন্মসাফল্যম্ ॥
কারুণ্যসারসান্দ্রাঃ কাঙ্ক্ষিতবরদানবিশেষাঃ ।
শ্রীগুরুচরণকটাক্ষাঃ শিশিরাঃ শময়ন্তি চিত্তসন্তাপম্ ।
গুরুকরুণয়ৈব নাবা প্রাক্তনভাগ্যানুকূলমারুতয়া ।
দুঃসহদুঃখতরঙ্গৈস্তুঙ্গঃ সংসারসাগরস্তীর্ণঃ ॥

—স্বাত্মনিরূপণম্ ।

জননী ত্রাণকর্ত্রী হন না, পিতা রক্ষাকর্ত্তা হন না—কন্যা নহে, সহোদরা নহে এবং অপর কাহারাও পরিত্রাণকর্ত্তা হয় না—কিন্তু আমার মস্তকে

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক গুরুর দ্বারা স্থাপিত এই চরণদ্বয়ই আমার পরম পরিত্রাণকর্ত্তা হইবে।

গুরুর পাদপদ্ম আমার সহায় আছে, তাঁহার নয়নের সেই অপার করুণা আমার অবলম্বন আছে এবং তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বাক্য আমার পরিপোষক আছে—ইহা অপেক্ষা জীবনের আর কি সফলতা আছে?

কারুণ্যরসে ঘনীভূত, অভীষ্ট বরপ্রদানে কল্পতরু-কল্প সেই গুরুর শীতল চরণ-কটাক্ষ সমস্ত মনোবেদনা উপশমিত করিয়া দেয়।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যরূপ অনুকূল বায়ুবিশিষ্ট কৃপারূপ নৌকার দ্বারাই অতি উচ্চ, অসহ্য, দুঃখ-তরঙ্গময় সংসারসাগর পার হইলাম।

যদ্বৎ শ্রীখণ্ডবৃক্ষপ্রসৃতপরিমলেনাভিতোঽন্যেঽপি বৃক্ষাঃ
শশ্বৎ সৌগন্ধভাজোঽপ্যতনু তনুভৃতাং তাপমুন্মুলয়ন্তি।
আচার্য্যাল্লব্ধবোধা অপি বিধিবশতঃ সন্নিধৌ সংস্থিতানাম্
ত্রেধা তাপঞ্চ পাপং সকরুণহৃদয়াঃ স্বোক্তিভিঃ ক্ষালয়ন্তি ॥

—বেদান্তকেশরী।

সদ্গুরুর নিকট অবস্থান করিলেই শিষ্য কৃতার্থ হয়, উপদেশের কথা আর কি বলিব; ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। "যথার্থ চন্দনবৃক্ষ হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহার দ্বারা চারিপার্শ্বস্থিত অন্যবৃক্ষসকল সুগন্ধযুক্ত হয় এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে—সেইরূপ করুণহৃদয় শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের কথার দ্বারা সমীপবর্ত্তী সকল লোকের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ ও পাপ উন্মূলিত করে।"

—বেদান্তকেশরী।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এইসব উক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না?

গুরু। না বাবা, গুরু-কৃপাই তো অদ্বৈত জ্ঞানের মূল। সে মূল ত্যাগ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আরও শুন তাঁহারই বাণী—

গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তগুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতেরেবৈষ নিশ্চয়ঃ।
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥

—সারতত্ত্বোপদেশ।

গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, মুমুক্ষুগণ তাঁহার সেবা ও বন্দনা করিবেন। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদর্শী কৃতজ্ঞ শিষ্য কখন গুরুর উদ্বেগ উৎপন্ন করিবে না। যতদিন পরমায়ু থাকিবে মন, কর্ম্ম ও বাক্যের দ্বারা বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরকে প্রণাম করিবে—ইহা শ্রুতির নিশ্চিত উপদেশ।

সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে না। ক্রিয়াতে অদ্বৈতবুদ্ধি করিলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে না। তিনলোকে অদ্বৈত বুদ্ধি রাখিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতভাব রাখিবে না। গুরু ও শিষ্য এক হইলে কখনও জ্ঞানলাভ হইবে না। বুঝিলে বাবা? জ্ঞানী শব্দের অর্থ গুরু-ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য নাস্তিক নয়, অদ্বৈতবাদ-প্রচারক ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বাণী—"যতদিন পরমায়ু থাকিবে ততদিন গুরু-বেদান্ত-ঈশ্বরকে প্রণাম করিবে।"

শ্রীভগবান্ রামানন্দাচার্য্য বলিয়াছেন—

পৌরুষিকসুনিষ্ঠাস্তু হরিঃ স্বাতন্ত্র্যমৈক্ষ চ।
কৃপাপ্রচুরমাচার্য্যং মত্তোপায়মবস্থিতাঃ।

—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর।

পুরুষকার নিষ্ঠাবান্ মুমুক্ষু পরমাত্মা হরির স্বতন্ত্রতা অবলোকন করিয়া পরম কৃপালু আচার্য্যকে উপায় বুঝিয়া অর্থাৎ 'আমার পারলৌকিক সমস্ত ক্রিয়াসাধ্য ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ফল আচার্য্যই সাধন করিবেন' ইহা মনে করিয়া আচার্য্যমাত্রে নিষ্ঠাবান্ হইয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করে।

শিষ্য। তাহা হইলে প্রপন্নভক্তগণ গুরুকে আশ্রয় করিয়া উদ্বেগশূন্য হন ?

গুরু। শুধু প্রপন্ন-ভক্ত কেন মানুষ মাত্রেরই ততকাল উদ্বেগ থাকে যাবৎ সদ্গুরুলাভ না হয়। গুরুলাভ হইলে সে ইহ-পরকালের সমস্ত ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কোনরূপে গুরুদেবের সম্পত্তি হইতে পারিলেই পরমানন্দলাভ অনিবার্য্য। যাঁহার সম্পত্তি তিনি রক্ষা করিবেন, এই ভাবিয়া শরণাগত ভক্ত হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাঁহার আর কোন ভাবনা থাকে না।

শিষ্য। 'সম্পত্তি হইতে পারিলে'—ইহার অর্থ কি ?

গুরু। এ প্রসঙ্গে একটী ঘটনা মনে হইল। কোন গ্রামে এক ভক্ত বাস করিতেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দেবভক্তি লাভ করিয়া তিনি দেশমান্য হন। কোন নরদেহধারী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিবার জন্য ভক্তবর অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াও নিজেকে অকৃতার্থ, রক্ষকহীন মনে করিতেন। নররূপধারী শ্রীভগবান গুরুদেব 'আমার শিষ্য অমুক' বলিয়া যাহার উপর মমত্ব স্থাপন করিয়াছেন সেই-ই ধন্য। তিনি গুরুদেবের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই। গুরুদেবের সম্পত্তি গুরুদেবই রক্ষা করিবেন বলিয়া একেবারে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া যান। এইরূপ চিন্তা করত তিনি কোন সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুরুদেবের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা গুরুর নিকট অবস্থান করিতেন। গুরুদেব আদেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া

আদিষ্ট-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাখিতেন। গুরুমহারাজ নবাগত শিষ্যের সেবায় অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল সন্তুষ্ট নয়, শিষ্য গুরুদেবকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন—তিনি একদণ্ড নিকটে না থাকিলে গুরুজী তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। এইরূপ ছয়মাস-কাল গুরুসেবা করিয়া ভক্ত বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। ভাল করিয়া জানিবার জন্য একদিন সন্ধ্যাকালে গুরুদেবকে না বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া গুরুজী অন্যান্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হাঁ বাবা, তোমরা জান আমার সেই নূতন শিষ্য অমুক কোথায় গিয়াছে?" কেহই বলিতে পারিলেন না। গুরুমহারাজ তাঁহার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাতে ভক্তবর আশ্রমে আসিলে অন্যান্য শিষ্যগণ বলিলেন, "তুমি কাল কোথায় গিয়াছিলে? গুরুদেব তোমাকে কত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—বারবার 'আমার সে শিষ্য কোথায় যাইল' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

ভক্ত গুরুদেব 'আমার শিষ্য' বলিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিলেন।

গুরুদেব সেই সহজানন্দ শিষ্যকে সহাস্যে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল কোথায় গিয়াছিলে? আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমার সে শিষ্য কোথায়,' কেহ বলিতে পারিল না।"

শিষ্য বলিলেন, "দেব! আমি এতদিনে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইলাম, আপনি আমার উপর মমত্ব স্থাপন করিয়াছেন, আপনার সম্পত্তি হইয়া গিয়াছি—এবার আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার। জীবনের অবশিষ্ট কাল আনন্দ করিয়া বেড়াইব" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলেন—নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। গুরুমহারাজ এ ভক্তের

কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন; যদি গুরুদেব দেশপ্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হন, এইজন্য ইনি আপনার পরিচয় দেন নাই। গুরুদেব তাঁহার কথা শ্রবণ করত অতীব প্রীত হইলেন—পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের আদেশ করিলেন। শুনিলে বাবা সম্পত্তি হইবার কথা?

শিষ্য। সত্যই তো, কোনরূপে একবার গুরুদেবের সম্পত্তি হইতে পারিলে আর ভাবিবার কিছু থাকে না। কি সুন্দর কথা!

গুরু। আজ তোমায় অদ্বৈতবাদী বিদ্বদ্বর্য্য নরহরির বোধসার হইতে তাঁহার গুরুভক্তির কথা বলিব।

শ্রীগুরূন্ পরমানন্দস্বরূপানভিবাদয়ে।
তাপত্রয়াপহা যেষাং কৃপা ব্রহ্মামৃতপ্রপা ॥ ১

যাঁহার কৃপা ত্রিতাপনাশিনী ব্রহ্মামৃত জলাধারস্বরূপ, সেই পরমানন্দস্বরূপ গুরুকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১

মদমোহাভিধক্রূরমধুকৈটভজিষ্ণবে।
মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসায় নমঃ শ্রীগুরুবিষ্ণবে ॥ ২

যিনি মদ মোহনামক নিষ্ঠুর মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে জয় করিয়াছেন, আমি সেই মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসস্বরূপ শ্রীগুরুবিষ্ণুকে প্রণাম করি।

গুণৈর্গৌরবমায়াতা হরিব্রহ্মহরাস্ত্রয়ঃ।
গুণাতীততয়াস্মাকং গুরবো গুরুতাং গতাঃ ॥ ৩

হরি, ব্রহ্মা, হর তিনগুণের দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন, আর আমাদের গুরু গুণত্রয়ের অতীতত্বহেতু গুরুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুরান্তকো হরো রুদ্রঃ কংসকেশিহরো হরিঃ।
চণ্ডমুণ্ডহরা চণ্ডী সর্ব্বদ্বন্দ্বহরো গুরুঃ ॥ ৪

রুদ্র ত্রিপুরান্তককারী, হরি কংস-কেশিনাশন, চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী

আর আমার গুরুদেব সমস্ত দ্বন্দ্ব বিনাশ করিয়াছেন।

যচ্ছন্তি দেবতাস্তুষ্টা ধনমায়ুঃ সুতং যশঃ।
জ্ঞানং কে নাম দাস্যন্তি বিনা শ্রীগুরুপাদুকাম্ ॥ ৫

দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া ধন, আয়ুঃ, পুত্র, যশঃ প্রভৃতি দেন কিন্তু শ্রীগুরুদেবের পাদুকা ভিন্ন আর কে জ্ঞান দিতে পারেন?

জয়তি চ শ্রীগুরূণাং চরণাব্জরজোগুণঃ।
হতাস্ত্রয়ো যদেকেন রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ ॥ ৬

শ্রীগুরুদেবের চরণকমলের রেণু-গুণ জয়যুক্ত হউক, যেহেতু একমাত্র সেই চরণরেণু শিষ্যের রজঃ-সত্ত্ব-তমো তিনগুণকে নিহত করিয়াছে।

তার্য্যা বয়ং তরির্বোধস্তরণীয়ো ভবার্ণবঃ।
তং কর্ণধাররূপেণ তারকং শ্রীগুরুং ভজে ॥ ৭

আমরা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী, জ্ঞানতরণী তাহার কর্ণধার তারকব্রহ্ম প্রণবস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে ভজনা করি।

তারকস্যোপদেশেন গুরুর্ভূত্বা বিমুক্তিদঃ।
কাশ্যামপীশ্বরস্তস্মাদীশ্বরাদধিকো গুরুঃ ॥ ৮

কাশীধামে মহেশ্বরও তারকব্রহ্ম প্রণবের উপদেশ দান করত গুরু হইয়া মুক্তিদান করেন। সেই হেতু গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গুরোরনুগ্রহাদীশ ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ গুরুঃ।
শ্রীগুরোর্দর্শনং হেতুঃ পরন্ত্বীশ্বরদর্শনে ॥ ৯

গুরুদেবের অনুগ্রহে ঈশ্বরলাভ হয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে গুরুলাভ হয়—কিন্তু ঈশ্বরদর্শনে শ্রীগুরুদর্শন হেতু হন—এইজন্য গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বহেতুত্বাদ্ধেতুঃ সংসারমোক্ষয়োঃ!
মোক্ষস্যৈব গুরুস্তস্মান্নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ১০

ঈশ্বর সমস্তের হেতু বলিয়া সংসার ও মোক্ষের হেতু। গুরু একমাত্র মোক্ষের কারণ, সেইজন্য গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই।

বিনাপি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গুরুমাহাত্ম্যতঃ কিল।
বিমুক্তির্যত্র কুত্রাপি ন কাশ্যাং গুরুণা বিনা ॥

ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ব্যতীত ও গুরুমাহাত্ম্যগুণে যে কোন স্থলে মরণে মোক্ষ হয়—কাশীতে গুরু বিনা মুক্তি হয় না।

ক্ষম্যতামিতি কিংবাচ্যং প্রসীদেতি কিমুচ্যতাম্।
ক্ষমাপ্রসাদসম্পূর্ণস্বভাবাদেব মে গুরুঃ ॥

'তুমি আমায় ক্ষমা কর' ইহা আমি কি বলিব 'প্রসন্ন হও' ইহাই বা কি বলব যেহেতু আমার গুরুদেব স্বভাবতই ক্ষমা ও প্রসাদে যুক্ত।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদীগণের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল ছিল; আমি মনে করিতাম তাঁহারা গুরু, ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্তু আজ আপনার কথায় বুঝিতে পারিলাম তাঁহারা পরম ভক্ত।

গুরু। তোমাকে জ্ঞানেশ্বর মহারাজের কথা বলিব বলিয়াছিলাম, শুন। জ্ঞানেশ্বরজীর পিতার নাম বিট্টলপন্ত। তিনি বাল্যকাল হইতেই পরম বৈরাগ্যবান ছিলেন। বিবাহ করিয়া শ্বশুরের আগ্রহে শ্বশুরবাড়ী আলন্দীতে থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত সংসারে ছিল না। স্ত্রীর সহিত গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় না, তজ্জন্য কৌশল করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইব বলিয়া অনুমতি লইয়া ৺কাশীধামে গমন করত শ্রীমদ্ রামানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহার নাম 'চৈতন্যাশ্রম' রাখেন।

পরে তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে স্বামীজী আলন্দী আসেন। বিট্টলপন্তের স্ত্রী রুক্মিণীবাই অন্যান্য সাধুদর্শনার্থিগণের সহিত রামানন্দস্বামীকে দেখিতে যান, তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলে স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করেন 'পুত্রবতী ভব'।

তাহা শুনিয়া রুক্মিণীবাই হাস্য করেন। স্বামীজী হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। স্বামীজী ইহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারেন চৈতন্যাশ্রম ইহার স্বামী। তিনি কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া বিট্টলপন্তকে আদেশ করেন—"তুমি স্ত্রীর অনুমতি না লইয়া আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার ভাল হইবে। ইহা ভগবানের আদেশ—তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন।" তারপর তিনি আলন্দীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। রুক্মিণীদেবীর গর্ভে তিন পুত্র, এক কন্যা হয়। প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ, দ্বিতীয় জ্ঞানেশ্বর, তৃতীয় সোপানদেব, কন্যার নাম মুক্তাবাই। দুই বৎসর অন্তর চারিজনের জন্ম হয়।

নিবৃত্তিনাথের যখন বয়স সাত বৎসর সেই সময় ইহার উপনয়নের জন্য পিতামাতার অত্যন্ত চিন্তা হয়। তিনি অনেক শাস্ত্রজ্ঞের কাছে গমন করেন কিন্তু সন্ন্যাসীর পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা কোথাও পাইলেন না। বিট্টলপন্ত নিরাশ হইয়া যান, পরে ত্র্যম্বকেশ্বর গমনপূর্ব্বক মধ্যরাত্রিতে কুশাবর্ত্ততীর্থে স্নান করত ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করেন। একদিন এক ব্যাঘ্রকে দেখিয়া নিবৃত্তিনাথ পিতার সঙ্গভ্রষ্ট হইয়া পথ ভুলিয়া যোগীরাজ গৈনীনাথের গুহায় উপস্থিত হন। ঐ সময় গৈনীনাথ ইহাকে পরম উপদেশ দান করেন! পরমগুরু গোরক্ষনাথও সেই সময় তথায় ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ যোগানুভব, অদ্বয়ানন্দ, বৈভব এবং কৃষ্ণভক্তি রসায়ন লাভ করিয়া জ্ঞানেশ্বরকে দেন। পরে জ্ঞানেশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য তাহা প্রচার করিয়াছিলেন।

শেষে সমাজ হইতে বিট্টলপন্তের এই ব্যবস্থা হয় যে, সন্ন্যাসী হইয়া পুনরায় গৃহস্থ হওয়ায় যে পাপ হইয়াছে, দেহত্যাগই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। তিনি তজ্জন্য প্রস্তুত হন। রুক্মিণীবাইও তাঁহার অনুগমন করেন। উভয়ে

প্রয়াগে যাইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ত্রিবেণীসঙ্গমে জলসমাধি গ্রহণ করেন।

ইঁহাদের দ্বিতীয়পুত্র জ্ঞানেশ্বরের জন্ম সংবৎ ১৩৩২ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রিতে হইয়াছিল। ইঁহার আট বৎসর বয়সের সময় মাতাপিতা দেহত্যাগ করেন। বাল্যকালেই ইঁহারা মাতৃপিতৃহীন হন। ভিক্ষার দ্বারা ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং ভগবদ্ভজন, ভগবৎকীর্ত্তন, ভগবৎ চর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করিতেন। ইঁহারা উপনয়নের জন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করেন, তাঁহারা বলেন—"তোমরা পৈঠন হইতে ব্যবস্থা লইয়া আইস। তথাকার ব্রাহ্মণগণ যদি ব্যবস্থা দেন্ তাহা হইলে আমরা তোমাদের উপনয়ন দিব।" অনন্তর উঁহারা ভগবন্নামকীর্ত্তন করিতে করিতে পৈঠন যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় ইঁহাদের জন্য ব্রাহ্মণগণ এক সভা করেন—তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে ইঁহাদের শুদ্ধি আর কোনরূপে হইতে পারে না, একমাত্র উপায়—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ লৌকিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥

ঐ ব্যবস্থায় চারি ভাই-ভগ্নীতে সন্তুষ্ট হইলেন। নিবৃত্তিনাথ বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে।" সোপানদেব ও মুক্তাবাই বলিলেন, "ইহা বড় আনন্দের কথা।" জ্ঞানেশ্বর গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আপনারা যাহা বলিলেন উহা আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম।"

শিষ্য। গুরুদেবের আদেশে বিট্ঠলপন্ত সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার অপরাধ কি? সেই মহাপুরুষ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্য দেহ-ত্যাগ করিলেন তথাপি তাঁহার বালকপুত্রগণের কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রজ্ঞগণ করিতে পারিলেন না। হৃদয়বান্ কোন শাস্ত্রজ্ঞ সেস্থানে থাকিলে অবশ্যই ইঁহাদের উপনয়নে ব্যবস্থা দিতেন।

গুরু। বাবা! ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র, সন্ন্যাসী যদি পুনরায় বিষয়ী হন, তাঁহাকে বান্তভোজী অর্থাৎ বমনভোজনকারী বলেন। যিনি শিখা-সূত্রত্যাগী তাঁহার পুত্রের উপনয়নের কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই।

শিষ্য। মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বাঙ্‌লা দেশ অনেক ভাল দেখিতেছি। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আদেশে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র হয়, সন্ন্যাসীর পুত্র বলিয়া কোন কথাই উঠে নাই। দেবতার মত এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ সকলের নিকট পূজিত হইতেছেন।

গুরু। এদেশবাসী মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও নিত্যানন্দ প্রভুকে অনন্তদেবের অবতার বলিয়া জানেন বলিয়া কোন কথা বলেন নাই।

তারপর উঁহারা সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় কোন দুষ্ট লোক রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তোমার নাম কি?" জ্ঞানদেব বলেন,— "জ্ঞানদেব।" সেস্থানে একটী মহিষ ছিল, তাহাকে দেখাইয়া সে বলে, "এখানে তো এই জ্ঞানদেব সমস্ত দিন বেচারা জ্ঞানের বোঝা বহন করে বেড়ায়, বলতো দেবতা আপনি কি এইরূপ জ্ঞানদেব?" তদুত্তরে জ্ঞানদেব বলেন, "হাঁ, হাঁ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এতো আমার আত্মা, ইহাতে আমাতে কোন ভেদ নাই।" এইকথা শুনিয়া আরও রঙ্গ করিবার জন্য কোন ব্যক্তি সেই মহিষের পৃষ্ঠে সটাসট্ করিয়া দুইবার বেত্রাঘাত করিয়া জ্ঞানদেবকে জিজ্ঞাসা করে, "এই আঘাত নিশ্চয় তোমায় লাগিয়াছে?"

জ্ঞানদেব "হাঁ" বলিয়া আপনার পৃষ্ঠদেশ দেখাইলেন—তাহাতে প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। এ ব্যাপার সন্দর্শনেও উহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না।

একজন ব্রাহ্মণদেবতা বলিলেন, "এই মহিষ যদি তোমার ন্যায় হয়, তাহা হইলে তুমি যেমন জ্ঞানের কথা বলিতেছ, একে বলাও।"

জ্ঞানদেব মহিষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। মহিষ প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক

বেদমন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সহস্র-সহস্র ব্রাহ্মণ ও গ্রামবাসীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহিষের মুখে একপ্রহরকাল বেদধ্বনি শ্রবণ করতঃ চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন।

সকলে বুঝিতে পারিলেন, এ বালক সাধারণ মনুষ্য নহেন—কোন মহাত্মা, শ্রীভগবানের বিভূতি। সকলে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া জয় জয়কার দিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদেব ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, "এ সমস্তই আপনাদের চরণের গুণ —আমি ত এক ক্ষুদ্র বালক।" ইহারা সকলে প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

আর একদিবস এক ব্রাহ্মণের বাটীতে শ্রাদ্ধদিনে জ্ঞানেশ্বর 'আগন্তব্যম্' বলিয়া আবাহন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ সশরীরে আগমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করেন। এইরূপ ইঁহার অদ্ভূত সামর্থ্য ও বিনয় দেখিয়া পৈঠনবাসীগণ মুগ্ধ হইয়া যাইলেন। ইঁহার নিকট আসিয়া ভগবন্নামকীর্ত্তন ও ভগবৎ কথা শ্রবণ করিতেন।

ব্রাহ্মণগণ অতিনম্রতার সহিত শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দেন। ইহার পর কিছুদিন চারি ভাই ভগ্নী তথায় অবস্থানপূর্ব্বক গোদাবরীতে স্নান, বেদান্তচর্চ্চা; ভগবন্নামকীর্ত্তন, পুরাণপাঠ ও পৈঠনবাসীগণকে ভগবদ্ভক্তির মার্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐসময় জ্ঞানেশ্বর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্য, যোগবাশিষ্ঠ, রামায়ণ; শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থসকল আলোচনা করেন এবং তাঁহার রচিত জ্ঞানেশ্বরী প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকা ঐস্থানে লিপিবদ্ধ করেন।

এই প্রকারে কিছুদিন পৈঠনবাসীগণকে আপনার সংসর্গ লাভ করাইয়া, ব্রাহ্মণগণপ্রদত্ত শুদ্ধিপত্র ও বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী মহিষকে সঙ্গে লইয়া উহারা তথা হইতে প্রস্থান করেন। আলেংনামক স্থানে ঐ মহিষের সমাধি দিয়া,

ব্রহ্মচর্চ্চা করিতে করিতে আনন্দিত মনে সকলে পদব্রজে নেবাগ্রামে উপস্থিত হন।

জ্ঞানেশ্বর সচ্চিদানন্দ নামক এক ব্যক্তিকে প্রাণদান করেন। স্বামী স্ত্রীতে উঁহারা ভক্ত হইয়া যান। ঐস্থানে জ্ঞানেশ্বর 'জ্ঞানেশ্বরী' গীতাভাষ্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, সচ্চিদানন্দ লিপিবদ্ধ করিতেন।

তথা হইতে ইঁহারা আলন্দী গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই ইঁহাদের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যকথা আলন্দীবাসীগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাদরে চারি ভ্রাতা ভগ্নীকে গ্রহণ করেন।

পুনরায় জ্ঞানেশ্বর ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত নেবাগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সদ্‌গুরু নিবৃত্তিনাথের সম্মুখে স্বানুভূত গীতাভাষ্য বলিতে আরম্ভ করেন। সচ্চিদানন্দ লিখিতে থাকেন।

এই সময় নিবৃত্তিনাথের বয়স ১৭ বৎসর, জ্ঞানেশ্বরের ১৫ বৎসর, সোপানদেবের ১৩ বৎসর ও মুক্তাবাইর বয়স ১১ বৎসর মাত্র। জ্ঞানেশ্বর এই বাল্যাবস্থায় যে যে চমৎকার দেখাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে সকালের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই গীতাভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' যাহা তিনি পনের বৎসর বয়সে বলিয়াছিলেন। গীতার উপর অনেক ভাষ্য আছে, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট ভাষ্য আর দ্বিতীয় নাই। সংবৎ ১৩৪৩ গীতাভাষ্য-প্রণয়ন সম্পূর্ণ হয়।

ইহার পর জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, মুক্তাবাই এবং বিসোবা খেচর, গোরা কুমার, চোখামেলা, নরহরি সোনার প্রভৃতি অন্য অনেক সন্তের সহিত তীর্থযাত্রা করেন। প্রথমে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ পণ্ঢরপুর যাইয়া বিট্‌ঠল ভগবান্‌কে দর্শন করেন, পরম বিট্‌ঠলভক্ত নামদেবের সহিত পরিচয় হয়। তদনন্তর নামদেবকেও সঙ্গে লইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতঃ অনেককে অনেক

চমৎকার (বিভূতি) দেখান এবং জ্ঞানোপদেশ দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যকে উদ্ধার করেন।

উজ্জয়িনী, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা, গিরণার প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করতঃ পণ্ঢরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পৈঠন প্রভৃতি স্থানে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অনেক অনেক চমৎকার দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য চারি ভ্রাতাভগ্নীর যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী সমস্ত প্রকার ভগবদ্ভক্ত এবং যতি, যোগী সাধকগণ ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে থাকেন। ঐ সময় চৌদ্দশত বর্ষজীবি মহাযোগী মহাযশঃসম্পন্ন চাঙ্গবটেশ্বর বা চাঙ্গাদেব জ্ঞানেশ্বর মহারাজের শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যের হস্তে যে পৈষষ্ঠী ও বিত্ত লিখিয়া পাঠান তাহা 'চাঙ্গদেব পৈষষ্ঠী' নামে বিখ্যাত। চাঙ্গদেব মুক্তাবাই এর নিকট দীক্ষিত হন, মুক্তাবাই ইঁহাকে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন।

একুশ বৎসর তিন মাস পাঁচদিন বয়সকালে ১৩৫৩ সংবতে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীর দিন জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জীবিত সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে জ্ঞানেশ্বর মহারাজের জীবনচরিত তোমায় বলিলাম। ২২ বৎসরের মধ্যে তিনি যাহা জগৎকে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন এরূপ আর কেহ দেখান নাই।

শিষ্য। তিনি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা নচেৎ অত অল্পবয়সে যোগ ও জ্ঞানের চরম সীমায় কিরূপে উপনীত হইবেন? অন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও মুক্তাবাইও তাঁহারই মত শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া মনে হয়।

গুরু। মহারাষ্ট্র দেশে প্রসিদ্ধ আছে—

জ্ঞানেশো ভগবান্ বিষ্ণুর্নিবৃত্তির্ভগবান্ হরঃ।
সোপানো ভগবান্ ব্রহ্মা মুক্তাখ্যা ব্রহ্মচিৎকলা ॥

জ্ঞানেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু, নিবৃত্তিনাথ ভগবান্ শঙ্কর, সোপানদেব ভগবান্ ব্রহ্মা, মুক্তা চিৎকলা।

শিষ্য। যাহা শুনিলাম সত্যই তাই, ইঁহারা সামান্য মানব নহেন।

গুরু। অতঃপর তোমাকে 'জ্ঞানেশ্বরী' হইতে জ্ঞানেশ্বরের গুরুভক্তির কথা কিছু শুনাইব।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বার বার বলিয়াছেন, "শ্রীগুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন আত্মজ্ঞানের অন্য সমস্ত সাধন বৃথা। আর গুরুদেবের প্রসন্নতাই একটী এমন সাধনা যে তাহার দ্বারা অন্য সকল সাধনা সিদ্ধ হয়।

গৃহত্যাগ, ভস্মধারণ, জটাভার, জপ-তপ, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান, বেদ শাস্ত্রাধ্যয়ন আদি সব সাধন আছে কিন্তু যতদিন না সদ্‌গুরুর পদ্মহস্ত মস্তকের উপর স্পর্শ হয় ততদিন পর্য্যন্ত সুখলাভ হয় না।"

অন্যত্র নিবৃত্তি-ধর্ম্মের কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

"হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিলে—এই দৃষ্টির উপর পরদা পড়িয়াছিল। বিষয়গ্রন্থিতে আমি বন্দী ছিলাম ও উহাতে বিহ্বল হইয়াছিলাম। দৃষ্টি এমন অন্ধ হইয়াছিল এতদিন আমি বাহির হইবার জন্য চাহিতেছি, তারপর দৈবযোগে একমাত্র কৃপালু নিবৃত্তিনাথ মিলিয়া গিয়াছে। নিবৃত্তির ধর্ম্ম জাগ্রত হইয়াছে, নয়ন হইতে যবনিকা অপসৃত হইয়াছে, জ্ঞানের আত্ম-বোধ হইয়াছে, সমস্ত বিজ্ঞানময় হইয়া গিয়াছে। সদ্‌গুরুরূপ মাতা তিনলোকে বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য অদ্বৈতভাবের দিব্য দৃষ্টি দিয়াছেন। উহাতে আর দ্বৈত কোথাও নাই। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, 'জ্ঞানাঞ্জন কী ছায়া হই' চিৎস্বরূপ দীপক দেখিয়াছি, তাহাতে দেহ-মন শান্ত হইয়া গিয়াছে। এই দান যে নিবৃত্তিনাথ দিয়াছেন ইহার স্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। দেহদৃষ্টি চলিয়া

গিয়াছে, দেহ বিলীন হইয়া গিয়াছে, আর বিদেহবৃত্তি স্ফুরিত হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রকট হইয়াছে, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা বিলীন হইয়া গিয়াছে, দৃশ্য তদাকার হইয়াছে, মমতা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, প্রপঞ্চ কিছুমাত্র নাই। একাকার বৃত্তি হইয়াছে, 'আমি-আমার' আর কোথাও নাই। সদ্গুরুবোধে উপরতি হইয়াছে 'ওহঁা প্রকৃতি সঞ্চরিত থী' ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য শুদ্ধপথের যষ্টি তিনি আমায় দিয়াছেন। ঋষি-মুনি বেদমার্গে গমন করিয়াছেন, ঐ পথে আমিও চলিতেছি। বিষয়ান্ধ এ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে না, এইজন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। 'সর্ব্বভূতে শ্রীহরিকে দেখো' এই বলিয়া নিবৃত্তিনাথ রামকৃষ্ণ মন্ত্রের দ্বারা আমার সমস্ত অঙ্গ প্রোক্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র হরিরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন।"

জ্ঞানেশ্বরীর উপোদ্ঘাতে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ গুরুদেবের এই প্রকারে চিন্তা করিয়াছেন।

সদ্গুরু আমার হৃদয়ে আছেন, যাঁহার কৃপায় আমি সংসারসাগর পার হইয়াছি, এইজন্য উহার স্থান বিবেকের উপরে। সদ্গুরু আমার এরূপ মিলিয়াছে যেমন কাহারও নেত্রের এরূপ অঞ্জন মিলে যাহাতে দৃষ্টি খুলিয়া যায়, আর গুপ্তধন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা যাহার দ্বারা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয় এমন চিন্তামণি হস্তে আসিয়াছে। জ্ঞানদেব বলিতেছেন, "শ্রীনিবৃত্তিনাথ এইরূপ পূর্ণকাম। এইজন্য যিনি বিবেচক হইবেন তাঁহার গুরু করা উচিত, উহার দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন—যেমন বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখাপল্লব স্বতঃই প্রফুল্লিত হয়।"

অন্যত্র বলিয়াছেন—"হে নিবৃত্তিনাথ, তোমায় প্রণাম করিয়া আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি।"

এক অভঙ্গে বলিয়াছেন—"পৃষ্ঠের উপর যখন শ্রীগুরু আছেন তখন আর কি কথা আছে? যিনি স্বয়ং রাজকন্যা তাঁহার ভিক্ষা মাগিবার কি প্রয়োজন? তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয়। কল্পতরুর নিম্নে যিনি বসিয়া আছেন

তিনি কম কিসে? (জ্ঞানদেব বলিতেছেন) আমি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি, শ্রীগুরুকৃপায় আমি সত্যই তরিয়া গিয়াছি।"

একস্থানে বলিয়াছেন, "আর কি, যাহার উপর শ্রীসদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টি হয়, যাহার মস্তকে তাঁহার বরদহস্ত স্পর্শ হয় সে জীব হইলেও শিবের সমত্ব লাভ করে।"

অন্যস্থানে বলিয়াছেন—"হে শুদ্ধ, হে উদার, হে প্রসিদ্ধ, হে অখণ্ড, আনন্দবর্ষণকারিন্, তোমার জয় হউক। বিষয়রূপ সর্প যাহাকে গ্রাস করে, তাহার আর উত্থানশক্তি থাকে না। কিন্তু তোমার কৃপাদৃষ্টিতে বিষয়-বিষধরও নির্ব্বিষ হইয়া যায়। তাপ তখন কাহাকে তাপিত করিতে সমর্থ হয়, শোক কাহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে, যখন তুমি প্রসাদরূপ কল্লোল উৎপন্ন কর?

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'আচার্য্যোপাসনম্' এই পদের উপর জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলিয়াছেন—"গুরুস্থান যেদেশে ঐদেশ উহার হৃদয়ে অবস্থান করে যেমন বিরহী সর্ব্বদা আপনার প্রাণপতির চিন্তা করে।"

শিষ্য হৃদয়শুদ্ধির পরম শুচিদেশে আনন্দের দেবালয়ে শ্রীগুরুবিগ্রহ এই ধ্যানামৃতের দ্বারা অভিষেক করে।

কখন গুরুকে আপন ভক্তিবলে মাতৃরূপে পরিণত করিয়া স্তন্যপানের আনন্দ অনুভব করে এবং বক্ষঃস্থলে শিশুর মত লোটপাট করে।

অথবা চৈতন্য-তরুতলে গুরুদেবকে কামধেনুরূপে ভাবনা করতঃ আপনি বৎস হইয়া স্তন্যপান করিয়া থাকে।

অথবা কখন এরূপ ধ্যানে মগ্ন হয় কি গুরুকৃপারূপ স্নেহ-সলিলে মৎস্য হইয়া ডুবিয়া আছে।

অথবা কখন গুরুদেবকে পক্ষিণীরূপে কল্পনা করিয়া উহার চঞ্চু হইতে চঞ্চু দ্বারা তৃণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অথবা 'কভী গুরুকো ভবসমুদ্রমে স্বয়ং তৈর্ কর্ শিষ্যকো তার্‌ণেবালা

তরণ তারণ সমঝ কর্ উসকো কমরসে লিপট জাতা হৈ।'

ইহা সদ্গুরুর ধ্যানের অন্তর্ভোগ, ব্রহ্মসেবা এই প্রকার, আর গুরুভক্তের এই প্রকার উৎকণ্ঠা থাকিবে কি? না, আমি গুরুর সমস্ত পরিবার হইয়া উহার সেবা করিব। আমি শ্রীগুরুদেবের ভবন হইব, দ্বার হইব, দ্বারপাল আমি হইব, আমি ছত্র এবং ছত্রধারী হইব, আমি গুরুদেবের চামরব্যজন-কারী, দীপপ্রদর্শক এবং তাম্বুলদাতা হইব।

আমি গুরুদেবের আসন, বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনাদি উপহার হইব।

আমি পাক করিয়া গুরুকে পরিবেশন করতঃ ভোজন করাইব, আমি শয্যা পরিষ্কার করতঃ পাতিয়া দিব এবং আমি উঁহার পদসেবা করিব।

গুরুদেব স্নেহপূর্ব্বক যে যে রূপ দর্শন করিবেন সেই সব রূপ আমি হইব।

উঁহার রসনার যে যে রসে রুচি, আমি সেই সব রস হইব এবং গন্ধ হইয়া তাঁহার ঘ্রাণসেবা করিব।

এইরূপ আমি প্রত্যেক পদার্থ হইয়া দেহ এবং মনের দ্বারা সমস্ত গুরু-সেবা আপনি আপনার হাতে করিব।

যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এই প্রকার করিব, পরে মরণের পরও শ্রীগুরুচরণ হইতে আমি স্বতন্ত্র থাকিব না।

এই শরীরের পার্থিবাংশ ঐ মাটীতে মিশাইয়া দিব যে মৃত্তিকার উপরে শ্রীসদ্‌গুরুচরণ অঙ্কিত হইবে।

আমার স্বামী আপনি আনন্দ সহকারে যে জল স্পর্শ করিবেন ঐ জলে আমার শরীরের রস মিশাইয়া দিব।

(শ্রীজ্ঞানেশ্বর চরিত্রলেখক বলিতেছেন, গুরুভক্তের গুরুনিষ্ঠা কিরূপ অসীম আগে আমি তাহা বলিব।)

(সেই শিষ্য) গুরুদাস্য করিয়া আপনার শরীর কৃশ করিয়া ফেলে এবং গুরুপ্রেমে পুষ্ট হয়, ইহার গুরুআজ্ঞা মনের নিবাসস্থান হয়।

এই শিষ্য গুরুর কুল হইতে কুলবান হয়, গুরুবন্ধুগণের সৌজন্যে সুজন হয়। গুরুসেবাই উহার একমাত্র ব্যসন হয়।

গুরুসম্প্রদায় ধর্ম্ম উহার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর গুরুপরিচর্য্যা উহার নিত্যকর্ম্ম হয়।

গুরুই তীর্থ, গুরুই দেবতা, গুরুই মাতা, গুরুই পিতা হন। গুরু-সেবার অতিরিক্ত আর কোন মার্গ ঐ শিষ্য দেখে না।

শ্রীগুরুদ্বারাই উহার সর্ব্বস্ব সার হয়, আর গুরুর যে অন্য সেবক আছে তাহাদিগকে সহোদর বন্ধুর ন্যায় প্রেম করে।

উহার মুখে গুরুনাম মন্ত্রই ধ্বনিত হয়, গুরুবাক্য ভিন্ন সে অন্য কোন শাস্ত্র স্পর্শ করে না।

শ্রীগুরুচরণ যে জলকে স্পর্শ করে সেই শিষ্য ঐ জলে ত্রিলোকের তীর্থ-যাত্রা করিয়া লয় অর্থাৎ ত্রিলোকের সমস্ত তীর্থ ঐ জলে বর্ত্তমান মনে করে।

শ্রীগুরু যে সময় গমন করেন তৎকালে তাঁহার চরণ হইতে ধূলিকণা উড়িতে থাকে। উহাকে সে কৈবল্যসুখের সাধক জানিয়া প্রেমপূর্ব্বক গ্রহণ করে।

(গুরুভক্তির এত বড় মহিমা "আচার্য্যোপাসনম্" এই পদের এত বড় বিস্তার এ কথা তো প্রসঙ্গের বাহিরের কথা, এই শঙ্কা শ্রোতৃগণের মনে উঠিতে পারে এইজন্য মহারাজ বলিতেছেন।)

গুরুসেবাতে আমি হাতে যদি নাচার হই, ভজন অবধানে যদি অন্ধ হই, পরিচর্য্যায় পঙ্গু হই, গুরুদেবের গুণগানে গোঙ্গা, মূক আর আলসী হই তথাপি গুরুসেবা আমার অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানেশ্বর মহারাজের সিদ্ধান্ত—"সাকার, নিরাকার, আত্মা যাহা কিছু সব আমার সদ্‌গুরুই হন্, উনিই তো এই দেহের উদ্ধার করিয়াছেন।"

শুনিলে বৎস, জ্ঞানেশ্বর মহারাজের গুরুভক্তির কথা? আমার জিহ্বার

দোষে হয়ত আমি তাঁহার সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না অথবা বিকৃত করিয়া ফেলিলাম। তথাপি আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

শিষ্য। দেব! যাহা শুনিলাম তাহার তুলনা নাই। এই অপূর্ব্ব, মনোরম, প্রেমময় গুরুসেবার উপদেশ জ্ঞানেশ্বর মহারাজই দিয়াছেন, আর কেহ কখন দেন নাই, দিতে পারিবেন না। কি সুন্দর! কি আনন্দপ্রদ! জ্ঞানেশ্বর মহারাজের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

গুরু। তোমায় তাঁহার কৃত একটি গুরুস্তব শুনাইব।

জয় জয় দেব নির্ম্মল। নিজ জনাখিল মঙ্গল।
জন্মজরা জলদ জ্বাল প্রভঞ্জন-।
জয় জয় দেব সকল বিগত বিষয় বৎসল।
কলিত কাল কৌতূহল কলাতীত।
জয় জয় দেব নিষ্কল। স্ফুরদমন্দানন্দবহল।
নিত্য নিরস্তাখিলমল মূলভূত।
জয় জয় দেব বিশুদ্ধ। অবিদ্যোত্থানদ্বিরদ।
শমদম মদন মদভেদ। দয়ার্ণব।

সায়ংকৃত্যের সময় হইয়াছে—এস আমরা গুরুপ্রণাম করি।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—:০:—

অষ্টম প্রকাশ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু। বৎস! আজ তোমায় একনাথ মহারাজের কথা বলিব।

শিষ্য। একনাথা ভাগবত তো ইঁহার কৃত?

গুরু। হ্যাঁ, সেই মহারাষ্ট্রীয় মহাপুরুষের লোকাতীত জীবন-বৃত্তান্ত, অপূর্ব্ব গুরুভক্তির কথা শ্রবণ কর।

ভক্তশ্রেষ্ঠ ভানুদাসের পুত্র চক্রপাণি। চক্রপাণির পুত্র স্থর্য্যনারায়ণ, স্থর্য্যনারায়ণের পুত্র একনাথ। ইঁহার জন্ম ১৫৯০ সংবতের কাছাকাছি হয়। ইঁহার জন্ম মূলানক্ষত্রে হইয়াছিল, এইজন্য ইঁহার জন্মগ্রহণের পর পিতার দেহান্ত হয়। উহার কিছুকাল পরে মাতাও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা স্থর্য্যনারায়ণ বড় মেধাবী ও মাতা রুক্মিণীবাই অতি পতিব্রতা এবং সুশীলা ছিলেন।

পিতামহ চক্রপাণি ইঁহার লালনপালন করেন। একনাথজী বাল্যকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান, শ্রদ্ধাবান আর ভজনানন্দী ছিলেন। ছয় বৎসরের সময় উপনয়ন হয়, ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং অনেক পুরাণ ইনি বাল্যকালেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সকালে ইঁহার হৃদয়ে এরূপ ভগবৎপ্রীতি জাগরিতা হয় যে ভগবানের সঙ্গে মিলনকারী সদ্‌গুরুর জন্য অস্থির হইয়া উঠেন।

এই অবস্থায় কোন শিবালয়ে বসিয়া রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় হরিগুণ-গান করিতেছিলেন এমন সময় ইনি এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "দেবগড়ে যাও, জনার্দ্দন স্বামীকে দর্শন কর, তিনি তোমায় কৃতার্থ করিবেন।" এই কথা

শুনিয়া তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া দেবগড় অভিমুখে যাত্রা করেন। দুই-দিন দুই রাত্রি পথিমধ্যে অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে দেবগড়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইনি জনার্দ্দন স্বামীর দর্শন লাভ করেন। এই গুরুশিষ্য সংযোগ ১৬০২ সংবতে হইয়াছিল।

একনাথজী ছয়বৎসর কাল গুরুদেবের সেবা করিতে থাকেন।

গুরুসেবার সময় প্রাতে গুরুদেবের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে উঠিতেন এবং রাত্রে গুরু নিদ্রিত হইলে তবে নিদ্রিত হইতেন। গুরুদেবের স্নানের সময় জল আনিয়া দিতেন, বস্ত্র গুছাইয়া হাতে দিতেন, পূজার সবস্ত দ্রব্য পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়া রাখিতেন, যতক্ষণ তিনি পূজা করিতেন একনাথজী ততক্ষণ একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া থাকিতেন, যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইত তখন তাহা অগ্রে উপস্থিত করিতেন।

গুরু ভোজন করিলে পান সাজিয়া দিতেন, তাঁহার বিশ্রামকালে পদসেবা করিতেন—এইরূপ গুরুসেবা পরমধর্ম্ম জানিয়া উহা পালন করিতেন।

জনার্দ্দনস্বামী কিছুদিন পরে তাঁহাকে হিসাব কিতাবের কাজ দেন। একদিন ইহার হিসাবে এক পাইএর অমিল হয়, এইজন্য রাত্রে গুরুসেবার পর খাতা লইয়া হিসাব করিতে থাকেন। তিনপ্রহরকাল হিসাব করিবার পর যখন ভুল দেখিতে পাইলেন তখন বড় আনন্দে হাততালি দিয়া উঠেন।

স্বামীজীর ঐ সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়—তিনি জানালা দিয়া দেখিয়া বলেন—"একনাথ, আজ এত আনন্দ কিসের জন্য ?"

একনাথজী অতি নম্রতার সহিত এক পাই ভুলের কথা বলিয়াছিলেন।

গুরুজী বলিলেন, "এক পাইয়ের ভুল ধরা পড়াতে তোমার এরূপ আনন্দ হইয়াছে, তাহা হইলে সংসারে বড় বিষমভুল তোমার আছে, উহা যখন ধরিতে পারিবে তখন তোমার কিরূপ আনন্দ হইবে ? এই প্রকার

তুমি যদি শ্রীভগবানের চিন্তা কর তাহা হইলে তিনি কখন দূরে থাকিতে পারিবেন না।”

একনাথজী ইহা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ জ্ঞান করতঃ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার চরণে মস্তক রক্ষা করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় একনাথজী ভগবান্ দত্তাত্রয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। একনাথজী দেখেন শ্রীগুরু দত্তাত্রেয় এবং দত্তাত্রেয়ই গুরু। এই অভেদ ভাবনায় ইনি ক্ষণকাল তন্ময় হইয়া থাকেন। পরে বাহ্যচৈতন্য আসিলে শ্রীদত্ত প্রসন্নবদনে উঁহাকে অবলোকন করতঃ জনার্দ্দন স্বামীকে বলেন, “এই মহাভাগবত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার দ্বারা ভাগবত ধর্ম্মপ্রচার হইবে। সহস্র মনুষ্যকে এ ভক্তিপথে চালিত করিবে এবং জড় জীবোদ্ধার উদ্ধারকারক উত্তম গ্রন্থও নির্ম্মাণ করিবে; ভাগবতের উপর ইহার গ্রন্থ অপূর্ব্ব হইবে।” এই বলিয়া দত্তাত্রেয় একনাথজীকে আলিঙ্গন দান করেন। ইহাতে জনার্দ্দনস্বামীর পরমানন্দ হয়—দত্ত, জনার্দ্দন, একনাথ সমরস হইয়া যান।

যে সময় দত্তভগবান্ একনাথজীকে দর্শন দান করিয়াছিলেন সেই সময় দত্ত, জনার্দ্দন ও আপনার সহিত সকল বিশ্ব ইনি অভেদরূপে দর্শন করেন। অনন্তর দত্ত ভগবান্ অন্তর্হিত হন।

ইহার পর একনাথজী যখনই দত্ত ভগবান্‌কে দেখিতে চাহিতেন তখনই দর্শনলাভ করিতেন।

এই সগুণ সাক্ষাৎকারের পর শ্রীগুরু একনাথজীকে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার দীক্ষা দান করতঃ শূলভঞ্জন পর্ব্বতের উপর অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিবার আদেশ দেন।

একনাথজী ঐ পর্ব্বতের উপর যাইয়া ঘোর তপস্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের দর্শনবাসনায় ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকেন। ভক্তের

আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া সাক্ষাৎ আনন্দকন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে দর্শন দান করতঃ কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

একনাথজী দেবগড় পর্ব্বতের উপর এইরূপ মহান্ তপ করিতে থাকেন। একদিন নাথ যখন সমাধি অবলম্বন করেন তৎকালে এক বড় ভীষণ কালসর্প গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া উঁহার উপর পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সাম্যস্থিতির অনুভবকারী একনাথজীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া উহার দংশন করিবার ক্রূরবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, একনাথের মস্তকের উপর ফণা ধরিয়া দুলিতে থাকে। এইরূপ তাঁহার সমাধির সময় সর্প নিত্যই অবস্থান করিত। একজন শ্রদ্ধালু কৃষাণ ঐ পর্ব্বতের নীচে অবস্থান করিত। সে একদিন একনাথজীকে দেখিয়া, ইনি মহান্ তপস্বী পুরুষ মনে স্থির করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করে। ঐদিন হইতে নিয়মপূর্ব্বক নিত্য ঐ ব্যক্তি এক লোটা দুধ একনাথজীকে আনিয়া দিত। একনাথ ইহার শুদ্ধভাব দর্শন করতঃ সমাধির পর সেই দুগ্ধ পান করিতেন। একদিন ঐ কৃষাণ আসিয়া দেখে এক কালসর্প একনাথজীর কোমরে জড়াইয়া, মস্তকে ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। সে জোরে চীৎকার করিয়া উঠে। শীঘ্র একনাথের সমাধিভঙ্গ হয়, তিনি সাপকে যাইতে দেখেন।

তপস্যা পূর্ণ হইলে তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর শ্রীগুরুদেব সাধুসঙ্গ এবং ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তীর্থযাত্রার আদেশ করেন এবং তাঁহার সহিত জনার্দ্দনস্বামী নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই যাত্রায় একনাথজী চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপর ওঠি ছন্দে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা প্রথমেই ইনি পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে জনার্দ্দনস্বামীকে শুনাইয়াছিলেন।

তীর্থযাত্রা পূর্ণ করিয়া একনাথস্বামী আপনার জন্মভূমি পৈঠনে আসেন কিন্তু আপনার গৃহে গমন না করিয়া পিপ্পলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করেন। উঁহার বৃদ্ধ পিতামহ পিতামহী গৃহত্যাগের পর অনেক অনুসন্ধান

করিয়া জনার্দ্দনস্বামীর নিকট একনাথজী অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া যখন তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য জনার্দ্দনস্বামীর নিকট লোক প্রেরণ করেন সেই সময় একনাথজী তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছেন। একনাথজী নিশ্চয় পৈঠনে আসিবেন জানিয়া তাঁহার পিতামহ একনাথজী বিবাহ করিয়া যাহাতে সংসারী হন এইরূপ এক আজ্ঞাপত্র জনার্দ্দন-স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেন।

ইঁহার পৈঠনে আগমন-সংবাদ শুনিয়া ইঁহার বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী দেখা করিবার জন্য গমন করেন ; পথেই ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ চক্র-পাণি একনাথজীকে বক্ষে ধারণ করতঃ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে থাকেন। তাহার পর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাপত্র প্রদর্শন করেন। একনাথ শ্রীগুরুদেবের হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

"একনাথ, অতঃপর তুমি বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কর।"

অতঃপর একনাথজী ঐস্থানেই আপনার তীর্থযাত্রা সমাপন করিলেন! গুরুদেবের আজ্ঞায় খুব জাঁকজমকের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার সহধর্ম্মিণী গিরিজাবাঈ বড় পতিপরায়ণা, আদর্শ গৃহিণী ছিলেন, এইজন্য একনাথজীর সমস্ত সংসার পরমার্থপরায়ণ হইয়াছিল।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যে যে অনুষ্ঠান করা উচিত তিনি যথাশাস্ত্র সেই অনুষ্ঠান সকল প্রতিপালন করিতেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রাতঃস্মরণ, গুরুচিন্তন করতঃ শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া গোদাবরীতে স্নান করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন, তদনন্তর গৃহে আসিয়া দেবপূজা, ধ্যান-ধারণা আদি করিয়া গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠ অথবা শ্রবণ করিতেন। মধ্যাহ্নে গোদাবরীতে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা-তর্পণ, ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া গৃহে আসিয়া বলি বৈশ্বদেব, অতিথি অভ্যাগতের পূর্ণরূপে সৎকারান্তে ভোজন করিতেন। তারপর বিদ্বান্ এবং ভক্তগণের সহিত আত্মচর্চ্চা করিতেন। তৃতীয় প্রহরে ভানুদাস দ্বারা স্থাপিত বিট্ঠল মূর্ত্তির

সম্মুখে ভাগবত, রামায়ণ অথবা জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের প্রবচন করিতেন। সায়ংকালে পুনর্ব্বার গোদাবরীতে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া গৃহে আসিয়া ধূপ-দীপের সহিত ভগবানের আরতি, স্তোত্রাদিপাঠ করিতেন। ইহার পর অল্প আহার করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ভগবৎকীর্ত্তন অথবা বেদোপনিষৎ, পুরাণাদি অধ্যয়ন করিতেন। পরে চারি ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন।

একনাথজী ব্রাহ্মণের বড় আদর করিতেন। ইঁহার বাড়ীতে সদাব্রত চলিত। সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিতেন। রাত্রে যে সময় কীর্ত্তন করিতেন ঐ সময় দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিত যাঁহাদের মধ্যে এমন অধিকাংশ শ্রোতা হইত যাঁহারা ঐ স্থানে ভোজন করিতেন। এইরূপ নিত্য নূতন লোক আসিত। ইনি কখন কোন চিন্তা করিতেন না। অন্নদান এবং জ্ঞানদান প্রত্যহ ইঁহার গৃহে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। ক্ষমা, শান্তি, সমতা, ভূতদয়া, নিরহঙ্কারতা, হরিভক্তিপরায়ণতা প্রভৃতি দৈবী সম্পদের আধার শ্রীএকনাথ মহারাজের দর্শনে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের পাপতাপ সন্তাপ নিত্য নিবারিত হইত। ইঁহার জীবন বদ্ধকে মুমুক্ষু, মুমুক্ষুকে মুক্ত, মুক্তকে পরাভক্তির পরমানন্দ দান করিবার জন্যই ছিল। ইঁহার পরোপকারময় নিস্পৃহ, সাধু জীবনের এরূপ ঘটনা আছে যাহাদ্বারা ইঁহার বিবিধ দৈবীগুণ প্রকট হইয়াছে।

তাঁহার জীবনের কয়েকটী ঘটনা তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি।

একনাথজী যখন স্নান করিয়া আসিতেন পথে একজন মুসলমান তাঁহার গাত্রে কুলকুচা করিয়া দিত। তিনি শান্তভাবে 'সব জনার্দ্দন' এই বলিয়া পুনরায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। এইরূপ দৈনিক পাঁচ ছয়বার উঁহাকে স্নান করিতে যাইতে হইত তথাপি তিনি কোনদিন অসন্তুষ্ট হন নাই। এক দিন ঐ মুসলমান ১০৮ বার গায়ে কুলকুচা করিয়া দিয়াছিল আর একনাথ মহারাজ শান্তভাবে স্নান করিয়া আসিতেছিলেন। প্রসন্নতা, শান্তি তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। 'উন্মত্ত ক্রোধ আর শান্ত সহিষ্ণুতা' এই দ্বন্দ্ব দেখিবার জন্য তথায় সহস্রলোক জুটিয়া গিয়াছিল, শেষে যখন আপনার কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া

উঁহার চরণে পতিত হয়। তদবধি ঐ ব্যক্তির জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

একনাথ মহারাজের পিতার শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের জন্য তিনি দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পাক হইয়া গিয়াছিল, তাহার সুগন্ধ পথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। চার পাঁচজন মাহার সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে পক্কান্নের গন্ধ পাইয়া আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে থাকে, "কি সুন্দর সুগন্ধ! ক্ষুধা না থাকিলেও ক্ষুধা হয় কিন্তু এরূপ খাবার জিনিষ কি আমাদের কপালে জুটিবে?"

শ্রীএকনাথজী সেই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি সকলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তাহাদিগকে পাতা দিয়া সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য গিরিজাবাঈ পরিবেশেন করিয়া খাওয়াইলেন।

পরে ব্রাহ্মণগণের জন্য পুনরায় পাক করিলেন। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ এই কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একনাথজীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট মনে করিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করত "তুমি পতিত, তোমার গৃহে আমরা ভোজন করিব না" বলিয়া চলিয়া যান।

একনাথ মহারাজ শ্রাদ্ধের যথাবিধি সঙ্কল্প করত পিতার ধ্যানানন্তর আবাহন করেন। পিতা সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অন্ন ভোজন করিয়া অন্তর্হিত হন।

একবার চারিজন প্রবাসী ব্রাহ্মণ পৈঠনে আসিয়া অর্দ্ধরাত্রে একনাথজীর গৃহে অতিথি হন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত জানিয়া গিরিজাবাঈ পাক করিতে যান কিন্তু কয়েক দিন বৃষ্টির জন্য শুষ্ক কাষ্ঠাদি ছিল না। একনাথজী নিজের খাট খুলিয়া দেন, তাহা চেলাইয়া তাহার দ্বারা পাক হয়। গরম জলের দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণগণের পদ ধৌত করিয়া দেন—তাঁহারা ভোজন করত অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন।

একবার কাশী হইতে প্রয়াগ গমন করত স্কন্ধে গঙ্গাজলের ভার গ্রহণ করিয়া সঙ্গীগণসহ রামেশ্বর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নির্জ্জন প্রদেশে পিপাসায় মৃতপ্রায় এক গর্দ্দভকে একনাথজী আপনার স্কন্ধস্থিত গঙ্গাজল পান করাইয়া জীবন দান করেন। তাঁহার সঙ্গীগণ এবং আশ্রিত বান্ধবাদি সকলে প্রয়াগ-গঙ্গাজলের এইরূপ অপব্যবহার দর্শনে বড়ই দুঃখিত হন, তখন তিনি ইঁহাদিগকে বলেন, "তোমরা বারবার শুনিতেছ শ্রীভগবান্ ঘটে ঘটে বর্ত্তমান আছেন তবে কি জন্য দুঃখিত হইতেছ? যথাসময়ে যে জ্ঞান কাজ করে না সে জ্ঞান কিসের জন্য? যে জল গাধাকে পান করাইয়াছি ইহা একেবারে রামেশ্বরজীর মস্তকে পড়িয়াছে।"

পৈঠনের এক বেশ্যা কীর্ত্তন শুনিবার জন্য কখন কখন একনাথ স্বামীর গৃহে যাইত। একদিন পিঙ্গলার উপাখ্যান শ্রবণ করত ইহার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়—সে অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। কোন-দিন একনাথজী স্নান করিয়া আসিতেছেন এমন সময় বেশ্যা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলে, "মহারাজ, একবার আমার বাড়ীতে আসিবেন?" তিনি বলেন, "এ আর দুর্লভ কথা কি—চলো।" একনাথজীর পাদস্পর্শে পাপগৃহ নাম-নিকেতন হইয়া যায়। অনুতাপকারিণী বেশ্যাকে মহারাজ,'রামকৃষ্ণহরি' মন্ত্র দেন এবং সৎকর্ম্মের ক্রম বলিয়া দেন। বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী হইয়া যায়; দশবর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে।

এক চোর চুরি করিবার জন্য উঁহার গৃহে প্রবেশ করে। ধ্যানস্থ একনাথজীকে দেখিয়া সে অন্ধ হইয়া যায়। মহারাজ তাহার চক্ষে হস্তার্পণ করিলে সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। তিনি বলেন, "কাপড় তৈজসপত্র যাহা ইচ্ছা তোমার লইয়া যাও" এবং আপনার অঙ্গুরী খুলিয়া চোখের সম্মুখে রাখিয়া বলেন, "ইহাও লইয়া যাও।" চোর অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। তদবধি সে চুরি করা ছাড়িয়া দেয়।

একনাথজী ভগবানের এরূপ নিরুপম সেবা করিতেন যে উঁহার সঙ্গসুখ

লাভ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হন। একনাথজী বলেন, “আপনি কেন আসিয়াছেন?”

ব্রাহ্মণবেশী ভগবান্ বলেন, “আপনার নাম শুনিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনার সঙ্গে অখণ্ড সমাগম হয় আর আপনার কিছু সেবা করি—এই জন্য আসিয়াছি। আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবক, আমাকে বেতন দিতে হইবে না। উদর পূরণ হইলেই যথেষ্ট। আপনার সেবা কবিব এই আমার ইচ্ছা।”

একনাথ জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার কুটুম্ব পরিবার কে কে আছেন?”

তিনি উত্তর দেন, “আমি একলা, আমার স্ত্রী বা পুত্রাদি নাই, এই শরীরকে কৃষ্ণ শ্রীখণ্ডিয়া বলে।”

একনাথ বলেন, “আপনার নিকট সেবা লইবার আমার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি আপনি এখানে থাকিয়া আনন্দে পরমার্থ সাধন করিতে পারেন।”

ব্রাহ্মণবেশী ঠাকুরটী উত্তর করেন, “বৎস! আমি এই কৃপা চাহিতেছি আমার সেবা আপনি অবশ্য গ্রহণ করিবেন।”

শ্রীভগবান্ একনাথজীর গৃহে নিত্য জল আনয়ন, দেবপূজার জন্য চন্দন ঘর্ষণ, ব্রাহ্মণভোজনের পর সেই উচ্ছিষ্ট স্থানাদি মার্জ্জন আর একনাথজীর নানাপ্রকার সেবা করিতেন। এইরূপ দ্বাদশ বৎসর কাল ভক্তের প্রেমে বন্দী হইয়া শ্রীভগবান্ দাসত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই কথা প্রকাশ হইলে অন্তর্হিত হন, পরে একনাথজীর কাতর ক্রন্দনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন। আমি তো ক্রমাগত বলিয়া যাইতেছি—তোমার বিরক্তি আসে নাই তো?

শিষ্য। বিরক্তি—সে কি দেব! অমৃতপানে কাহার অরুচি হয়? সাধু সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনে বাস করত শ্রীভগবানের সাধনা করেন আর এই মহাপুরুষ স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারে থাকিয়া ভগবানকে সেবক করিয়াছিলেন, এরূপ ভক্তের কথা আর আমি শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

গুরু। আরও অনেক ঘটনা আছে, আমি মাত্র কয়েকটি তোমায় বলিলাম।

এই প্রকার পরোপকারময় নিস্পৃহ সাধু জীবনে উপদেশ ও অন্নদানাদির দ্বারা সকলের উপকার করত গৃহস্থ আশ্রমের দিব্য আদর্শ সকলের সম্মুখে রাখিয়া শেষে ১৬৫৬ সংবতে চৈত্র কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে একনাথ মহারাজ গোদাবরী তীরের উপর আপনার দেহ ত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি সুস্থ ছিলেন, আপনার দেহত্যাগের দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। এই হেতু ইহার পূর্ব্বে কয়েকদিন পৈঠনের সর্ব্বত্র ভগবৎসংকীর্ত্তন হইতে থাকে। হরিকথার ধুম লাগে, দূর-দূরান্তর হইতে দর্শনার্থীগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, শ্রীভগবন্নামে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ষষ্ঠীতিথির দিন প্রাতঃকালে একনাথ মহারাজ গোদাবরীতে স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়া চিরসমাধি গ্রহণ করেন।

তাঁহার চতুঃশ্লোকী ভাগবত, রুক্মিণীস্বয়ংবর, চিরঞ্জীবপদ, ভাবার্থ-রামায়ণ ও একনাথী ভাগবত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার গুরুভক্তির কথা শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিলে দেহ ব্রহ্মভূত হইয়া যায়।

ধন্য হে জনার্দ্দন যিনি আমার এরূপ কল্যাণ করিয়াছেন যে আমাকে দেহাতীত ভগবান্ দিয়াছেন।

ধন্য হে সদ্গুরু যিনি ব্রহ্মভুবন দেখাইয়া দিয়াছেন।

সদ্গুরু আমার আনন্দসাগর, আমার ত্রিলোকের আধার। সদ্গুরু স্বামী স্বয়ংপ্রকাশ, উহার সম্মুখে চন্দ্র ও সূর্য্য—জোতি ম্লান হইয়া যায়। সদ্গুরুর সম্মুখে বেদ মৌন হইয়া গিয়াছে, শাস্ত্র পাগল হয়, বাক্য বন্ধ হইয়া যায়। সদ্গুরুদৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয় তাহার দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মময় হইয়া যায়। আমার গুরু, আমার স্বামী, আমার প্রভুরাজই আমাকে ভক্তিভাব দান করিতেছেন, ভূমিকে শুদ্ধ করিয়া উহাতে জ্ঞানবীজ বপন

করেন যাহাতে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাতে 'আমি তুমি' চলিয়া যায়, 'আমার—তোমার' কোন ভেদ থাকে না।

ধন্য গুরু মহারাজ যিনি ব্রহ্ম দেখাইয়া দিয়াছেন, অখণ্ড নামস্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমার জন্য আমার মাতা হইয়াছেন, উঁহার ঐ কৃপার ছায়ারও কি বর্ণনা করিব যাহার দ্বারা দাসের মন গুরুদেবের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়াছে, গুরুচরণে লীন হইয়া গিয়াছে।

জনার্দ্দনই আমাকে ঐ পরব্রহ্ম দেখাইয়া দিয়াছেন এই জন্য জিহ্বাগ্রের উপর উঁহার নাম রহিয়াছে। সদ্‌গুরুর চরণলাভ যাঁহার হইয়াছে তিনি প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, উঁহার চিত্ত ব্রহ্মের রঙে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। উঁহার জন্য বিষয় নাই। উঁহার মনে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব নাই, জগতে সর্ব্বত্র আত্ম-স্থিতিরই ভাব ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছে। সদ্‌গুরুর এমন কৃপা যে উনি আমার জন্য ব্রহ্মানন্দ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ঐ সদ্‌গুরুর পূজা এই মন সর্ব্বদা করিতেছে—ইহাতে উঁহার সমাধান হইয়াছে।

উঁহাতে সমস্ত কল্পনা লয় হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় বেচারী ঐস্থানে কি করিতে সমর্থ হইবে? অন্তরেন্দ্রিয়গণ কিছু করিতে পারে না। চারিটী শরীর ঐস্থানে বেকার হইয়া যায়। যেখানে মনঃ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ লীন হইয়া গিয়াছে ঐ সুখের বর্ণনা কেহ কি প্রকারে করিবে, যেস্থানে বক্তা, বাচ্য আর বচনরূপ ত্রিপুটী ক্ষীণ হইয়া যায়?

অধুনা জগৎ অন্ধকারের অন্ত হইয়া গিয়াছে, মূলের সহিত সমস্ত সংসার প্রকাশময় হইয়াছে। সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব-শিব ভেদ নাই। একই ব্রহ্ম—দ্বিতীয় নাই এইরূপ হইয়া গিয়াছে। আমি এই পরম আনন্দ ভোগ করিয়াছি যে আনন্দে কোটি কোটি আনন্দ নিবাস করে। আমি তো ব্রহ্মসুখ সম্পন্ন হইয়াছি—পরিপূর্ণ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছি।

সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ করত সর্ব্বদা গুরুচরণ ধ্যান করা কর্ত্তব্য। প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া দেখিতে হইবে উহা কি প্রকারে মিথ্যা "পরপাঠ পর সদ্‌গুরু

হো।" পৃষ্ঠের উপর যাহার সদ্‌গুরু আছেন, সদ্‌গুরুর সাহায্য যাহার মিলিয়াছে কলিকাল তাহার কিছু বিকৃত (অনিষ্ট) করিতে পারে না।

একনাথ মহারাজের গুরুভক্তির কথা তোমায় কিছু বলিলাম।

শিষ্য। দেব! যাহা শুনিলাম, তাহাতে শুনিবার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। বুঝিলাম একমাত্র গুরুভক্তির দ্বারা মানুষ মাত্রেই কৃতার্থ হইতে পারে। আরও জানিলাম অভেদ-ভক্তিই মানবগণের কাম্য। যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন ঐ অভেদভক্তি লাভের জন্য। যেদিন গুরুকৃপায় শিষ্য নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেবময় দর্শনে সমর্থ হয়, 'আমিও সেই বাসুদেব' হইয়া অখণ্ড পরমানন্দময় বাসুদেব-মহাপ্রেম-পারাবারে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কখন সন্তরণ দেয়, কখন বাসুদেব-বারি পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, কখন বা প্রাণারাম আত্মারাম সেই প্রেমসাগরে ডুবিয়া একীভূত হইয়া যায়, সেইদিন সে কৃতার্থ হয়। সব আমার আনন্দময় রাম, সব আমার সদানন্দময়ী মা, সব আমার কৃষ্ণ, সব আমার গুরু। এখানে ত্যাগের কিছু নাই, গ্রহণের কিছু নাই—আছে শুধু আনন্দ পরমানন্দ। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া জগদাকারে দৃষ্ট হয়; স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, গগন, সলিল, তেজ, দেবতা, মানব-মানবী, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতি, কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-মিথ্যা, সাধু-অসাধু, প্রিয়-অপ্রিয়, অন্ন-রস, ইহলোক-পরলোক, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, হাস্য-ক্রন্দন, তিরস্কার-পুরস্কার যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায়, যাহা স্পর্শ করা যায়, যাহা আঘ্রাণ করা যায়, যাহা পানাহার করা যায়, যে পানাহার করে, যে শ্রবণাদি করে সব সেই পরমানন্দ আত্মা। পরমানন্দ-মৃত্তিকা লইয়া আমার পরমানন্দময় আত্মারাম পরমানন্দে পরমানন্দ-জলে সিক্ত করত পরমানন্দময় জগৎ গঠন করিয়াছেন। তিনি পরমানন্দ, পরমানন্দ-মসীপাত্র হইতে পরমানন্দ-মসী লইয়া পরমানন্দ-তুলিকা দ্বারা পরমানন্দ জগৎ অঙ্কিত করিয়াছেন। সম্মুখে-পশ্চাতে,

বামে-দক্ষিণে পরমানন্দ; উর্দ্ধে-অধে পরমানন্দ; দিক্-দেশ-কাল-অণু-পরমাণু সব পরমানন্দ। জয় পরমানন্দ গুরো! জয় পরমানন্দময় গুরো! তোমার কৃপায় আমার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়-মেদে পরমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সুদূর গগন হইতে শত বীণার পরমানন্দ-ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিয়া আমার অন্তরে-বাহিরে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। প্রতি লোমকূপ হইতে পরমানন্দ-ধারা নির্গত হইতেছে, লোমসকল আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঐ সুধাকর পরমানন্দ-সুধা বর্ষণ করিতে করিতে অস্তাচলে গমন করিলেন; ঐ পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করত তরুণ তপন পরমানন্দ-কিরণধারায় জগদ্বাসীকে পরমানন্দ দান করিতেছেন; ঐ ভাগীরথী কলকল ছলছল শব্দে পরমানন্দে পরমানন্দ-সাগরে মিশিতে যাইতেছেন; ঐ বৃক্ষশাখে পক্ষীকুল পরমানন্দে গুণগান করিতেছে; প্রভাত-পবন পরমানন্দে পুষ্পপরাগ অঙ্গে মাখিয়া জন-মনে পরমানন্দের স্পর্শ দিতেছে। জয় গুরো! জয় গুরো! পরমানন্দ—পরমানন্দ—পরমানন্দ কোথা আমি! কে আমি! কৈ আমি!

গুরু শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, গুরু-শিষ্য উভয়েই তন্ময় হইয়া যাইলেন।

জয় গুরু—জয় গুরু।

সমাপ্ত